স্মৃতির স্বপ্ন

—মেটার্লিঙ্কের "মোনা ভ্যানা"র অনুবাদ—

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

এম্-এ, বি-এল্

প্রকাশক—শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
৯, কামার পাড়া লেন, বরাহনগর,
চব্বিশ পরগণা

দাম একটাকা

চৈত্র সংক্রান্তি
সন ১৩৩৯ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ
নবগোপাল প্রেস
১২।১, রামচাঁদ ঘোষ লেন, কলিকাতা

আমার

পরমারাধ্য মাতাপিতার

শ্রীচরণে

নিবেদন ক'র্‌লাম।

ভূমিকা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত মেটার্লিঙ্কের সুপ্রসিদ্ধ নাটিকা 'মোনা-ভ্যানা' আমি যখন প্রথম পড়ি, তখন এখানিকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত ক'র্‌বার জন্য আমার ভারি ইচ্ছা হ'য়েছিল; কিন্তু ইচ্ছা হ'লেই ত হয় না, কাজ ক'র্‌বার মত শক্তি-সামর্থ্য চাই। আমার তা ছিল না; তাই ইচ্ছাটা মনেই মিলিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে আমার নবীন সাহিত্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় যখন এই অনুবাদটা আমার হাতে এনে দিলেন, তখন আমার বড়ই আনন্দ বোধ হ'য়েছিল। তার পর যখন সবটা পড়ে ফেল্‌লাম, তখন আমার মনে হ'ল, আমি চেষ্টা না ক'রে ভালই ক'রেছিলাম——আমি নরেশবাবুর মত এমন সুন্দর ভাবে অনুবাদ ক'র্‌তে মোটেই পার্‌তাম না।

যাঁরা ইংরাজী জানেন, তাঁদের কাছে 'মোনা-ভ্যানা'র পরিচয় দিতে হবে না; যাঁরা ইংরাজী জানেন না, তাঁরা এই অনুবাদ পড়লেই নাটিকা-খানার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল, ঘটনা-সংস্থান দেখে মুগ্ধ হবেন; আমি আর কি পরিচয় দেব।

শ্রীযুক্ত মেটার্লিঙ্ক তাঁর এই অপূর্ব্ব নাটিকাখানি বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকাশ ক'র্‌বার অনুমতি দিয়ে সত্য-সত্যই আমাদের ভাষার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির সহায়তা ক'রেছেন। তার জন্য তিনি বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ।

শ্রীজলধর সেন

নি বে দ ন

বেল্‌জিয়ান্ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মরিস মেটার্লিঙ্কের নাম বোধহয় সবাই জানেন। ইনি ১৯১১ সালে, প্রধানতঃ তাঁর নাটকগুলির জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত মেটার্লিঙ্কের অপূর্ব্ব নাটিকা 'মোনা-ভ্যানা' আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল, এতটা—যে সেই টানেই আমাকে অনুবাদ ক'রতে হ'য়েছে। ভাব অর্থ বজায় রাখ্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি। কৃতকার্য্য হ'য়েছি কি না তার বিচার পাঠকবর্গ ক'রবেন।

শ্রীযুক্ত মেটার্লিঙ্ক দয়া ক'রে অনুবাদটি প্রকাশ ক'রবার অনুমতি দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর মূল চিঠিখানার অবিকল প্রতিলিপি ও তা'র ইংরাজী অনুবাদ এই সঙ্গে ছাপা হ'লো। নাটিকাখানার অভিনয় ক'রবার অনুমতি আমি চাই নাই; সুতরাং বঙ্গ-রঙ্গ-পীঠে এ'র অভিনয় তাঁর অনুমতি সাপেক্ষ রইল।

অনুমতি পেয়েও অনেকদিন বইখানা ফেলে রেখেছিলাম। তার পর শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন, ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের একান্ত উৎসাহে অনুবাদটি প্রকাশ ক'রতে সাহসী হ'লাম। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন ও শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকের নাম-করণ ক'রে দিয়েছেন। এঁদের উৎসাহ না পেলে বোধহয় পুস্তকখানা প্রকাশ করা হ'ত না। এঁরা দু'জনে আমার অশেষ ধন্যবাদার্হ। উদীয়মান চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত বিজয়-কুমার রায়চৌধুরী মলাটের ছবিটি এঁকে দিয়েছেন; তাঁ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল কিছু র'য়েই গেল ; তা'র জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তার প্রতিকার ক'র্‌তে পার্‌ব, আশা করি। ইতি—

দোল-পূর্ণিমা, ১৩৩৯
বরাহনগর
চব্বিশ-পরগণা

শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

66. av. des Baumettes,
Nice.
(A-M) France.

24 Mars 1931.

Cher Monsieur.

Je vous autorise volontiers à publier votre traduction Bengali de "Monna Vanna."

Comme d'usage, les droits de représentation sont expressément réservés.

Veuillez agréer, avec mes meilleurs voeux, l'assurance [illegible]

Maeterlinck

Mr Naresh Chandra Das Gupta. Pleader

মেটার্লিঙ্কের অনুমতি-পত্রখানার ইংরাজী অনুবাদ ঃ—

24 Mar. 1931 *66. av. des Baumettes*
Nice
(a.m.) France.

Dear Sir,

I willingly authorise you to publish your Bengali translation of "Monna Vanna".

According to custom, the rights of representation are strictly reserved.

Will you accept, with my best wishes the assurance of my devoted regards

MAETERLINCK.

চরিত্র

গাইডো কলোনা	... ...	পাইছা-বাহিনীর সেনাপতি
মার্কো কলোনা	... ...	ঐ পিতা
প্রিঞ্জিভেল	... ...	ফ্লোরেন্সের বেতনভোগী সেনাপতি
ভিডিও	... ...	প্রিঞ্জিভেলের সেক্রেটারী
বর্‌সো, টরেল্লো		গাইডোর সেনানায়ক-দ্বয়
ট্রাইভাল্‌জিও	... ...	ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধি
জিওভ্যানা, (মোনা-ভ্যানা)	...	গাইডোর স্ত্রী

কাল :—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কের **স্থান** পাইছা নগরীর অভ্যন্তরে ;-

দ্বিতীয়ের **স্থান** ঐ নগরীর বহির্দ্দেশে।

প্রথম—

গাইডো কলোনার প্রাসাদের একটি কক্ষ

[গাইডো ও তাঁর সেনানায়ক-দ্বয়, বর্‌সো ও টরেল্লো একটা
খোলা জান্‌লার সুমুখে দাঁড়িয়ে,—সে জান্‌লার
ভেত'র দিয়ে পাইছার চতুর্দ্দিকের
পল্লীগুলি বেশ দেখা যায়]

গাইডো

বিপদের চরমে এসে প'ড়েছি আমরা। এত ঘনীভূত হ'য়ে প'ড়েছে সেটা এখন, যে ভিনিসের সচিবগণ এতদিনে তা' আমাদের কাছে ব্যক্ত ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন। আমাদের সাহায্য ক'র্‌বার জন্য যে দু'টি সেনা-বাহিনী তাঁরা পাঠিয়েছিলেন, সে দু'টিই ফ্লোরেণ্টাইন্‌রা অবরোধ ক'রে রেখেছে,—একটি বিবিয়েনায়, অপরটি এল্‌সিতে। চতুর্দ্দিকের গিরিশঙ্কটগুলি সুবই শত্রুদের করায়ত্ত। একাকী ও সহায়হীন আমরা,—

ফ্লোরেন্সের জিঘাংসার পরিতৃপ্তির জন্য প'ড়ে র'য়েছি,—আর সামর্থ্য থাক্‌তে ফ্লোরেন্স কাউকে ক্ষমা করেনি কখনো।······আমাদের সৈন্যগণ ও প্রজাবর্গ এখনো এ সব বিপদের কথা জান্‌তে পারেনি ; কিন্তু নানা গুজোবে চতুর্দ্দিক ছেয়ে গেছে ;—এর কতগুলি আবার ঠিক্ খবর ব'লে সবাই বিশ্বাস ক'র্‌ছে। পাইছাবাসিগণ কি ক'র্‌বে—জান, যখন তা'রা প্রকৃত অবস্থাটির কথা জান্‌তে পার্‌বে ?—আমাদের উপরই তা'রা খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। ভীত ও শঙ্কিত হওয়ায়, তা'দের অন্ধ-ক্রোধ সর্ব্ব-প্রথমে আমাদেরই গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌বে।······নগরী আজ তিনমাস ধ'রে অবরুদ্ধ। এই দীর্ঘকাল তা'রা অনেক স'য়েছে,—সব তা'রা বীরের মত সহ্য ক'রে এসেছে। এই দারুণ দুর্ভিক্ষ ও চরম-দুর্দ্দশায় তা'রা ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে, তা'তে আর বিচিত্র কি ?······ একমাত্র আশায় বুক বেঁধে ছিল তা'রা, তা'ও গেল, আর তা'র সঙ্গে সঙ্গে গেল তাদের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্বের শেষ বন্ধনটুকু। কোনো উপায়, কোনো ক্ষমতা থাক্‌বে না আমাদের। শত্রুরা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আর তা'রি সাথে পাইছার অস্তিত্বটুকু ধূলায় বিলীন হ'য়ে যাবে।

বয়্‌সো

আমার সৈন্যগণ তা'দের শেষ তীরটি পর্য্যন্ত এ যুদ্ধে ছুঁড়েছে।······ তা'দের সব গোলা-বারুদ শেষ হ'য়ে গেছে। সমস্ত বারুদখানাটা ঝেড়ে-পুঁছে নিলেও একছটাক বারুদ পাওয়া যাবে না।

টরেল্লো

আজ দু'দিন হ'ল, আম্‌রা আমাদের শেষ গোলাটি দিয়ে কামান দেগেছি। অসি ভিন্ন, আর কোনো অস্ত্রই অবশিষ্ট নেই। ষ্ট্র্যাডিওটিস্ সৈন্যরা পর্য্যন্ত, শুধু তলোয়ার নিয়ে দুর্গ পাহারা দিতে অস্বীকার ক'র্‌ছে।

বয়্‌সো

কামান দেগে প্রঞ্জিভেল্ দুর্গ-প্রাচীরের যে অংশটা ভেঙ্গে দিয়েছে, ঐ যে তা' দেখা যাচ্ছে। পঞ্চাশ হাতের কম নয় ও অংশটা। একদল মেষ অনায়াসে ওর ওপোর দিয়ে পার হ'য়ে যেতে পারে।······ও স্থানটা রক্ষা করা আমাদের সাধ্যাতীত। আর, আমাদের কয়দল সৈন্য স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে,—আজ রাত্রের ভেত'র যদি সন্ধিপত্র সহি না হ'য়ে যায়, তা' হ'লে তা'রা সদলে নগর ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে।

গাইডো

গত দশ দিনের ভেত'র তিন-তিনবার সন্ধির জন্য উপযুক্ত দূত এখান থেকে আমরা পাঠিয়েছি; তাদের ভেত'র কৈ, কেউ ত' ফিরে' এল' না, এখনো!

টরেল্লো

তা'র সৈন্যাধ্যক্ষ এণ্টোনিয়ো রিণোকে ক্ষিপ্ত কৃষকগণ, আমাদেরি রাস্তার ওপোর, কুপিয়ে-কুপিয়ে মেরে ফেলেছে; তা'র জন্য প্রিঞ্জিভেল

আমাদের মার্জ্জনা ক'র্‌বে না কিছুতেই। আর সেই সূত্র ধ'রে, ফ্লোরেন্স আমাদের আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কৃত, ও অসভ্য বর্ব্বর ব'লে ঘোষণা ক'রেছে।······

গাইডো

এ বিষয়ে আমাদের আন্তরিক দুঃখ জানাবার জন্য আমি আমার পিতৃদেবকে প্রিঞ্জিভেলের কাছে পাঠিয়েছি ;—তিনি তা'দের বুঝিয়ে দেবেন এ ব্যাপারে আমাদের কিছুমাত্র হাত ছিল না। দারুণ অনশনে ক্ষিপ্ত জনতাকে আয়ত্তাধীনে আনা ছিল আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত।······ দূতরূপে তিনি গিয়েছেন ; কৈ, এখনো ত' ফিরে' এলেন না ?

বর্‌সো

আজ সাতদিন আমাদের এ নগরীর চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত, আমাদের দুর্গ-প্রাকার ভস্মস্তূপে পরিণত, আর সব কামানগুলি নিস্তব্ধ।······আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা, কেন প্রিঞ্জিভেল এখনো আক্রমণ ক'র্‌ছে না। সাহস কি তা'কে ছেড়ে গেল ;—না, আমরা তা'কে হঠাৎ আক্রমণ করি, সেই ভয় সে ক'র্‌ছে ?······আমার বোধহয়, ফ্লোরেন্স কোনো অদ্ভুত আদেশ তা'র ওপোর জারি ক'রেছে।

গাইডো

ফ্লোরেন্সের অনুজ্ঞা চিরকালই রহস্যপূর্ণ ; কিন্তু অভিসন্ধি তা'র অতীব স্পষ্ট। ভিনিসের প্রতি অটুট রাজভক্তির জন্য, পাইছা টাস্কার-

নগরগুলির সুমুখে যে উদাহরণ তুলে' ধ'রেছে, তা' ফ্লোরেন্সের পক্ষে নিতান্ত সাঙ্ঘাতিক। তাই পাইছাকে ধ্বংস তাকে ক'র্‌তেই হ'বে।······কি কৌশল ও চতুরতাই অবলম্বন ক'রেছে ফ্লোরেন্স এ বিষয়ে! কেমন ধীরে ধীরে, এই যুদ্ধের পক্ষদ্বয়ের ভেত'র দারুণ তিক্তভাব ছড়িয়ে দিয়েছে; আর তা'তে নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা ও চরম নৃশংসতার প্রলেপদ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাটি দাঁড় করিয়ে, প্রতিহিংসা নেবার সুন্দর এ সুযোগের সৃষ্টি ক'রেছে সে!······তা'দেরি গুপ্তচরগণ উৎসাহ দিয়ে, আমাদের কৃষক-বর্গকে ক্ষেপিয়ে তোলাতেই যে রিণো ঐরূপ নৃশংসভাবে নিহত হ'য়েছে, তা' শুধু আমার সন্দেহ মাত্র নয়,—অত্যন্ত ন্যায়-সঙ্গত বিশ্বাস। আর এই অবরোধ ব্যাপারে প্রিঞ্জিভেলের নেতৃত্বও এই বিরাট ষড়যন্ত্রের একটী অংশ। বর্ব্বরতা আর নৃশংসতায় এই প্রিঞ্জিভেলের সমকক্ষ তা'দের সেনা-বাহিনীতে বোধহয় আর কেউ নেই। এই প্রিঞ্জিভেলই প্ল্যাসেঞ্জা-ধ্বংসের নায়করূপে অবতীর্ণ হ'য়ে, সেখানকার প্রত্যেক সৈনিকের মস্তক স্কন্ধ-চ্যুত ক'রেছিল, আর তা'দের পঞ্চসহস্র স্বাধীনা নারীকে বিক্রয় ক'রে, তা'দের সবাইকে ক্রীতদাসী-শ্রেণী-ভুক্ত ক'রেছিল;—যদিও পরে সে ঘোষণা ক'রেছে,—এ সব হ'য়েছিল তা'র আদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

বর্‌সো

গুজোব ত' তাই শোনা যায়; আমার কিন্তু মনে হয়, তা' সত্য নয়। ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধিরাই সে হত্যাকাণ্ড, ও বিক্রয়ের জন্য দায়ী, প্রিঞ্জি-ভেল নয়। প্রিঞ্জিভেলকে আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু আমার এক

ভা'য়ের সঙ্গে তা'র বেশ জানাশুনা ছিল।······প্রিঞ্জিভেলের বাপ ছিল বাঙ্ক, বা ব্রেটন্। ভিনিসে তা'র একটা সোনা-রূপার দোকান ছিল। প্রিঞ্জিভেল নীচ-বংশ-সম্ভূত, তা'তে সন্দেহ নেই ; কিন্তু লোকে যে তা'কে বর্ব্বর ব'লে, তা সত্য নয়। আমি যা' শুনেছি, তা'তে সে এক সাংঘাতিক জীব—নৃশংস, লম্পট, দারুণ স্বেচ্ছাচারী,—কিন্তু তা' সত্ত্বেও রাজভক্ত। তা'র হাতে নিঃসন্দেহে আমি আমার অসি সমর্পণ ক'র্‌তে পারি।······

গাইডো

যতক্ষণ না তোমার বাহু পঙ্গু হ'য়ে যায়, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা ক'র্‌বে, আশা করি। শীঘ্রই সে এসে প'ড়্‌বে, আর তা'র স্বরূপও দেখ্‌তে পাবে। ······এখন আমাদের সুমুখে একটিমাত্র পথ উন্মুক্ত, অবশ্য আমাদের ভেত'র যারা মৃত্যুর সুমুখে দাঁড়িয়ে, বীরের মতো তা'কে বরণ ক'রে নিতে প্রস্তুত।······আমাদের এ দুর্গের ভেত'র যা'রা আশ্রয় নিয়েছে, সেই সব সৈন্য,নাগরিক,ও কৃষকগণকে অবিলম্বেই আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থাটার কথা জানিয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তা'রা জানুক, সন্ধির কোনো প্রস্তাবই আমাদের কাছে মোটেই উত্থাপিত হয় নি। আমাদের এ যুদ্ধ সখের যুদ্ধ নয়, যাতে দু'টি বিপুল-বাহিনীর উদয়াস্ত যুদ্ধের পরও দেখা যায়, তা'দের ভেত'র আহত মাত্র তিনজন ; আর এ অবরোধ সখের অবরোধও নয়,—যা'র অবসান হয় বিজীতের বিজয়ীর আতিথ্য, ও দৃঢ়ীকৃত বন্ধুত্ব লাভে। এ সমর অতি ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর,—এর পণ জীবন,

বা মরণ ; দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্র এতে নেই ;···আর আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ·····.

মার্কোর প্রবেশ

[গাইডো তাকে দেখে আলিঙ্গন ক'র্‌তে ছুটে গেল]

গাইডো

পিতা ! কি স্বর্গীয় সুখ ও সৌভাগ্য আমাদের যে—এই স্তূপীকৃত দারুণ দুঃখ-দৈন্যের ভেত'র আপনাকে আবার ফিরে' পেলাম ! আমি ত' আপনার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আহত নন ত' আপনি ? পা-দু'খানি যে টেনে-টেনে চ'ল্‌ছেন ! তা'রা কি নির্য্যাতিত ক'রেছে আপনাকে ? কি ক'রে অব্যাহতি পেয়ে ফিরে' এলেন ?

মার্কো

কিছুই করেনি তা'রা আমার ওপোর। বর্ব্বর তা'রা নয়। মাননীয় অতিথির মতোই তা'রা আমার অভ্যর্থনা ক'রেছে।······আমার লেখা বইগুলো প্রিঞ্জিভেল প'ড়েছে। প্লেটোর যে তিনখানা পুস্তকের আমি অনুবাদ ক'রেছি, সেগুলো সম্বন্ধে তা'র সাথে অনেক আলোচনা হ'ল আমার।······খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চ'ল্‌ছি বটে,—কিন্তু তা'র কারণ, আমি অতি-বৃদ্ধ, আর আমায় চ'ল্‌তে হ'য়েছেও অনেকটা।······বল ত', কা'র সাথে আমার দেখা হ'য়েছিল, প্রিঞ্জিভেলের শিবিরে ?

গাইডো

ফ্লোরেন্সের নিষ্ঠুর প্রতিনিধিদের সাথে বোধ হয় !

মার্কো

হাঁ, তা'দেরি সাথে ; অর্থাৎ, তা'দের ভেত'র একজনার সাথে ; কারণ, একজনারি সাক্ষাৎ আমি পেয়েছিলাম।······কিন্তু সেখানে গিয়ে, সব চেয়ে প্রথম যাঁ'র নাম আমি শুন্‌লাম, তিনি হ'চ্ছেন মার্‌সিলিয়ো-ফিসিনো,—যিনি প্লেটোকে জগতে প্রকাশ ক'রেছেন। জীবনের দশটী বৎসর হাস্‌তে হাস্‌তে আমি ছেড়ে' দিতে পার্‌তাম, ম'র্‌বার আগে তাঁ'র সাথে শুধু একটিবার দেখা ক'র্‌বার জন্য। এতদিন পরে দু'টিতে আমরা একত্র হ'য়েছিলাম, যেন সহোদর দু'টি ভাই।···হেসিয়ড্‌, হোমার, এরিষ্টট্‌ল্‌ সম্বন্ধে কত' আলোচনা হ'ল আমাদের।···শিবিরের নিকটে, আর্‌ণো-নদীর তীরে এক জলপাই বনে বালুর নীচে প্রোথিত, হস্ত-পদ-মস্তক-হীন এক দেবীর প্রস্তর-মূর্ত্তি তিনি খুঁড়ে বে'র্‌ ক'রেছিলেন। কি অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি!—দেখ্‌লে, তুমি এ যুদ্ধ-লড়াই সব ভুলে' যেতে।······দু'জনে মিলে' আমরা আরো খুঁড়্‌তে লাগ্‌লাম,—তিনি পেলেন এক-খানা বাহু, আর আমি পেলাম দু'খানা হাত। কি সুন্দর নিখুঁত গঠন সে হাত দু'খানির,—যেন লোকের হৃদয়ে পবিত্র আনন্দের উচ্ছ্বাস এনে' দেবার জন্যই সেগুলো তৈরী হ'য়েছিল। একখানাতে এত কোমল এক ভাব ফুটে' উঠেছিল, যেন সেটা কোনো রমণীর বক্ষের ওপোর ন্যস্ত ; অন্যটি তখনো একটা আর্‌সির হাতোল ধ'রেছিল।

গাইডো

পিতা, পিতা, ভুলে যাচ্ছেন আপনি যে এখানে সবাই ক্ষুধায় জ্ব'লে ম'র্‌ছে —কোমল হাত, বা ধাতুর মূর্ত্তি এখন কোনো কাজেই আস্‌বে না এদের!

মার্কো

না, না, সে মূর্ত্তিটি ধাতুর নয়, প্রস্তরের।

গাইডো

হ'ক প্রস্তরের; এখন বলুন এই ত্রিশহাজার লোকের বিষয়ে যে বার্ত্তা আপনি এনেছেন,—একমুহূর্ত্তের বিলম্ব, বা একটিমাত্র অবিবেচনার কাজ যা'দের পক্ষে ধ্বংসের নামান্তর হ'য়ে দাঁড়াবে'; আর একটিমাত্র শুভ-সংবাদ যা'দের সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌বে। হস্ত-পদ-মস্তক-হীন কোনো মূর্ত্তির জন্য, বা তা'র কোমল হাতের জন্য আপনি সেখানে যান নি।...... কি তা'রা ব'ল্‌লে আপনাকে? ফ্লোরেন্স, বা প্রিঞ্জিভেলের কি অভিপ্রায়? বলুন, বলুন পিতা, শীঘ্র বলুন!—আমাদের সাথে তা'দের কি এ লীলা?......জান্‌লার নীচে ঐ চীৎকার শুন্‌তে পাচ্ছেন কি? —পাথরের পাশে যে ঘাস গ'জিয়েছে, তাই কাড়াকাড়ি ক'রে ছিনিয়ে নেবার কোলাহল-শব্দ ওটা, বুঝ্‌লেন?......

মার্কো

ঠিক ব'লেছ তুমি। আমি সত্যই ভুলে গিয়েছিলাম,—লড়াই বাধিয়ে দিয়েছ তোমরা এই এমন সময়, যখন বসন্ত-রাণী আবির্ভূতা, তাই আনন্দে

ভরপুর আকাশ মাটির পানে চেয়ে' হাস্‌ছে ; সাগর অনন্ত-নীলিমার সাথে মিশ্‌বার জন্য ধে'য়ে চ'লেছে,—আর তা'ই ধরণী-সুন্দরী মানবের প্রতি স্নেহ-ভালবাসায় পরিপূর্ণা।···কিন্তু তোমাদের আনন্দ যে স্বতন্ত্র! আমি আমার আনন্দের বিষয় সম্বন্ধে একটু বেশী আলোচনা ক'রে ফেলেছি মাত্র।···যা'ক্, ঠিক্ ব'লেছ তুমি। যে বার্ত্তা আমি এনেছি, তা' আমার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। সে বার্ত্তা এই ত্রিশ-সহস্র লোকের মুক্তি এনে দেবে ;—কিন্তু তা'র পরিবর্ত্তে দিয়ে যাবে একজনার প্রাণে কঠোর দুঃখের এক গভীর মুদ্রা ; কিন্তু সেই একজন তা' থেকে এমন গৌরব অর্জ্জন ক'র্‌বে—যা,' আমার মনে হয়, যে কোনো যুদ্ধ-জয়ের গৌরবের চাইতেও অনেক শ্রেয়। একের প্রতি ভালবাসা শ্রেয়, সন্দেহ নেই ; কিন্তু যে ভালবাসা বহুর ওপোর পরিব্যাপ্ত,তা' আরো উচ্চ, ও সূক্ষ্মতর। যে সব গুণের সবাই তারিফ্ করে, তা' শ্লাঘনীয় ; কিন্তু আমাদের দৃষ্টি তা' ছাড়িয়েও ওপোরে উঠ্‌তে চায়,—তখন ও গুলোর মূল্য ক'মে আসে। শোনো, আর শুন্‌বার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর, যেন আমার প্রথম বাক্যই তোমার মুখ দিয়ে এমন কোনো শপথ এনে না দেয়, যা' আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে পঙ্গু ক'রে দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক পুনর্মিলনের পথে বাধা হ'য়ে থাকে।

গাইডো

[ইসারায় তার সৈন্যাধ্যক্ষদের যেতে ব'লে]

এখান থেকে যাও।

মার্কো

না, না, থাক এরা। আমাদের ভাগ্য,—না, এ নগরীর সবাইকার ভাগ্য-নিরূপণ ক'র্‌তে আমরা প্রবৃত্ত। আমার মতে, যে হতভাগ্য-দের জীবন রক্ষার চেষ্টা আমরা ক'চ্ছি, তা'দের সবাই এ ঘর ভর্‌তি ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ভাল হ'ত। অন্ততঃ, তা'রা ঐ জান্‌লার নীচে দাঁড়িয়ে শুনুক কি সংবাদ আমি এনেছি। আমার এ বার্ত্তা সবাই-কার মুক্তি এনে' দেবে, যদি বিচারে সেটা গৃহীত হয়।···কিন্তু হায়, হাজার ন্যায়-সঙ্গত যুক্তিও যে ভেসে যায় এক বিষম ভুলের সুমুখে। তাই আমার এত ভয়; কারণ, আমি নিজেও······

গাইডো

হিঁয়ালি ছাড়ুন পিতা! পায়ে প'ড়্‌ছি আপনার। অবিলম্বে সব খুলে' বলুন। এত বাক্য-ব্যয়ের কোনো প্রয়োজন দেখ্‌ছি না আমি। এ ভীষণ দুর্গতিতে আর ভয়াবহ আমাদের কাছে কি হ'তে পারে?

মার্কো

তাই হ'ক তবে। শোনো,—আমি প্রিঞ্জিভেলের সাথে দেখা ক'রেছি। অনেক কথা হ'ল তা'র সঙ্গে।···যা'কে লোকে ভয় করে, কতই না আজ্‌-গুবি মিথ্যা র'টে যায় তা'র সম্বন্ধে!···আমি গিয়েছিলাম তা'র শিবিরে,—প্রায়াম যেমন এ্যাকিলিসের শিবিরে গিয়েছিল। ভেবেছিলেম, সেখানে দেখ্‌তে পাব একটা মাতাল, নর-শোনিত-লোলুপ বর্ব্বর, যুদ্ধ-বিদ্যা

ভিন্ন অন্য সদ্‌গুণ-লেশ-বর্জ্জিত এক উন্মাদ। তাইত' সবাই তা'র সম্বন্ধে আমায় ব'লে এসেছে। আমি ভেবেছিলেম, দেখ্‌তে পাব যুদ্ধের এক দানব-মূর্ত্তি—ক্রুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারী, লম্পট, অহঙ্কারী, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক···

গাইডো

প্রিঞ্জিভেল এ সবই ; শুধু বিশ্বাসঘাতক সে নয়, বোধ হয়।

বয়্সো

না, বিশ্বাসঘাতক সে নয়। ফ্লোরেন্সের বেতনভোগী হ'লেও, তা'র রাজভক্তি অটুট্।

মার্কো

আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই, সে আমায় অভিবাদন ক'র্‌ল,—যেন আমার শিষ্য সে, আর আমি তা'র আরাধ্য গুরুদেব। সে বিদ্বান্, অধ্যয়নশীল, বুদ্ধিমান্, ও অনুসন্ধিৎসু। সব সে স্থিরভাবে শোনে, আর যা' কিছু সুন্দর, তা'র রস-গ্রাহী সে। করুণ ও উদার তা'র মন। যুদ্ধ সে চায় না। সে সরল ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ। জীবন-সংগ্রাম তা'কে সৈনিক ক'রেছে, এবং জয়ের গৌরব দিয়ে তা'কে বন্দী ক'রে রেখে'ছে। চ'লে যেত সে এ সব ছে'ড়ে দিয়ে, কিন্তু এক কামনা তা'কে ধ'রে রেখে'ছে,—কি বীভৎস সে কামনা!—যা পেয়ে বসে শুধু তাদেরি, যা'রা জ'ন্মেছে কোনো দুষ্ট-গ্রহের প্রভাবে এক মহান্, অনুপম প্রেম নিয়ে,—যে প্রেমের পরিতৃপ্তি নাই, আর হ'তেও পারে না কখনো···

গাইডো

পিতা! ভুলে যাচ্ছেন আপনি, যারা ক্ষুধায় ম'রে যেতে ব'সেছে, বিলম্ব তা'দের পক্ষে কতো অসহ্য। ঐ লোকটির গুণাগুণে কিছু এসে' যায় না আমাদের। মুক্তির আভাস আপনি দিয়েছিলেন,—তাই স্পষ্ট ক'রে বলুন—

মার্কো

ঠিক কথা। ইতস্তত ক'রে অন্যায় ক'র্‌ছি আমি। এ সংসারে যে দু'জনাকে সবচেয়ে ভালবাসি, তা'দের কাছে এটা নির্ম্মম হ'লেও···

গাইডো

যাই হ'ক্‌ না কেন, আমার অংশটি আমি মেনে নিতে প্রস্তুত। অপরটি কে তাই বলুন।

মার্কো

শোনো, ব'ল্‌ছি।···ঘরে যখন ঢুক্‌লাম, কত দুরূহ, কত অসম্ভবই না তখন মনে হ'ল এটা; কিন্তু মুক্তির আশাই আমায় এগিয়ে দিল···

গাইডো

বলুন!—

মার্কো

ফ্লোরেন্স আমাদের অস্তিত্ব লোপ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প। সমর-পরিষৎ মনে করেন, এটা অবশ্য কর্ত্তব্য; আর শাসন-তন্ত্রও সেটা

অনুমোদন ক'রে হুকুম জারি ক'রেছেন। এর আর কোনো নড় চড় হ'বে না। প্রবঞ্চক ফ্লোরেন্স জগৎকে বিশ্বাস করাবে,—এতে আমাদেরই সম্পূর্ণ দোষ ; আমরা তা'দের করুণা-প্রণোদিত, অত্যন্ত ন্যায়-সঙ্গত সন্ধি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রেছি ;—তাই তা'রা আক্রমণ ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছে। স্পেন ও জার্ম্মাণী থেকে ভাড়া করা সৈনিকদের তা'রা লেলিয়ে দেবে আমাদের উপর,—লুণ্ঠন, নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও মড়কের সৃষ্টির সুযোগ পেলে, যা'রা কখনো, কোনো ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হয় না। একমাত্র ইঙ্গিতে তা'রা লেগে যাবে,' আর নেতারা দেখাবেন, তাঁরা সম্পূর্ণ অসহায় !—অবস্থাটি তাঁদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ! !…এই ত' ঘ'টবে আমাদের ভাগ্যে।—আর ফ্লোরেন্স কিছুমাত্র কালক্ষেপ না ক'রে, এই দারুণ অত্যাচারের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ক'র্‌বে,—ও দেখাবে,—বিদেশী ভাড়াটে সৈনিকদের জন্যই এ সব ঘ'টেছে। আমাদের ধ্বংসের জন্য যখন তাঁ'দের কোনো প্রয়োজনই থাক্‌বে না আর, তখন ফ্লোরেন্স জানাবে, তাঁরা এই বীভৎস অত্যাচারের জন্য যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত,—আর সঙ্গে সঙ্গেই, সে সব ভাড়াটিয়া সৈনিকদের বিতাড়িত ক'রে জগৎকে দেখাবে, তাঁরা ন্যায়-বিচার-বিষয়ে কত তৎপর ! !

গাইডো

ঠিক এই ত' ফ্লোরেন্স বরাবরই ক'রে আস্‌ছে।

মার্কো

এই সব গোপন অনুজ্ঞা পেয়েছে প্রিঞ্জিভেল ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধিদের

কাছ থেকে। গত সপ্তাহ থেকে দিনের পর দিন তাঁরা তা'কে উত্তেজিত ক'র্‌ছে, পূর্ণোদ্যমে পাইছা আক্রমণ আরম্ভ ক'র্‌তে। নানা অছিলায় সে আজ পর্য্যন্ত বিলম্ব ক'রে এসেছে। তা' ছাড়া, প্রিঞ্জিভেলের প্রতি কার্য্য-কলাপের ওপোর প্রতিনিধিরা কড়া নজর রেখেছেন। দু'খানা চিঠিতে তা'র ওপোর তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছেন;—সে দু'খানা চিঠিই সে গোপনে দেখ্‌তে পেয়েছে।......পাইছা-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্লোরেন্সে তা'র উৎপীড়ন, বিচার, ও অবশেষে মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী,—যেমনটি এর পূর্ব্বে আরো কয়েকজন সেনা-পতির ভাগ্যে ঘ'টেছিল। তা'ই সে তা'র ভবিষ্যৎ বেশ জান্‌তে পেরেছে।

গাইডো

যাক্‌গে'। এখন কি তা'র প্রস্তাব ?

মার্কো

তা'র স্থির বিশ্বাস,—অবশ্য এ বর্ব্বরদের ওপোর যতটা বিশ্বাস স্থাপন করা চলে,—যে তীরন্দাজদের ভেত'র অনেকেই তা'র অনুগত থাক্‌বে; কারণ সে-ই তা'দের নিযুক্ত ক'রেছিল। যা হ'ক, একশত পার্শ্বচর তা'র আছে, যা'রা তা'র একান্ত বিশ্বস্ত। তা'র প্রস্তাব,—সে তা'দের নিয়ে পাইছায় চ'লে আস্‌বে; আর এই নগরীর উদ্ধারের জন্য তোমাদের সাথে মিলে' প্রাণপণে ল'ড়্‌বে।

গাইডো

লোক আমরা চাই না ; আর এই দুর্দ্দান্ত ভাড়াটে সৈনিকদের পাবার জন্য কোনো স্পৃহাই আমাদের নেই। আমরা চাই শুধু গোলা, বারুদ, ও রসদ।

মার্কো

তা'র এ প্রস্তাব তোমরা সন্দেহের চ'খে দেখে প্রত্যাখ্যান ক'রতে পার, তা' সে পূর্ব্বেই ভেবে রেখেছে। তা'ই তিনশত গরুর গাড়ী ভর্ত্তি গোলা, বারুদ, ও রসদ সে তা'র শিবিরের সুমুখে মজুত রেখেছে, —তা' আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। সেগুলি সব সে এখানে পাঠাতে প্রস্তুত।

গাইডো

কি ক'রে ?

মার্কো

তা' আমি ব'ল্‌তে পার্‌ব না। যুদ্ধ আর রাজনীতি-ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; কিন্তু এ কথা আমি শুনেছি, তা'র যা' খুসি তা' সে করে। প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাক্‌লেও, যতক্ষণ ফ্লোরেন্সের শাসন-তন্ত্র তা'কে সেনাপতিত্ব থেকে অপসারিত না ক'র্‌ছে, ততক্ষণ শিবিরে তা'র প্রভুত্ব অখণ্ডনীয়।……আর এই বিজয়ের পুর্ব্বাহ্নে, তা'র অনুগত সৈনিকদের সুমুখে তা'কে নেতৃত্ব-পদ থেকে অপসারিত

ক'র্‌বার সাহস ফ্লোরেন্সের নেই। সে জন্য তা'দের উপযুক্ততর সুযোগের প্রতীক্ষা ক'র্‌তে হ'বে।

গাইডো

বেশ, বুঝ্‌লাম—সে চায় আত্মরক্ষার জন্য আমাদের র'ক্ষা ক'র্‌তে; প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'র্‌বার সুযোগ খুঁজ্‌ছে সে। কিন্তু তা'র জন্য ত' আরো কত' সহজ, সুন্দর উপায় সব প'ড়ে র'য়েছে!······শত্রুদের বাঁচিয়ে তা'র কি লাভ? কোথায় সে দাঁড়াবে এর পর?······কিন্তু কি সে চায় এর পরিবর্ত্তে?

মার্কো

সময় এখন এসেছে বৎস! যখন আমার বাক্য কুলিশ-কঠোর ম'নে হ'লেও, অপর পক্ষে অসীম ক্ষমতা-গর্ভ হ'য়ে দাঁড়াবে। দু'তিন্‌টে মাত্র কথা নিয়তির মত শক্তিরূপা হ'য়ে উঠ্‌বে।······বাক্যগুলি উচ্চারণ ক'র্‌তে বুক আমার কেঁপে উঠ্‌ছে,—কি ভাবে আমি সেগুলোর প্রয়োগ ক'র্‌ব, যা অসংখ্য লোককে মুক্তি বা মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবে, এই ভেবে।

গাইডো

বলুন পিতা! আর ইতস্তত ক'র্‌বেন না। এই চরম দুর্গতির অবস্থায় কঠোরতম বাক্যও কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না আমাদের!

মার্কো

শোন' তবে।···প্রিঞ্জিভেল বুদ্ধিমান্, ন্যায়-পরায়ণ ও দয়াশীল।···কিন্তু

দেখাতে পার তুমি এমন একটি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, যা'র জীবনের কোনো মুহূর্ত্ত ভ্রান্তিদ্বারা কলঙ্কিত হয় নি? সাধু এমন কোনো লোক তুমি আমায় দেখাতে পার্‌বে না, যা'র মন কোনো সময়ে বীভৎস পাপচিন্তায় আলোড়িত হয়নি। মানুষের যুক্তি, তর্ক ও বুদ্ধির অস্তিত্বই ত' অন্তর্নিহিত, উন্মত্ত, বাসনা ও কামনার সাথে চিরন্তন সংঘর্ষে।······ একাধিকবার আমিই মোহে পতিত হ'য়েছি, আরো হ'তে পারি। তোমার অবস্থাও বোধ হয় তাই-ই—কারণ সকলেরি এই একই অবস্থা। যে দুঃখ তুমি পাবে, তা' হয় ত' দুঃখ ব'লেই মনে হ'বে না তোমার, যদি স্থিরচিত্তে তুমি তা' ভেবে দেখ। আমি বিচার ক'রে দেখেছি—এর যা' দোষ, তা' এর গুণের তুলনায় অনেক,—অনেক কম। তা'ই আমি এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি তা'কে, নিতান্ত নির্ব্বোধেরি মত'। আর সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখ্‌বই, যদিও নির্ব্বুদ্ধিতার নামান্তরই হ'বে সে'টা।··· তুমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লে, আমি প্রিঞ্জিভেলের শিবিরে ফিরে' যাব, স্বীকার ক'রে এসেছি। আর আমার এ প্রতিশ্রুতি পালন করার ফল হ'বে কঠোর উৎপীড়ন, ও মৃত্যু।······গৌরবপূর্ণ একটা নাম ঘুগিয়ে দিলেও, নির্ব্বুদ্ধিতা যে নির্ব্বুদ্ধিতাই থেকে' যায়, তা' আমি জানি।······ তা' সত্ত্বেও, এ আমাকে ক'র্‌তেই হ'বে; যদিও তা'র জন্য আমি নিজেকে দোষীই মনে ক'র্‌ব। কারণ, শুধু বিচার-বুদ্ধি-চালিত হ'য়ে যা'রা কাজ ক'রে যায়, তা'দের মত' মনের জোর আমার নেই।······এখনো মূল বক্তব্যটা তোমায় ব'লে উঠ্‌তে পার্‌লাম না; চিন্তার ধারা হারিয়ে ফেলেছি আমি। বাক্যের পর বাক্য সংযোগ ক'রে, আসল কথাটা

ব'ল্‌বার বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে।……হয় ত', তোমার ওপোর আমি অন্যায় ক'র্‌ছি, তোমায় বৃথা সন্দেহ ক'রে।……শোন তবে। যে গো-শকট-শ্রেণী আমি স্বচক্ষে দেখে' এসেছি—সে মদ, ফল, শস্যভরা গাড়ীগুলি, আর ছাগল ভেড়া এ' সব সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমাদের সবাইকার জীবন বাঁচাবার পক্ষে যথেষ্ট হ'বে। আর দেখে এসেছি গুলি-বারুদের পিঁপে, ও সিসার বড় বড় খণ্ড অনেকগুলি,—যা'র সাহায্যে আমরা ফ্লোরেন্সকে পরাজিত ক'রে, পাইছার অতীত-গৌরব ফিরিয়ে আন্‌তে পাব।……ঐ সবই আজ রাত্রের ভেত'র এখানে এসে পৌঁছুবে, যদি তুমি তা'র পরিবর্ত্তে, আজ রাত্রের জন্য শুধু, তা'কে প্রিঞ্জিভেলের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেও;—সে আবার কাল উষার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে ফিরে' আস্‌বে; কিন্তু বিজয়ীর সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ সে এই চায় যে, সে যাবে একা,—শুধু এক বস্ত্রে।

গাইডো

কে? কে যাবে? কা'কে যেতে হ'বে? তা' ত' ব'ল্‌লেন না?

মার্কো

জিওভ্যানা।

গাইডো

কি! আমার স্ত্রী—ভ্যানা?…

মার্কো

হাঁ, তোমার ভ্যানা······যা'ক, ব'লে ফেল্‌লাম এতক্ষণে।

গাইডো

কিন্তু, ভ্যানাকে যেতে হ'বে কেন?···আর কি সহস্র-সহস্র স্ত্রীলোক এখানে নেই?···

মার্কো

তা'র কারণ,—ভ্যানা সব চেয়ে সুন্দরী; আর, সে তা'কে ভালবাসে।

গাইডো

ভালবাসে!···কোথায় দেখেছে সে তা'কে? সে তা'কে চেনে না।

মার্কো

ভ্যানা তা'কে দেখেনি কখনো,—অন্ততঃ, তা'র তা'কে মনে পড়ে না।

গাইডো

কি ক'রে তা' আপনি জান্‌লেন?···

মার্কো

ভ্যানা নিজেই আমাকে ব'লেছে।

গাইডো

কি !—নিজে !—কখন ?—

মার্কো

তোমার কাছে এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে······

গাইডো

আপনি তা'কে ব'লেছেন ! ! !

মার্কো

হাঁ, সব ।

গাইডো

কি ? আপনি নিশ্চয় এ জঘন্য প্রস্তাবের কথা তা'কে বলেন নি ।

মার্কো

ব'লেছি ।

গাইডো

কি ব'ল্‌লে সে ?

মার্কো

কিছুই বলেনি । তা'র মুখখানি সাদা হ'য়ে গেল' ।···সে চ'লে গেল' সেখান থেকে ।

গাইডো

ঠিক্ ক'রেছে সে । আপনাকে তীব্র ভর্ৎসনা করা, বা আপনার

পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ার চাইতে এ সহস্রগুণে ভাল। তা'র মুখখানি সাদা হ'য়ে গেল, আর সে সেখান থেকে চ'লে গেল'! স্বর্গের দেবীও ঠিক তাই ক'র্‌তেন।—ভ্যানার মতোই কাজ এ। কি আর ব'ল্‌বে সে! কিছু না,—আমরাও ব'ল্‌ব না কিছু। এস বন্ধুগণ! চল' সবাই দুর্গ-প্রাকারে গিয়ে মৃত্যু-বরণের আয়োজন করি। ম'র্‌ব আমরা,—তবুও নিজেদের কলঙ্কিত হ'তে দেব না।

মার্কো

হায় বৎস! এ পরীক্ষা যে তোমার প'ক্ষে কত ভীষণ তা' আমি জানি। আর এ পরীক্ষা যখন এসে প'ড়েছেই, তখন কর্ত্তব্য, আর ব্যক্তিগত দুঃখ,—এ দু'য়ের ভেত'র কোন্‌টা অনুসরণ ক'র্‌বে তা' ধীর স্থির চিত্তে ভাব্‌বার জন্য তোমায় অবসর নিতে হ'বে।

গাইডো

কর্ত্তব্য? আমার কর্ত্তব্য অতি স্পষ্ট। আপনার এ বীভৎস প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য অতি সহজ। বিচার ক'র্‌বার জন্য বৃথা অবসরের কোনো প্রয়োজন নেই আমার।

মার্কো

তবুও নিজ বিবেককে তোমায় জিজ্ঞেস্ ক'র্‌তে হ'বে—একটা জাতিকে ধ্বংস ক'র্‌বার অধিকার তোমার আছে কি না; সহস্র-সহস্র লোকের জীবনের বিনিময়, এ অতি উচ্চ মূল্য কি-না? শুধু

তোমার নিজ সুখ-স্বচ্ছন্দ যদি এই সিদ্ধান্তের ওপোর নির্ভর ক'র্‌ত তা' হ'লে আমি তোমার এ মৃত্যু-বরণের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌তাম।··· আজ জীবনের শেষ ধাপে এসে' পৌঁছেছি আমি,—বহু লোক, আর তা'দের অসংখ্য দুঃখ-দৈন্য আমি দেখে'ছি। আমার মনে হয়, কোনো-রূপ নৈতিক বা শারীরিক পাপের চাইতে সর্ব্ব-লোপ-কারী কঠোর মৃত্যু কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর তোমার এ ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র লোকের জীবন, তোমার সহযোগিদের, তা'দের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারগণের জীবন এরই ওপোর নির্ভর ক'র্‌ছে।······এই উন্মাদের খেয়াল যদি তুমি মেনে নাও, তা' হ'লে যা' তোমার কাছে এখন পাশবিকত্ব ব'লে মনে হ'চ্ছে, তা'কেই ভবিষ্যতের সমালোচকরা ব'ল্‌বে বীরত্ব; কারণ, তা'রা এর বিচার ক'র্‌বে ধীর স্থির চিত্তে।······জীবন-রক্ষার চাইতে মহত্তর কাজ যে আর কিছু নেই, তা' তোমায় মান্‌তেই হ'বে। তা'র তুলনায় মানুষের আর কোনো গুণ, জীবনের আর কোনো আদর্শ কিছুই নয়।······তুমি চাও বীরের মত এ সমস্যার সমাধান ক'র্‌তে; আর চাও এতে তোমায় কলঙ্ক-স্পর্শ না করে; কিন্তু মৃত্যু-বরণই বীরত্বের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, তা' যদি মনে ক'রে থাক, তা' হ'লে তুমি ভ্রান্ত। ······সব চেয়ে বীরত্বপূর্ণ কাজ তা'ই, যা' ক'র্‌তে হ'লে তা'র পরিবর্ত্তে আমাদের দিতে হয় অনেকটা। মৃত্যু যে অনেক সময় বেঁচে থাকার চাইতে ঢের সহজ!

গাইডো

হায়, আপনি না আমার পিতা!

মার্কো

হাঁ, আর তা'র জন্য আমি গর্ব্বিত। তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, আজ আমি নিজেরি বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি। যত সহজে এ প্রস্তাবে সম্মত হ'তে, আমার ভালবাসা তুমি সেই অনুপাতেই হারাতে।

গাইডো

হাঁ, আপনি যে আমার পিতা, তা'র প্রমাণ আপনি দিয়েছেন। কারণ, আপনিও ত' মৃত্যু-বরণ ক'রে নিতে প্রস্তুত!......এই ঘৃণিত প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান ক'রছি,—তা'ই আপনিও যাবেন শত্রু-শিবিরে, আর ফ্লোরেন্সের দণ্ড আপনিও ত' মাথা পেতে' নেবেন!

মার্কো

বৎস, আমার বিষয় স্বতন্ত্র। এর সাথে যে আর কেউ সংশ্লিষ্ট নয়! ......তা'র ওপোর আমি বৃদ্ধ—অকেজো। যে ক'টা দিন বাঁচ্‌ব, তা'তে কারুর যে কোনো কাজে আস্‌ব, তা'র কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তা'ই নির্ব্বোধের মত ভুল ক'রে এলেও, আমি আমার সে প্রতিশ্রুতি রাখ্‌ব। আজন্ম-সংস্কারের সাথে এ বয়সে আর এ নিয়ে আমি লড়্‌ব' না। তা'ই আমি যাব'—কেন যে যাব,—যদিও তা'র ন্যায়-সঙ্গত কোনো যুক্তি আমার নেই।......আমাদের সময়ে যুক্তি-তর্কদ্বারা কোনো বিষয় নির্ণীত হ'ত না। তা' সত্ত্বেও, গত জীবনের সংস্কার যে আমায় এক অর্থশূন্য, ভ্রমাত্মক প্রতিশ্রুতি রাখ্‌তে বাধ্য ক'রছে, তা'র জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

গাইডো

আমিও আপনার মতোই ক'র্‌ব।

মার্কো

কি ক'র্‌বে?

গাইডো

আমিও আপনার আদর্শ অনুসরণ ক'র্‌ব; বিগত জীবনের সংস্কার-দ্বারা আমিও আমার কার্য্য-ধারা প্রবর্ত্তিত ক'র্‌ব। সেগুলোকে আপনি অর্থ-শূন্য, নির্ব্বোধ ব'ল্‌লেও, আবার তাই দিয়েই ত' নিজেকে অনুচালিত ক'র্‌তে চাইছেন!

মার্কো

যখন অন্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমার এই কার্য্যের ওপোর নির্ভর ক'র্‌ছে, তখন সে সঙ্কল্প আমি ত্যাগ কর্‌লুম।...তোমার আত্মা আমাদ্বারা উৎসাহিত হওয়ার দাবী রাখে। তা'ই এ ক্ষেত্রে আমার সে প্রতিশ্রুতি রাখ্‌বার দাবী আমি ত্যাগ ক'র্‌লুম। আর যা'ই হোক্ না কেন, ও তুমি যে ভাবেই এ সমস্যার মীমাংসা কর' না কেন, আমি সেখানে ফিরে' যা'বার সঙ্কল্প মন থেকে বিতাড়িত ক'র্‌লুম।

গাইডো

যথেষ্ট হ'য়েছে; আর না।...পিতা ভ্রান্ত হ'লেও পুত্রের পক্ষে' যে তাঁ'কে তিরস্কার করা অশোভন!

মার্কো

যা' চাও বল তুমি, পুত্র! তোমার ক্রুদ্ধ হৃদয় মুক্ত ক'রে যা' চাও ব'ল্‌তে—ব'লে যাও। আমি মনে ক'র্‌বো সেগুলো তোমার প্রকৃত দুঃখার্ত্ত-চিত্তের সহজ অভিব্যক্তি।...ভাষার দু'একটি বাক্যের প্রয়োগে তোমার ওপোর আমার ভালবাসা ক'মে যাবে না, এটা ঠিক্।

গাইডো

যথেষ্ট হ'য়েছে—আর আমি শুন্‌তে চাই না। এখন ভেবে' বলুন, কি ক'র্‌তে হ'বে আমায়। এ ক্ষেত্রে মতিভ্রম আপনারই হ'য়েছে। বিচার-বুদ্ধি ও উচ্চ-চিন্তা আপনাকে ছেড়ে' গিয়েছে। মৃত্যু-চিন্তায় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক—সব হারিয়েছেন আপনি।...মৃত্যুভয় আমার নেই।...বিফল অধ্যয়ন ও বার্দ্ধক্য আপনাকে দুর্ব্বল-চিত্ত ক'রে ফেলেনি যখনো, আপনার তখনকার বীরত্বের আদর্শ এখনো আমাকে অনুপ্রাণিত ক'র্‌ছে।...আর কেউ নেই এ কক্ষে ;—কেউ আপনার এ শোচনীয় দৌর্ব্বল্যের কথা জান্‌তেও পার্‌বে না। আমি ও আমার এই সৈন্যাধ্যক্ষ দু'জনা এ কথাটি হৃদয়ের গোপন-কন্দরে লুকিয়ে রাখ্‌ব'। জগৎ তা'র আভাসও পাবে না।...যা'ক্, শেষ যুদ্ধের বিষয় এখন আলোচনা করা যা'ক্।

মার্কো

বৎস! দাবিয়ে রাখ্‌বার মত' কথা এ নয়। কারণ, আমার

বার্দ্ধক্য ও অধ্যয়ন, যা'কে তুমি ব'ল্‌লে বিফল, তা' থেকেই এ শিক্ষা আমি পেয়েছি যে—যেকোনো কারণেই লোকের জীবন নিয়ে খেলা করা কারুরই উচিত নয়।···তোমাদের কাছে বরণীয় সাহস না-ও থাক্‌তে পারে আমার, কিন্তু আমার আছে অন্য এক ধরণের সাহস—যদিও তা' চমক এনে দিয়ে লোকের তারিফ্ পায় না ;—আর তা'ই দিয়েই আমি আমার কর্ত্তব্যের বাকী অংশটা পূরণ ক'রে নেব'।

গাইডো

কি সে কর্ত্তব্য ?

মার্কো

যা' আমি আরম্ভ ক'রে বিফল হ'য়েছি তা'ই শেষ ক'র্‌ব।······এ সমস্যার বিচারক তুমি একা নও—বহুর মধ্যে তুমি অন্যতর মাত্র। যা'দের জীবন-মরণ এরই ওপোর নির্ভর ক'র্‌ছে, কি সর্ত্তে তা'রা মুক্তি পেতে পারে, সেটা জান্‌বার দাবী তা'রা রাখে।

গাইডো

আপনাকে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না,—অন্ততঃ, বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না আমি। আপনি ব'ল্‌ছিলেন······

মার্কো

যে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক্ষুনি আমি সবাইকে জানিয়ে

দেব—প্রিঞ্জিভেলের এ প্রস্তাব, আর তোমার এই প্রত্যাখ্যানের কথা।

গাইডো

এতক্ষণে সব বোঝা গেল। বৃথা বাক্য-ব্যায়ে সময়টা কেটে গেল, আর তা'র ভেত'র আপ্‌নার প্রতি অসম্মান-জনক বাক্যের ব্যবহারও আমাকে বাধ্য হ'য়ে ক'র্‌তে হয়েছে। তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।......কিন্তু ভ্রান্ত পিতাকে রক্ষা করাও পুত্রের কর্ত্তব্য। যতদিন পাইছার অস্তিত্ব থাক্‌বে, ততদিন আমাকেই তার মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে হবে।......বয়্সো, টরেল্লো! আমি আমার পিতাকে তোমাদের হাতে দিলুম—তোমরা এঁকে রাখ্‌বে, যতদিন না এঁর স্থির-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হয়।......কিছুই হয় নি। কেউ কিছু জান্‌তেও পার্‌বে না।......পিতা! আমি আপ্‌নাকে মার্জ্জনা কর্‌লুম, আর আপ্‌নিও নিশ্চয় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন আমাকে, অন্ততঃ সেই শেষ সময়ে, যখন আপ্‌নার মনে প'ড়্‌বে—আপ্‌নিই আমাকে নির্ভিকভাবে নিজের প্রভু হ'তে শিক্ষা দিয়ে গ'ড়ে তুলেছেন।

মার্কো

তোমাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তে শেষ সময় অবধি আমায় অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে না, বৎস!......বন্দী তুমি আমায় ক'র্‌তে পার; কিন্তু আমার বার্ত্তা তুমি রোধ ক'র্‌তে পার্‌বে না—কারণ, তা এতক্ষণে বোধ হয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'য়ে গেছে।

গাইডো

কি, কি ব'ল্‌ছেন আপনি ?

মার্কো

এতক্ষণে বোধহয়, প্রিঞ্জিভেলের প্রস্তাব নাগরিকগণ আলোচনা ক'র্‌ছে।

গাইডো

নাগরিকগণ ?—কে তাদের ব'লেছে ?

মার্কো

এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে আমিই তাঁদের জানিয়ে এসেছি।

গাইডো

আপ্‌নি ? না—না, এ অসম্ভব। ভয় আপ্‌নার যত প্রবলই হোক্—বার্দ্ধক্য যত দুর্ব্বলই আপ্‌নার চিত্তকে করে থাকুক না কেন, তবুও আপ্‌নি আমার হৃদয়ের একমাত্র আনন্দ, আমার বিবাহিত জীবনের সুখ ও পবিত্রতা-রূপিনী প্রেয়সীকে একদল অচেনা, ক্ষুদ্রচেতা ব্যবসায়-জীবিদের হাতে স'পে দেন নি কখনো, যাতে তারা ওজন করে তার মূল্য ক'সে দেখ্‌বে, যেন সে নুন-তেলের মতই একটী সামগ্রী মাত্র। এ আমি বিশ্বাস করি না; আর নিজ চ'খে না দেখ্‌লে, ক'র্‌বোও না কখনো ;—আর দেখ্‌লে,—যে পিতাকে ভালবেসে এসেছি এতদিন, যাঁকে ঠিক্ চিন্‌তুম ব'লে ধারণা ক'রে এসেছি, এবং যাঁর

আদর্শে নিজ জীবন গ'ড়ে তু'লেছি, সেই পিতাকে, যে কাপুরুষ নরপশু আজ এই পঙ্কিল প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তা'রই মত ভীতি ও ঘৃণার চ'খে দেখ্‌ব'।

মার্কো

ঠিক্ ব'লেছ পুত্র—তুমি আমায় চিন্‌তে পারনি। আর তা'র জন্য আমিই দায়ী।······বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে, দিনের পর দিন, জীবন, ভালবাসা, লোকের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে যে সব অনুভূতি আমার আস্‌তে লাগ্‌ল, সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তোমার সঙ্গে আমি করিনি। আমার মনের সে চিন্তা-ধারার কথা আমি যদি তোমায় দিনের পর দিন ব'লে যেতুম,—যদি তোমায় জানাতুম আমার মন থেকে মান, অভিমান, গর্ব্ব দূর হ'য়ে গিয়ে' তা'র স্থানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে শুধু যা নিত্য, যা সত্য, যা ধ্রুব,—তা হ'লে বোধ হয় আমি আজ এই দীন, অপরিচিতের মত তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌তুম না; আর তুমিও আমায় ঘৃণা ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌তে না।

গাইডো

কিন্তু এইটুকুই সুখের বিষয় আমার যে তা'র আগেই আমি আপ্‌নাকে চিন্‌তে পেরেছি। আর তা'র পর—তারপর নাগরিকগণের এ সমস্যার সমাধানের কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।···মাত্র একটা লোক্‌কে ত্যাগ স্বীকার ক'র্‌তে হ'বে, আর তা'রা সবাই বেঁচে যাবে—এ যে অতি সহজ, সরল!!! এ প্রলোভন, নীচ ব্যবসায়ীদের চাইতেও

যারা উন্নতমনা তা'দেরও অতি সহজেই প্রলুব্ধ ক'র্‌বে।······কিন্তু তা'দেরও আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি,—এ দাবী পূরণের অতিরিক্ত; এ দাবী ক'র্‌বার অধিকার তা'দের নেই।······নিজের রক্ত-পাত আমি ক'রেছি তা'দের জন্য; দিন-রাত তা'দেরি জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেছি—অনেক সহ্য ক'রেছি। এই দীর্ঘ অবরোধের মধ্যে এক মুহূর্ত্তেরও বিশ্রাম আমি নিইনি।······তাই যথেষ্ট—এর বেশী আর আমি দিতে পার্‌ব' না।······ভ্যানা আমার,—আমারি নিজস্ব; আর এখনো আমিই তা'দের সেনাপতি।······ষ্ট্র্যাডিওটিস্‌রা অন্ততঃ, আমার অনুগত থাক্‌বে। তিন শত লোক আমার আছে, যা'রা আমা বই কাউকে জানে না। ভীরুদের উপদেশে কর্ণপাতও ক'র্‌বে না তা'রা······

মার্কো

ভুল বুঝেছ পুত্র! পাইছার নাগরিকগণ, যা'দের এত অবজ্ঞা তুমি ক'র্‌ছ তা'দের মতামত জান্‌বার পূর্ব্বেই, তা'রা এ বিপদ্‌কালে সাহস ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। নারীর ভালবাসার বিনিময়ে মুক্তি তা'রা চায় না। তা'দের কাছ থেকে যখন আমি তোমার কাছে আস্‌ছিলাম, তখন তা'রা ভ্যানাকে আহ্বান ক'র্‌ছিল এই ব'ল্‌বার জন্য যে, এ সমস্যায় তার মীমাংসা সবাই তা'রা এক-বাক্যে মেনে নিতে প্রস্তুত।

গাইডো

কি? কি স্পর্দ্ধা তাদের!!!—আমার অ-সাক্ষাতে তা'রা সেই ঘৃণিত কুক্কুরের পঙ্কিল এই প্রস্তাব তা'র কাছে উত্থাপন ক'র্‌তে

সাহস কর্‌ল ?···হায় ভ্যানা ! কোমল তা'র মুখখানির দিকে চাইলেই যে সে লজ্জায় রক্তিম হ'য়ে ওঠে—কি সুন্দর দেখায় তখন তা'কে ! হায়,—সেই ভ্যানাকেই দাঁড়াতে হ'য়েছিল কি না ঐ সব কপট, লম্পট বণিকদের সুমুখে ! তা'রা যে তা'কে পবিত্রতার মূর্ত্তি ব'লেই জান্‌ত ! ······হয় ত' তা'রা তা'কে ব'লেছে—"চ'লে যাও ঐ বর্ব্বরের শিবিরে—একাকী, এক বস্ত্রে ; আর সে যা' ব'ল্‌বে তাই ক'রো"······তা'রা যে তা'র ওপোর অত্যাচার করেনি, সেই ঢের ! তবে তা'রা জানে, আমি এখনো জীবিত।······তা'রা তার অনুমতি চেয়েছিল, ব'ল্‌লেন না ?······ আর আমার ?······কে আস্‌বে আমার অনুমতি চাইতে ?

মার্কো

আমিই ত' এসেছি ; আর আমায় বিমুখ ক'র্‌লে তা'রাও ক্রমে আস্‌বে।

গাইডো

আসুক তা'রা······ভ্যানাই আমাদের উভয়ের তরফ্ থেকে জবাব দিয়েছে নিশ্চয় !

মার্কো

বোধহয়, আর আশা করি তুমি তা'র জবাব মেনে' নেবে।

গাইডো

তা'র জবাব ?—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি আপনার ?—তা'কে যে আপনি খুব ভাল' ক'রেই চেনেন !—যা'কে প্রতিদিন দেখে

আস্‌ছেন সেদিন থেকে, যেদিন ভালবাসার স্নিগ্ধ হাসিটিতে উদ্ভাসিত চ'খে সে এই ঘরেই প্রথম এসে' দাঁড়িয়েছিল; আর আজ এখানে ব'সেই তাকে আপনি বিকিয়ে দিতে চাইছেন!!……এখনো কি তা'র জবাব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে আপনার?

মার্কো

বৎস, প্রত্যেকেই আমরা পরের ধারণা ক'রে নি' নিজ প্রকৃতির মাপ-কাঠি দিয়ে; আর মনের ভাসা-ভাসা ভাবগুলি দিয়েই আমরা নিজেদের চিনি।

গাইডো

তাই আমি আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। আর দ্বিতীয়বার এ ভাবে প্রতারিত হওয়ার চাইতে যেন চোখ দু'টি আমার চিরতরে মুদ্রিত হ'য়ে যায়,—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

মার্কো

হয় ত' তোমার এ অন্ধ-চক্ষু খুলে' যাবে এক স্বর্গীয় আলোর সুমুখে। এ কথা আমি ব'ল্‌ছি—তার কারণ, ভ্যানার ভেত'রে এক অপূর্ব্ব শক্তি আমি লক্ষ্য ক'রেছি, যা' তুমি দেখনি; আর তা' থেকেই আমি নিঃসন্দেহে জান্‌তে পার্‌ছি, কি জবাব সে দেবে।……

গাইডো

আপনার কোনো সন্দেহ নেই?—আমারো নাই; আর তাই আমি

তার জবাব আগাম মেনে নিচ্ছি, অন্ধের মতো। কোনো নড়্-চড়্ হ'বে না তা'তে। আমারি মতো তার জবাব না হ'লে বুঝ্‌ব,—আমাদের মিলনের প্রথম মুহূর্ত্ত থেকে আজ এই দুঃখের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে উভয়কে প্রতারিত ক'রে আস্‌ছি।······সে মিথ্যা, কপট-ভালবাসা ধূলায় বিলীন হ'য়ে যাবে।······আর বুঝ্‌ব,—তার অন্তরের যে গুণগুলি এতদিন আমি পূজা ক'রে এসেছি, সেগুলির অস্তিত্ব ছিল শুধু আমার এই হতভাগ্য, আশু-বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ের ভেত'রে; আর এতদিন আমি এক অপদেবতাকে আমার প্রেম-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে এসেছি।

["ভ্যানা", "ভ্যানা" রব বাইরে থেকে আস্‌ছিল,—প্রথম অস্পষ্ট, পরে ক্রমশঃ স্পষ্টতর ও উচ্চ-স্বরে।······পেছনের দরজাটা খুলে গেল। ভ্যানা প্রবেশ ক'র্‌ল,—একাকী; মুখখানি তার পাংশুবর্ণ। নর-নারীগণ ঘরে প্রবেশ ক'র্‌তে ভয় পেয়ে দ্বারের অন্তরালে লুকোচ্ছিল।···তাকে দেখ্‌তে পেয়ে গাইডো দৌড়ে' গেল, আর গভীর আলিঙ্গনে তাকে বেঁধে ফেল্‌ল।

গাইডো

ভ্যানা—ভ্যানা,—প্রেয়সি আমার! কি এরা ব'লেছে তোমায়? না—না—আমায় আর ব'ল্‌তে হ'বে না।···তোমার ও চোখ দু'টির পানে একটিবার তাকিয়েই আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—কি পুণ্যময়, পবিত্র, বিশ্বস্ততা মাখা,—যেন দু'টি ঝর্‌ণা, যা'তে দেবতারা অবগাহন করে।

……হায়, ভ্রান্ত এরা—কিছু ক'র্‌তে পারেনি এরা আমার ভালবাসার; শিশুদেরই মত' এরা ঢিল ছুঁড়েছে ওপোরে, অসীম নীলে পৌঁছুবে ব'লে। তোমার মুখপানে তাকিয়েই এরা বাক্-রুদ্ধ হ'য়ে গেছে নিশ্চয়!……কিছু তোমায় ব'ল্‌তে হ'বে না।……তুমি শুধু ওদের পানে তাকাবে একটিবার; তা'তেই তোমার আর এদের মাঝ্‌খানে,—তোমার আর এদের চিন্তাধারার মাঝে জেগে' উঠ্‌বে, জীবন ও ভালবাসার এক সীমাহীন, অনন্ত সাগর;……কিন্তু দেখ, হোথায় দাঁড়িয়ে র'য়েছেন এক ব্যক্তি—যাঁকে আমি পিতা বলি।…… মাথা নীচু ক'রে র'য়েছেন—শুধু তাঁর শুভ্র কেশগুচ্ছ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে; আমরা ওঁকে মার্জ্জনা ক'র্‌ব।……উনি বৃদ্ধ—অন্ধ—আমাদের কৃপার পাত্র। তোমার ও চোখ দু'টির ভাব উনি গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন নি, এতদূরে ইনি আমাদের কাছ থেকে। অজানা—অচেনা হ'য়ে গেছেন উনি।……পাথরের ওপোর গ্রীষ্মের বারি-ধারার মতোই আমাদের ভালবাসা ঐ বৃদ্ধের কাছে। আমাদের এ ভালবাসা ওঁর কাছে কিছুই নয়—এ ভালবাসার ধারণাও ওঁর নেই।……উনি মনে করেন,—আমাদের ভালবাসা ঠিক্ তা'দেরি মত, যা'রা ও কথাটির তাৎপর্য্য অবধি জানে না।……উনি বুঝ্‌তে পারেন নি কিছু; তাই উনি চান্ জবাব—কথার জবাব, তোমার কাছ থেকে। ওঁকে জবাব দাও—

ভ্যানা

[মার্কোর দিকে অগ্রসর হ'য়ে] পিতা! আজ রাত্রে আমি যাব'।

মার্কো

[ভ্যানার ললাট চুম্বন ক'রে] তা' আমি জানি, বৎসে······

গাইডো

কি ?—কি ব'ল্‌ছ তুমি ?

ভ্যানা

গাইডো ! আমি যাব'—যে'তে হবেই আমাকে—আমি আদেশ পালন ক'র্‌ব ।

গাইডো

আদেশ পালন ক'র্‌বে ?—কার আদেশ ? বল—বল !

ভ্যানা

আমি প্রিঞ্জিভেলের তাঁবুতে যাব, আজ রাত্রে ।

গাইডো

তা'র সাথে ম'র্‌তে ?······তা'কে হত্যা ক'র্‌তে ? এতক্ষণ এ ধারণা আমার হয় নি ! ! হাঁ, হাঁ, ঠিক্—বেশ, বেশ ।

ভ্যানা

তা'কে হত্যা ক'র্‌লে নগরী ত' র'ক্ষা হ'বে না ।

গাইডো

কি ?···তুমি তা'কে ভালবাস তা' হ'লে,—কবে থেকে ?

ভ্যানা

আমি তা'কে চিনি না। কখনো দেখিনি তা'কে।

গাইডো

কিন্তু তা'র কথা তুমি শুনেছ'। হাঁ, হাঁ, লোকে ব'লেছে তোমায়।

ভ্যানা

কিছু না।···কে যেন এই এক্ষুণি ব'ল্‌ল, সে কদাকার—অতি-বৃদ্ধ।

গাইডো

তা' নয়,—সে যুবক, সে সুন্দর—আমার চেয়েও কম বয়েস তা'র। ···হা ভগবান্! আর কিছু যদি সে চাইত,—আমি নত-জানু হ'য়ে তা'র কাছ থেকে এ নগরীর মুক্তি চেয়ে নিতাম। অথবা, ভ্যানাকে নিয়ে বেরিয়ে' যেতাম; আর যে-কোনো রকমে জীবনটা কাটিয়ে দিতাম,—দরকার হ'লে, চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা ক'রে জীবন-ধারণ ক'র্‌তাম।···কিন্তু, এ প্রস্তাব যে জগতের ইতিহাসে কোনো বিজেতা কখনো ক'র্‌তে সাহস করেনি এ পর্য্যন্ত।···[ভ্যানার কাছে গিয়ে, দু'হাতে তাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে] হায়, ভ্যানা,—ভ্যানা আমার!—এ যে আমি বিশ্বাসই ক'র্‌তে পাচ্ছি না। তোমার কণ্ঠ কখনো এ কথা উচ্চারণ ক'র্‌তে পারে না। পিতা,—আমার পিতাই শুধু ব'লেছেন এ কথা। আর কেউ বলেনি···কিছুই শুনিনি আমি। বল', তুমি আমায় ভালবাস; আর তোমার মন প্রাণ ব'ল্‌ছে—"না"—"না"—"না"; আর তাই ব'ল্‌তে হ'ল ব'লে

লজ্জায় তুমি রক্তিম হ'য়ে উঠেছ।……আমি ব'ল্ছি,—কিছুই শুনিনি আমি; নিস্তব্ধতা ভগ্ন হয় নি মোটেই।……বল'—বল'—সবাই শুন্ছে ……কেউ শোনে নি—সবাই তোমার কথা শুন্বার জন্য উদ্গ্রীব হ'য়ে র'য়েছে।…শীঘ্র বল'—ভ্যানা! বল'—বল'! তুমি আমায় ভালবাস! দূর ক'রে দাও এ ভীষণ দুঃস্বপ্ন। বল'—বল', যা শুন্বার জন্য আশা ক'রে ব'সে র'য়েছি আমি—যা' না ব'ল্লে আমার চতুর্দ্দিকের সবই যে ধ্বংস হ'য়ে ধূলায় লুটিয়ে যাবে!……

ভ্যানা

হায়,—জানি আমি গাইডো! এ সহ্য করা কত' কঠিন হ'বে তোমার পক্ষে।

গাইডো

[তাকে দু'হাতে স'রিয়ে দিয়ে] কঠিন হবে?…সে জ্ঞান তোমার আছে?……আমি ভালবাসতুম্—আর আমাকেই এ সব সইতে হ'বে?……কখনো ভালবাস্তে না তুমি আমায়।……হাঁ, এখন আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি;—আমায় ছেড়ে যাবে, তাই তোমার এ আনন্দ, মুক্তির উল্লাস!……ওকেই তুমি ভালবাস নিশ্চয়।…… কিন্তু যাই বলুক ওরা, এখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা আমি।……মনে ক'রেছ,—দাঁড়িয়ে থেকে আমি এ সব ঘ'টতে দেব?—মনেও ক'রো না।…এই ঘরের নীচে একটা অন্ধকার, শীতল কারাগার আছে। তুমি থাকবে তা'তে; আর আমার সৈনিকরা সেখানে কড়া পাহারা দেবে। যতদিন না তোমার এ বীরত্ব নিস্তেজ হ'য়ে

কর্ত্তব্য-জ্ঞান আবার তোমাতে ফিরে' আসে, ততদিন তুমি থাক্‌বে সেখানে,—বন্দী হ'য়ে।······নিয়ে যাও একে, আমার আদেশ—যাও,—পালন কর···

ভ্যানা

গাইডো! গাইডো! তোমাকে বোধহয় ব'ল্‌তে হ'বে না আমায় যে······

গাইডো

কি? আমার আদেশ পালন ক'চ্ছে না এরা? বয়্‌সো, টরেল্লো—তোমরা ও কি স্থাণুর মত' নিশ্চল হ'য়ে গেছ?······আমার আদেশ কানে যায় নি তোমাদের?······ওদিকে তোমরা সবাই যে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে? তোমরাও কি শুন্‌তে পাও নি?······আমি চীৎকার ক'চ্ছি,—এরা শুন্‌তে পাচ্ছে না!······নিয়ে যাও একে এখান থেকে—আমার আদেশ; যাও—নিয়ে যাও।······ওঃ, এতক্ষণে বুঝা গেল। এরা ভীরু,—এরা বাঁচ্‌তে চায়; শুধু বাঁচ্‌বার জন্যই ব্যস্ত এরা।···আমি ম'র্‌ব—আর এরা বাঁচ্‌বে!······কিন্তু এত সহজে নয়।···এ ক্ষেত্রে আমি একা তোমাদের সবাইকার বিরুদ্ধে।···শুধু আমাকেই ত্যাগ-স্বীকার ক'র্‌তে হ'বে!···শুধু আমাকেই, তোমাদেরও নয় কেন?—তোমাদেরও ত' স্ত্রী আছে······[অসি অর্দ্ধোন্মুক্ত ক'রে ভ্যানার দিকে ছুটে গিয়ে] আর যদি আমি এ কলঙ্কের চাইতে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করি? এ কথা তোমার মনে উদয় হয় নি? কিন্তু দেখ'—আমার হাত তুল্‌লেই······

ভ্যানা

যদি তোমার ভালবাসা তাই ক'র্‌তে বলে, গাইডো !……

গাইডো

ভালবাসা ! ভালবাসা ! ! বল'—বল'—ভালবাসার নামেই ত' তুমি ব'ল্‌বে—যে ও কথাটার অর্থই জানে না—যার হৃদয়ে ভালবাসার অঙ্কুরও প্রকাশ পায় নি' কখনো।…এখন আমি তোমার পানে তাকাচ্ছি, আর দেখ্‌ছি—ধূ ধূ ক'র্‌ছে এক মরুভূমি। সেখানে সব শুষ্ক, নিরস, কঙ্কালসার ; ভালবাসার নামমাত্রও যেখানে নেই,—একবিন্দু অশ্রু-জলও না।…আমি কি ছিলাম তোমার ?…শুধু আশ্রয়-দাতা,—আর কিছু নয় কি ?…যদি তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শুধু……

ভ্যানা

আমার দিকে তাকাও, গাইডো ! দেখ্‌তে পাচ্ছ না কি তুমি ?…কি আমি ব'ল্‌ব তোমায়,—আমার ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত ক'র্ত্তে পাচ্ছি না ! শুধু একটি মাত্র কথা আমায় ব'ল্‌তে দাও। বুক ফেটে যাচ্ছে আমার,—ব'ল্‌তে পাচ্ছি না।…গাইডো ! আমি তোমায় ভালবাসি—আমার যা, সব তোমারি জন্য ; তবুও আমায় যেতে হ'বে। আমি যাব', নিশ্চয়—নিশ্চয়—

গাইডো

[তাকে স'রিয়ে দিয়ে] বেশ, যাও। চ'লে যাও তুমি এখান থেকে।…আমি তোমায় ত্যাগ ক'র্‌লুম। যাও, তুমি আর আমার কেউ নও আজ থেকে।

ভ্যানা

[তার হাত ধ'রে] গাইডো !

গাইডো

[তাকে স'রিয়ে দিয়ে] না, না,—তোমার ও তপ্ত, কোমল হাতখানি দিয়ে আর আমায় ধ'রো না।···পিতাই ঠিক্ ব'লেছিলেন ঃ তিনি তোমায় চিন্‌তেন, আমার চেয়েও ভাল ক'রে ! !···পিতা, আপনার আরব্ধ কাজ এবার শেষ করুন ! ঐ লোকটার তাঁবুতে একে পৌঁছে দিন ! এখানে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের যাওয়া দেখ্‌ব'।··· কিন্তু, মনেও ক'র্‌বেন না এর বিনিময়ে পাওয়া রুটি আর মাংসের ভাগ আমি নেব !···আমার সুমুখে একমাত্র পথ এখন খোলা— শীঘ্রই তা' দেখ্‌তে পাবেন।

ভ্যানা

[তাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে] আমার দিকে তাকাও, গাইডো ! একটিবার। চোখ ফিরিয়ে' নিওনা, নিও না—অত' নিষ্ঠুর হ'য়োনা আমার ওপোর। তোমার চোখ দু'টি আমায় দেখ্‌তে দাও, গাইডো !

গাইডো

দেখ তবে,—আমার চ'খের দিকে তাকিয়ে যদি বুঝ্‌তে পার কিছু !···যাও, আমি তোমায় আর চিনি না।···সময় ব'য়ে যাচ্ছে যে ! সে যে তোমারি আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছে ! রাত হ'য়ে গেল !— যাও !···ভয় নেই তোমার,—আত্মঘাতী আমি হ'ব না ; বাতুল আমি

নই। ভালবাসা যখন জয়ী হয়, তখনি লোকের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটে—ভালবাসার ধ্বংসে তা হয় না। ভালবাসার মূল আমি অনুসন্ধান ক'রেছি। কিছু ব'ল্‌বার নেই আমার। না, না, হাত তোমার স'রিয়ে নাও।...আমার ভালবাসা বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে—আর তাকে তুমি ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। সব শেষ হ'য়ে গেছে ; কিছু বাকী নেই আর—চিহ্নমাত্রও না। অতীতের যবনিকা টেনে' দিয়েছি, ভবিষ্যতেরও।... হায়, ঐ পবিত্র আঙ্গুলগুলি, মহিমাময় চোখ আর ওষ্ঠ দু'টি,—এমন দিন গিয়েছে, আমি বিশ্বাস ক'র্‌তুম ; কিছু আর অবশিষ্ট নেই তার।...[ভ্যানার হাত স'রিয়ে দিয়ে] কিছুমাত্র না।...বিদায় ভ্যানা, চ'লে যাও।...তুমি ওখানে যাচ্ছ তবে ?

ভ্যানা

হাঁ,—

গাইডো

ফিরে' আস্‌বে না ?

ভ্যানা

হাঁ, আস্‌ব'।

গাইডো

দেখা যাবে পরে...কে জান্‌ত, পিতা আমার চাইতেও ভাল চিন্‌তেন ওকে ! !

[টল্‌তে টল্‌তে একটা স্তম্ভ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল'। ভ্যানা বেরিয়ে গেল...ধীরে ধীরে, একাকী, তার দিকে না তাকিয়ে।

দ্বিতীয়—

প্রিঞ্জিভেলের শিবির

[বিশৃঙ্খলার একশেষ।……সোনার কাজ-করা সিল্কের ঝালড় টাঙ্গান। অস্ত্র-শস্ত্র ও মূল্যবান্ পালক চারিদিকে ছড়ান।……অর্দ্ধোন্মুক্ত বড় বড় সিন্ধুকের ভেত'র দিয়ে' দেখা যাচ্ছে, বহুমূল্য পাথর ও উজ্জ্বল অনেক জিনিষ। ……তাঁবুতে ঢোক্‌বার দরজা পেছনে—সেখানে একটা ভারী পরদা। প্রিঞ্জিভেল একটা টেবিলের স্থমুখে দাঁড়িয়ে কতগুলি দলিল, নক্সা ও অস্ত্র-শস্ত্র গুছিয়ে রাখছে। ভিডিও প্রবেশ ক'র্‌ল]

ভিডিও

প্রতিনিধির কাছ থেকে এই চিঠিখানা এসেছে।

প্রিঞ্জিভেল

ট্রাইভালজিওর কাছ থেকে ?

ভিডিও

হাঁ ; দ্বিতীয় প্রতিনিধি ম্যালাডুরা এখনো ফিরে' আসেন নি।

প্রিঞ্জিভেল

বটে! ভিনিসের সৈন্যরা ক্যাসেন্টিন দিয়ে ফ্লোরেন্স আক্রমণ ক'র্‌তে অগ্রসর হ'চ্ছে—তারা বোধহয় বেশ একটু বেগ দিচ্ছে। [চিঠিখানা খুলে, প'ড়ে] না; আমার উপর আদেশ—এই শেষবার—কাল প্রাতেই যেন' পাইছা আক্রমণ করা হয়; নইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করা হ'বে! ···বেশ; এ রাত্রিটি অন্ততঃ আমার নিজস্ব···তৎক্ষণাৎ বন্দী করা হ'বে!!! কি তাদের জ্ঞান! তারা জানে না আমার হৃদয় এখন জীবনের এক অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তের অপেক্ষা ক'র্‌ছে—তাতে তাদের এ শুষ্ক, মামুলি তর্জ্জন-গর্জ্জন বিন্দুমাত্র ভীতি এনে' দিতে পার্‌বে না।···ভয় দেখান, বন্দী করা, অপযশ, বিচার, রায়—কি এ সব এখন আমার কাছে?··· যদি পার্‌ত তা হ'লে এর অনেক পূর্ব্বেই এরা আমায় বন্দী ক'র্‌ত। সে সাহস এদের নেই।

ভিডিও

ট্রাইভালজিও এ চিঠিখানা আমায় দিয়ে ব'ল্‌লেন, তিনি নিজেই আস্‌চেন, আপনার সাথে দেখা ক'র্‌তে।

প্রিঞ্জিভেল

ওঃ! এতদিনে দেখ্‌ছি মন-স্থির ক'রে ফেলেছেন তিনি। যা'ক্ এ সাক্ষাতে অনেক বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে।···এই বুদ্ধিমান্ ক্ষুদ্র নবাবটি ফ্লোরেন্সের সর্ব্ব-ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এখানে উপস্থিত

—তবুও, আমার পানে চোখ চেয়ে তাকাবার সাহসটুকু তাঁর নেই! মৃত্যুর চেয়েও এ লোকটি বেশী ঘৃণা করে আমায়। সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আস্‌চেন বটে, কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌বেন কি ক'রে এ সময়টা তাঁর কাটে!··· ফোরেন্স থেকে খুব কড়া রকমের হুকুম পেয়েই তিনি আস্‌চেন; নইলে এ সিংহের গুহায় আস্‌তে তাঁর সাহসে কুলোত' না।···কে কে পাহারায় আছে এখানে?

ভিডিও

গ্যালিসিয় দলের দু'জন বৃদ্ধ সৈনিক,—একজন বোধহয় হায়্‌নেন্‌ডো, অপরটি ডিগো।

প্রিঞ্জিভেল

ব'লে দেবে,—এরা যেন অক্ষরে অক্ষরে আমার আদেশ পালন করে; যদি বলি স্বর্গের দূতদের বেঁধে আনুক, তবুও,—বুঝ্‌লে?··· অন্ধকার নেবে আস্‌চে—আলো জ্বালান হ'য়েছে কি?···ক'টা বাজ্‌ল?

ভিডিও

ন'টা বেজে গেছে।

প্রিঞ্জিভেল

মার্কো কলোনা ফিরে' আসেন নি'?

ভিডিও

না; এলেই প্রহরিগণ তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌বে।

প্রিঞ্জিভেল

আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হ'লে তিনি এতক্ষণে এসে প'ড়্‌তেন, নিশ্চয়; এ' থেকেই বোঝা যাচ্ছে।···সমস্ত প্রাণটা আমার উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে তার অপেক্ষায়।···আশ্চর্য্য,—একটা লোক তার বিদ্যা, বুদ্ধি, ভবিষ্যৎ, সুখ, দুঃখ সবই পণ ক'রে ব'সে র'য়েছে একটি স্ত্রীলোকের নশ্বর ভালবাসার জন্য!···নিজের দুর্গতিতে নিজেই আমি হাস্‌তাম, যদি হাসি-কান্নার চাইতেও এ'টা অধিকতর বলবৎ না হ'ত।··· মার্কো ফিরে' আসেন নি—সে তবে আস্‌চে, নিশ্চয়। দেখে এস তার সম্মতি-জ্ঞাপক আলোটা দেখা যাচ্ছে কি না—যে আলোটা সেই রমণীর কম্পিত পদ-বিক্ষেপের অগ্রদূত। সে নারী যে পরের জীবন-রক্ষার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, আর সেই সাথে আমাকেও বাঁচিয়ে তুল্‌ছে! না, তুমি থাক,—আমিই যাচ্ছি নিজে।···যখন আমি বালকমাত্র ছিলাম তখন থেকেই যে আমি উৎসুক-চিত্তে এই শুভ-মুহূর্ত্তের অপেক্ষা ক'চ্ছি! তাই, সর্ব্ব-প্রথমে আমারি দু'চোখ তাকে অভিনন্দিত ক'রে নিয়ে আস্‌বে এখানে।···[তাঁবুর দরজায় গিয়ে, পরদাটা স'রিয়ে বাইরের দিয়ে চেয়ে রইল] দেখ, দেখ, ভিডিও ঐ সে আলোক,—কেমন জ্বল্‌ছে; রাত্রির অন্ধকারে কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে—কালো ভেদ ক'রে কি সুন্দর ফুটে' উঠেছে!···ঐ একমাত্র আলোই দেখা যাচ্ছে ঐ নগরীতে।···আর কথনো পাইছা তার আকাশে এমন সুন্দর ফুলটি তুলে' ধরেনি—যার জন্য একজন আশাহীন-চিত্তে, আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে এতক্ষণ

ব’সে র’য়েছে !···পাইছার নাগরিকগণ, যে মহোৎসবে আজ রাত্রে তোমরা মাত্‌বে, দীর্ঘকাল তা’ তোমাদের ইতিহাসে খোদিত থাকবে—আর আমি পাব একটা নগরী রক্ষার চাইতেও অপূর্ব্বতর সুখের পরশ ! !

ভডিও

[তার বাহু স্পর্শ ক’রে] চলুন তাঁবুর ভেতরে। ট্রাইভাল্‌জিও ঐ আস্‌চেন ওদিক থেকে।

প্রিঞ্জিভেল

[ফিরে এসে পরদাটা ফেলে দিয়ে] তাই ত’। যাক, এ সাক্ষাৎ বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। [টেবিলের কাছে গিয়ে কাগজপত্রগুলি নাড়া-চাড়া ক’র্‌তে লাগ্‌ল]···তাঁর চিঠি তিনখানা আছে ত ?

ভিডিও

মাত্র দুখানাই ত’ আছে।

প্রঞ্জিভেল

যে দুখানা গোপনে খুলে দেখেছিলাম ? আর আজ সন্ধ্যার হুকুম-নামাটি ?

ভিডিও

আগের দুখানা এখানে আছে। আজকের খানা ঐ যে আপনি হাতে মুচ্‌ড়ে ধ’রে রেখেছেন !

প্রিঞ্জিভেল

আস্‌চেন তিনি···

[প্রহরী পরদাটা তুলে ধ'রল ; ট্রাইভাল্‌জিওর প্রবেশ।

ট্রাইভাল্‌জিও

নগরের ঐ অদ্ভুত আলোটি লক্ষ্য ক'রেছ ? দেখে মনে হয়, ওটা একটা সাঙ্কেতিক আলো।

প্রিঞ্জিভেল

সাঙ্কেতিক ব'লে মনে হ'চ্ছে নাকি আপনার ?

ট্রাইভাল্‌জিও

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।···তোমার সাথে কথা আছে প্রিঞ্জিভেল।

প্রিঞ্জিভেল

ব'লে যান !···এখান থেকে যাও, ভিডিও ; কিন্তু দূরে নয়। ডাক্‌লেই আস্‌বে ; তোমাকে দরকার হবে।

[ভিডিও চ'লে গেল।

ট্রাইভাল্‌জিও

তুমি জান' প্রিঞ্জিভেল, তোমার উপর আমার ধারণা কত উচ্চ। অনেকবার তার প্রমাণ তুমি পেয়েছ ; কিন্তু তা ছাড়া, আরো অনেক ব্যাপার আছে যা তুমি জান না। কারণ ফ্লোরেন্সের এ একটি অতি

সুযুক্তিপূর্ণ নীতি—যদিও লোকে এর কপটতা আখ্যাই দিয়ে থাকে—যে তারা অতি বিশ্বস্থ লোকের কাছ থেকেও অনেক বিষয় গোপন রাখে। সে নীতি আমাদের মেনে চ'ল্‌তে হয়। আমরা প্রত্যেকেই অশেষ সুযুক্তিপূর্ণ তার এ রহস্য বজায় রাখ্‌তে বাধ্য। এ'টুকু ব'ল্‌লেই যথেষ্ঠ হবে বোধহয়, যে তোমার তরুণ বয়েস, ও অজ্ঞাত-কুল-শীলতা স্বত্ত্বেও রাজ্যের এই বৃহত্তম সেনা-বাহিনীর নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করা মুখ্যতঃ আমারি চেষ্টায় হ'য়েছে; আর এ জন্য আমাকে অনুতাপ ক'র্‌তে হয় নি কখনো।...তোমাকে যে এ কথা ব'ল্‌লাম, তাতে কর্ত্তব্যহানি কিছু আমার ঘ'টেছে হয়ত'; কিন্তু এটা তোমার সাথে আমার মিত্রতার অন্যতর নিদর্শন। অনেক সময় এরূপ হয়, যখন শুধু কর্ত্তব্য আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌লে ভালর চাইতে মন্দই ঘটে বেশী।...এ' কথা জেনে রাখ,—তোমার একদল শত্রু আছে, যারা তোমার উপর অবিবেচনা, কর্ত্তব্যে শৈথিল্য, অস্থির-বুদ্ধিত্ব ইত্যাদি অনেক গুরুতর অভিযোগ এনেছে। পরিষদের যারা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট, এরা তাদের মন এরই মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে বেশ বিষিয়ে তুলেছে,—এমন কি তোমাকে বন্দী ক'রে বিচার ক'র্‌বার জল্পনা কল্পনাও তারা ক'র্‌ছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সময় থাক্‌তেই সে খবর আমার কানে এসে পৌঁছেছিল। তাই তৎক্ষণাৎ ফ্লোরেন্সে গিয়ে, আমি সহজেই তাদের প্রমাণের বিরুদ্ধে আমার প্রমাণ পেশ ক'রে, তোমার জন্য নিজে জামিন দাঁড়িয়ে, তবে সে বিশ্রী অবস্থা থেকে তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে কৃতকার্য্য হ'লাম। তোমার উপর আমার এ বিশ্বাস বজায় রাখ্‌তে হবেই তোমাকে, নইলে আমাদের

উভয়ের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।···আমার সহকর্ম্মী মেলাডুরাকে ভিনিসের সৈন্যরা বিবিয়েনায় অবরোধ ক'রে রেখেছে। ভিনিসের আর একদল সৈন্য উত্তর দিক দিয়ে ফ্লোরেন্স আক্রমণ ক'র্‌তে অগ্রসর হ'চ্ছে। নগরীর অবস্থা সমূহ বিপজ্জনক। এখনো সব দিক বজায় থাকে, যদি তুমি কালবিলম্ব না ক'রে প্রাতেই পূর্ণোদ্যমে পাইছা আক্রমণ কর। এতে আমাদের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৈন্যদল ও তাদের বীর-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-সমর-জয়ী সেনাপতি অবসর পাবে—আর আমরা গর্ব্বভরে ফ্লোরেন্সে ফিরে গিয়ে, কাল যে শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তাদেরি প্রশংসা-বাদ অর্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌ব, আর তাদেরই আবার আমাদের দলে টেনে নিতে সক্ষম হব'।

প্রঞ্জিভেল

আর কিছু ব'ল্‌বার আছে আপনার?

ট্রাইভাল্‌জিও

বিশেষ নয়,—যদিও তোমার উপর উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল আমার স্নেহ জানাবার কোনো চেষ্টাই আমি করিনি। আর একটা কথা,—আইন সময় সময় অসামঞ্জস্যভাবে, সাধারণ বিধির বিপরীত ধারায় কাজ ক'র্‌তে আমাদের বাধ্য করে। যেমন,—'সেনাপতির ক্ষমতা অপ্রতিহত থাক্‌বে,' এই ত' সাধারণ নিয়ম; তা সত্ত্বেও, ফ্লোরেন্সের রহস্যপূর্ণ ক্ষমতায় তারও ব্যতিক্রম ঘটে,—আর আমি আজ সেই ক্ষমতা-পরিচালন বিষয়ে তাদের ক্ষুদ্র প্রতিনিধি হিসাবে এখানে প্রেরিত।

প্রিঞ্জিভেল

এইমাত্র যে আদেশ আমি পেলাম, তা বোধহয় আপনারি লিখিত ?

ট্রাইভাল্‌জিও

হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল

আপনার স্বহস্ত লিখিত ?

ট্রাইভাল্‌জিও

নিশ্চয় ; কিন্তু এ কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌ছ কেন ?

প্রিঞ্জিভেল

[দু'খানা চিঠি সুমুখে ধ'রে] চিন্‌তে পার্‌ছেন এ চিঠি দুখানা ?

ট্রাইভাল্‌জিও

বোধহয় ;···না আমি জানি না···কি আছে ওতে ? দেখ ত'···

প্রিঞ্জিভেল

তার দরকার নেই ; আমি জানি।···

ট্রাইভাল্‌জিও

এ চিঠি দুখানা কি তুমিই ডাক থেকে চুরি ক'রেছিলে ? আমারো

সে সন্দেহ হ'য়েছিল। এখন দেখ্ছি আমার সে সন্দেহ অমূলক নয়।

প্রিঞ্জিভেল

অজ্ঞতার ভান ক'রবার সময় এ নয়! দুগ্ধপোষ্য শিশু আমি নই; আর ওসব আলোচনা ক'রেও কোনো ফল নেই এখন।...বিলম্ব যে আমার অসহ্য হ'চ্ছে!...আমি চাই না বিলম্ব ক'রতে। তাতে যে দেরী হ'য়ে যাবে আমার পুরস্কার পেতে,—যার সমতুল পুরস্কার ফ্লোরেন্সের কোনো যুদ্ধ-জয়েই আমি পাইনি।...এ চিঠিগুলিতে আপনি ইতরের মত কতগুলি মিথ্যার সমাবেশ ক'রে, আমার প্রত্যেক কার্য্যটি সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছেন।...কেন এ আপনি ক'রেছেন? শুধু ঈর্ষার জন্য,—না স্বার্থপর, কপট, ফ্লোরেন্সের তরফে, আমার মত বিজয়ী বৈতনিক সেনাপতির নিপাত ক'রবার এ একটা অত্যাবশ্যক ছল মাত্র?...এই চিঠিগুলিতে আমার প্রতি কার্য্য এমন শয়তানের মত নিপুণভাবে দোষনীয় দেখান হ'য়েছে যে আমারি সময় সময় নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আমার প্রত্যেক কার্য্যটিকে বিপরীত রূপ দিয়ে ফুটিয়ে, কদর্থ-পূর্ণ ক'রে, তাতে দোষের ছাপ দেওয়া হ'য়েছে,—আর এ করা হ'চ্ছে অবরোধের প্রথম দিন থেকে, যতদিন না আমার চো'খ ফুটে গেল ততদিন পর্য্যন্ত। আর সেই থেকে আমিও মনস্থ ক'রলাম আপনার এই সম্পূর্ণ অন্যায় সন্দেহের পরিপোষক কাজ ক'রে যেতে।...আমি আপনার চিঠিগুলোর অবিকল নকল ক'রে সেগুলো ফ্লোরেন্সে পাঠিয়ে দিলাম—আর তার জবাবও এসে প'ড়ল আমারি হাতে।...আপনার কথাই তারা বিশ্বাস

ক'রেছে—আপনার মন্তব্যগুলিই গৃহীত হ'য়েছে। তার আরো কারণ, আমার মনে হ'চ্ছে—আপনার অভিযোগের বিষয়গুলি বোধহয় তারাই আপনাকে লিখে পাঠিয়েছিল, আপনার হাত দিয়ে যথারীতি সেখানে পেশ হওয়ার জন্য। কোনো কৈফিয়ৎ আমার কাছে চাওয়া হ'ল না, আর আমার বিচার হ'য়ে গেল—ঠিক হ'য়ে গেল মৃত্যুই আমার উপযুক্ত দণ্ড। এ আমি বেশ ভাল ক'রেই জানি,—আমার বিরুদ্ধে আপনি যে সব অভিযোগ এনেছেন সে সব কাটান দিয়ে স্বর্গের দেবতারাও আমায় এ থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না।···কৃতঘ্ন আমি ছিলাম না এতদিন ;—কিন্তু এ চিঠিগুলি আমার হাতে এসে প'ড়বার পর থেকেই আমি আপনার নিধনের পথ খুঁজে বের ক'রতে যত্নবান্ হ'য়েছি। আজ রাত্রেই আমি আপনাকে ও আপনার হতভাগা মুনিবদের আমার ক্ষমতানুযায়ী সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও মারাত্মক আঘাত ক'রব ঠিক ক'রেছি। আর এই ফ্লোরেন্স, যে বিশ্বাসঘাতকতাকে গুণ ব'লে মনে করে, আর দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব ক'রতে চায় জাল, জুচ্চুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কৃতঘ্নতা ও পাশবিকতার আশ্রয়ে,—তাকে ক্ষুণ্ণ করাকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজ ব'লে মনে ক'রব। আজ রাত্রেই পাইছা মুক্ত হবে,—আর মস্তক উন্নত ক'রে আবার ফ্লোরেন্সকে তাচ্ছিল্য ক'রবে। যতদিন তাদের সামর্থ ছিল ততদিন আপনাদের চির-বৈরী এই পাইছাই জগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ফ্লোরেন্সের দুর্নীতি থেকে। আবার সে তাই ক'রবে। ও কি উঠ্‌ছেন কেন? আপনার ও বৃথা গর্জ্জনে কোনো ফলোদয়ই হবে না এখন। সব আমি

ঠিক ক'রে রেখেছি। আপনার, আর ফ্লোরেন্সের ভাগ্য এখন আমার মুঠোর ভেত'র।

[ট্রাইভাল্‌জিও একখানা ছুরি প্রিঞ্জিভেলাকে আঘাত ক'র্‌তে তুল্‌লেন।

ট্রাইভাল্‌জিও

এত শীঘ্র না। যতক্ষণ আমার হাত মুক্ত···

[প্রিঞ্জিভেল আঘাতটা হ'টিয়ে দিয়ে, ছুরিখানা ফেলে দিল; কিন্তু তার পূর্ব্বেই সেটা তার মুখে বিঁধে গিয়েছিল। সে ট্রি্ভ্যাল্‌জিওর কব্জি ধ'রে ফেল্‌ল'

প্রিঞ্জিভেল

ভয়ে ভয়ে আপনি যে এরূপ ক'রে ব'স্‌বেন, তা আমি ধারণা ক'র্‌তে পারিনি। এখন যে আপনি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্বের ভেতর! আমি এখন আপনাকে পিষে মার্‌তে পারি অনায়াসে, তা জানেন? ছুরিখানা একটিবার নাবালেই যে হয়! এ যে চাইছে আপনারই কণ্ঠচ্ছেদ ক'র্‌তে!···কি? চুপ ক'রে র'ইলেন যে বড়? ভয় নেই আপনার?

ট্রাইভালজিও

না; আঘাত করা না করা তোমার ইচ্ছাধীন। আমি জানি আমার আয়ু শেষ হ'য়ে এসেছে।

প্রিঞ্জিভেল

[তাকে ছেড়ে দিয়ে] এ কিন্তু খুব আশ্চর্য্য, আর অতি বিরল, যা আপনি দেখালেন! এই সৈনিকদের ভেতরেও এমন বেশী লোক পাওয়া যাবে না, যারা মৃত্যুর জন্য এত প্রস্তুত। আমি এ ভাব্‌তেও পারিনি—এই ক্ষীণ শরীরের ভে'তর...

ট্রাইভাল্‌জিও

তোমাদের সৈনিকদের এ একটা মস্ত ভুল—তোমরা মনে কর' অসির ফলক ভিন্ন সাহসের অস্তিত্ব আর কোথাও নেই!

প্রিঞ্জিভেল

হয় ত' আপনিই ঠিক;...বেশ, আপনি বন্দী থাক্‌বেন, কিন্তু কোনো ক্ষতি আমি আপনার ক'র্‌ব না।...আপনার ও আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। [মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলে']...আপনার আঘাতটা দেখ্‌ছি নেহাৎ আনাড়ির মত নয়—একটু তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলেছেন; কিন্তু বেশ জোর ছিল তাতে। প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলেন আর কি!...এখন বলুন ত' আপনাকে যদি কেউ ছুরি মেরে, প্রায় শেষ কর্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ত, তা হ'লে, তাকে হাতের মুঠোর ভে'তর পেয়ে কি ক'র্‌তেন তাকে আপনি?

ট্রাইভাল্‌জিও

আমি তাকে ছাড়্‌তাম না।

প্রিঞ্জিভেল

আপনি আমার বোধের অগম্য—অদ্ভুত লোক আপনি! স্বীকার করুন ঐ চিঠি দুখানা লিখে অতি জঘন্য কাজ আপনি ক'রেছেন।… তিন-তিনটে মহাযুদ্ধে আমি ফ্লোরেন্সের জন্য রক্তপাত ক'রেছি। কর্ত্তব্য কার্য্যে কোনো দোষ কখনো ক'রেছি ব'লে ত' আমার মনে হয় না। প্রাণপাত ক'রে খেটেছি—আর তার ফল ভোগ আপনারাই ক'র্‌ছেন। ফ্লোরেন্সের সেবা খুব বিশ্বস্ততার সাথেই আমি ক'রে এসেছি—কৃতঘ্নতার ছায়াটি কখনো আমার মন স্পর্শ করেনি। বরাবর আপনি আমার উপর কড়া নজর রেখে এসেছেন,—এ কথা যে সত্য তা আপনি মনে মনে খুবই জানেন। তবুও কোনো অজ্ঞাত হিংসা বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে আপনি আমার প্রত্যেক কার্য্য-কলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যায় সে চিঠি দুখানা কলঙ্কিত ক'রেছেন।…আমি যে শুধু ফ্লোরেন্সের ভালই চিন্তা ক'র্‌তাম; কিন্তু আপনি নিন্দার উপর নিন্দা, মিথ্যার উপর মিথ্যা চাপিয়ে…

ট্রাইভাল্‌জিও

মিথ্যা ঠিক,…কিন্তু কি এসে যায় তাতে?…কোনো সৈনিক, দু'তিন্‌টি যুদ্ধে বিজয় অর্জ্জন ক'রে তার মুনিবদের হয় ত' না মেনে, তাদের মহৎ উদ্দেশ্য খর্ব্ব ক'র্‌তে পারে,—আমাকে ত' সে বিপদ্‌কালের জন্য আগে থেকেই বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হবে?…সে সময় এসেছিল,—তার প্রমাণ এই এখন পাচ্ছি।…ফ্লোরেন্সবাসীরা তোমায় চোখের মণি ক'রে

তুলেছিল। তাদের সে ভাব খর্ব্ব করা খুবই সমীচিন। তাদের অন্ধ-স্নেহ ফ্লোরেন্সের কোনো ক্ষতি ক'র্‌তে না পারে, তাই ঠিক পথে তাদের চালিয়ে নেবার জন্য তারাই ত' আমাদের প্রতিনিধি মনোনীত ক'রেছে।···আমার মনে হ'য়েছিল সে সময় উপস্থিত, যখন তাদের অন্ধ-স্নেহ নাশ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাই আমি ফ্লোরেন্সকে সাবধান ক'রে দিয়েছি।

প্রিঞ্জিভেল

সে সময় আসেনি,—আস্‌ত'ও না কখনো যদি ও ঘৃণ্য চিঠি দু'খানি আপনি না লিখ্‌তেন!

ট্রাইভাল্‌জিও

আসা অসম্ভব ছিল না, অন্ততঃ; তাই যে যথেষ্ঠ!

প্রিঞ্জিভেল

কি? যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তার সম্বন্ধে ঘ'ট্‌তে পারে কিছু, তাই ধ'রে নিয়ে তার নাশ ক'র্‌তেন?—একটা কল্পিত বিপদের শুধু সম্ভাবনার জন্য তাকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত ক'র্‌তেন—যে বিপদ হয় ত' ঘ'ট্‌ত না কখনো?···

ট্রাইভাল্‌জিও

ফ্লোরেন্সের নিরাপদের জন্য একটা লোকের জীবনের কি মূল্য?

প্রিঞ্জিভেল

ফ্লোরেন্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার আস্থা আছে দেখ্‌ছি। আমি এখনো তাকে ঠিক্ চিন্‌তে পারিনি তা হ'লে—

ট্রাইভালজিও

ফ্লোরেন্স ভিন্ন আর সব আমার চিন্তা-পথ-বহির্ভূত।

প্রিঞ্জিভেল

হয় ত' আপনিই ঠিক; কারণ আপনার আছে বিশ্বাস। আমার দেশ নাই, আমি ব'ল্‌তেও পারি না।···এই দেশ না থাকার জন্য সময় সময় আমার ক্ষোভ হয়। কিন্তু আমার যা আছে, আপনার তা' কখনো হবে না, বা আর কারুরই বোধহয় কখনো হয়নি ততটা। তাতেই সব অভাব আমার পুষিয়ে গিয়েছে।···যান, আর নয়; এ রহস্যের মীমাংসার সময় আমার এখন নেই।···আমরা দু'জনে সম্পূর্ণ বিপরীত; তাই বোধহয় দু'জনাতে সাদৃশও আছে অনেকটা। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা লক্ষ্য আছে।···কেউ বা একটা আদর্শের পেছনে ছোটে, আর কেউ ছোটে একটা কামনার পেছনে পেছনে। আপনার পক্ষে এই আদর্শ ত্যাগ করা, আর আমার পক্ষে কামনাটি ত্যাগ করা একই রকম দুরূহ।···আচ্ছা তবে আসুন···ভিন্ন পথের পথিক আমরা···আপনার হাতটা এগিয়ে' দিন—আমি অভিবাদন করি।

ট্রাইভাল্‌জিও

এখনও নয় ; আমার হাত তোমার কাছে এগিয়ে দেব', যেদিন তোমার শাস্তির সময় আস্‌বে।

প্রিঞ্জিভেল

বেশ তাই হোক।···আজ আপনি হার্‌লেন ; কাল আবার হয় ত' আপনারি জয় হবে।

[ভিডিয়োকে ডাক্‌ল'।

[ভিডিওর প্রবেশ]

ভিডিও

একি প্রভু ! আপনি আহত ? রক্ত প'ড়ছে যে !

প্রিঞ্জিভেল

তাতে কি ?···প্রহরীদের ডাক'। তাদের বল ওঁকে এখান থেকে স'রিয়ে নিয়ে যেতে ; কিন্তু দেখো, কোনো অনিষ্ট যেন এঁর না হয়। শত্রু হ'লেও এঁকে আমি ভালবাসি। লোকের দৃষ্টির অগোচর কোনো যায়গায় যেন এঁকে বন্দী ক'রে রাখা হয়। কড়া পাহারায় এঁকে রাখা চাই। তারা এঁর জন্য দায়ী থাক্‌বে। আমার হুকুম পেলে, তবে এঁর মুক্তি দেবে,—বুঝ্‌লে ?

[ট্রাইভাল্‌জিওকে নিয়ে ভিডিও চ'লে গেল। প্রিঞ্জিভেল একখানা আর্‌সির সুমুখে গিয়ে মুখের জখমটা পরীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

প্রিঞ্জিভেল

জখমটা গভীর না হ'লেও, আমার মুখটা বিদ্ধ ক'রেছে।···কে জান্‌ত, এই শীর্ণ, দুর্ব্বল লোকটা।···[ভিডিও ফিরে এল] আমার আদেশ পালন ক'রেছ ?

ভিডিও

ক'রেছি। প্রভু, এ যে আপনার সর্ব্বনাশ এনে দেবে···

প্রিঞ্জিভেল

সর্ব্বনাশ ?···হায়, এ সর্ব্বনাশ যদি আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহই হ'ত !···সর্ব্বনাশ, ভিডিও ? ন্যায্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ ক'রে এ দুনিয়ায় কেউ কখনো এর চেয়ে বেশী সুখ পেয়েছে ব'লে আমার ত' মনে হয় না।···যে সুখের স্বপ্নে আমি এখন বিভোর, তা যে আমি চিরকাল দেখে এসেছি আমার স্বপন দেখার কাল সুরু হওয়া থেকে !··· আমি যে এরই জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সে ছিলাম।···কত প্রার্থনার ধন এ যে আমার ! কোনো পাপ থেকেই সঙ্কুচিত হ'তাম না আমি এর জন্য,—কারণ এ যে আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব, আমার একার—এ যে আমায় পেতে হবেই !···আর এই শুভ লগ্নে,—যখন আমার দয়াল ভাগ্য দেবতা ন্যায়-বিচার ক'রে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে, আমার ভাগ্যাকাশ সুখালোকে উদ্ভাসিত ক'রে দিচ্ছেন, তখন তুমি ব'লছ কি না আমার সর্ব্বনাশ !···হায় কি কঠোর তাদের মন, যারা পায়নি' ভালবাসার

কোমল পরশ।···দেখ্‌তে পাচ্ছ না কি তুমি, আমার ভাগ্যদেবতা—ঐ যে আমার ভাগ্য-দেবী তুলাদণ্ড হাতে, আমার ভাগ্য-নিরূপন ক'চ্ছেন, ও আমায় বেঁটে দিচ্ছেন শত প্রেমিকের অংশ, আর তাদের অফুরন্ত সুখ।···ঐ যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি!···মানুষের জীবনে এমন একটা সন্দেহের সময় আসে, যখন জয় বা মৃত্যু আগতপ্রায়; আর তখন যদি হঠাৎ সেই শুভ-মুহূর্ত্ত এসে পড়ে তার ভাগ্যে, আর সে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পায়,—জীবনের শীর্ষ-স্থানে অধিরূঢ় সে, তার চতুর্দ্দিকের সব তারই,—সবাই তার আজ্ঞানুবর্ত্তী, হাতের ক্রীড়নকমাত্র—এ যে আমার জীবনের সেই শুভ-লগ্ন উপস্থিত!···ভবিষ্যতে কি আবশ্যক আমার? আমি যে বর্ত্তমানের আনন্দেই ভরপুর! এ যে আমার অতি-আনন্দ,—সর্ব্বনাশা, প্রাণ-ঘাতী আনন্দ! আনন্দের আতিশয্য যে আমায় পিষে ফেল্‌ছে!!

ভিডিও

[একটা ব্যাণ্ডেজ হাতে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে] রক্ত যে এখনো থাম্‌ল' না! আসুন, বেঁধে দিই আমি।

প্রিঞ্জিভেল

হাঁ! বাঁধা দরকার বোধহয়—দাও বেঁধে; কিন্তু দেখো, চোখ দু'টি যেন ঢাকা না পড়ে আমার। [আর্‌সির দিকে তাকিয়ে] আমি যে প্রেয়সীকে অভিনন্দিত ক'র্‌বার জন্য আনন্দিতচিত্তে অপেক্ষা ক'চ্চি; কিন্তু আমায় দেখাচ্ছে বরং, ডাক্তারের ছুরির সুমুখে ভীত রোগীরই

মতো !...[ব্যাণ্ডেজটা স'রিয়ে দিয়ে] হায় ভিডিও ! প্রিয় ভিডিও আমার, তোমার যে কি হ'বে, তাই আমি ভাব্‌ছি !

ভিডিও

প্রভু ! আপনি যেখানে যাবেন, আমিও আপনার অনুবর্ত্তী হবো ।

প্রিঞ্জিভেল

না, আমায় ছেড়ে যেতে হ'বেই তোমাকে । কোথায় আমি যাব, আর কি যে আমার ঘ'টবে কিছুরই স্থিরতা নেই ; পালাও তুমি ! কেউ তোমার অনুসরণ ক'রবে না,—কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে...না, তা' হয় না । এই সিন্দুকে অনেক সোনা, আর মূল্যবান্ অনেক জিনিষ আছে, তুমি নিয়ে যাও—এ সবই আমি তোমায় দিলাম, এতে আমার কোনো আবশ্যক নেই আর ।...গাড়ীগুলো সব প্রস্তুত ত ? আর গরু, ছাগল, ভেড়াগুলো ?

ভিডিও

সব প্রস্তুত—ঐ যে সুমুখেই ।

প্রিঞ্জিভেল

আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই যা ব'লেছি তাই ক'রবে । [দূর থেকে একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল] কি ও ?—বন্দুকের আওয়াজ কেন ?

ভিডিও

ফঁাড়ি থেকে ছুড়েছে বোধহয়।

প্রিঞ্জিভেল

কে হুকুম দিল? নিশ্চয় ভুল ক'রেছ।···যদি তাকে গুলি ক'রে থাকে কেউ? তুমি কি বল'নি?

ভিডিও

ব'লেছি; তা অসম্ভব। আমি অনেকগুলো পাহারা সেখানে বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি এলেই তৎক্ষণাৎ আপনার কাছে নিয়ে আস্‌বে তাকে।

প্রিঞ্জিভেল

যাও দেখ'গে'। [ভিডিও চ'লে গেল]

[প্রিঞ্জিভেল কিছুক্ষণ একা র'ইল।···ফিরে' এল', ও দোরের পরদাটা তুলে ধ'রে ব'ল্‌ল' —"প্রভু"! তার পর সে বেরিয়ে গেল'।···দীর্ঘ-বস্ত্রাবৃত মোনা-ভ্যানা চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল'।···প্রিঞ্জিভেল একটু কেঁপে উঠ্‌ল; তারপর তার কাছে এগিয়ে' গেল'।

ভ্যানা

[রুদ্ধকণ্ঠে] আমি এসেছি,—আপনার আদেশ মত'।

প্রিঞ্জিভেল

তোমার হাতে রক্ত কেন ?—তুমি কি আহত ?

ভ্যানা

একটা গুলি হাত ঘেঁসে চ'লে গিয়েছিল ।

প্রিঞ্জিভেল

কি !—কখন ? কি সর্ব্বনাশ !

ভ্যানা

আমি যখন শিবিরের কাছে এসেছিলাম ।

প্রিঞ্জিভেল

কে ছুড়্‌ল' বন্দুক ?

ভ্যানা

কে ছুড়্‌ল' জানি না ;—লোকটা পালিয়ে গেল ।

প্রিঞ্জিভেল

জ্বালা ক'র্‌ছে ? কষ্ট পাচ্ছ তুমি ?

ভ্যানা

না ।

প্রিঞ্জিভেল

জখমটা বেঁধে দেব' কি ?

ভ্যানা

না ; ও কিছু নয়।...[কিছুক্ষণ নীরবে কাট্‌ল']

প্রিঞ্জিভেল

তোমার মন স্থির ক'রেছ ?

ভ্যানা

হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল

সর্ত্তগুলি তোমায় মনে ক'রে দেব ?

ভ্যানা

দরকার নেই ; আমার মনে আছে।

প্রিঞ্জিভেল

কোনো আক্ষেপ নেই তোমার ?

ভ্যানা

কোনো আক্ষেপ আমার থাকবে না,—এও কি আপনার সর্ত্ত ছিল ?

প্রিঞ্জিভেল

তোমার স্বামী সম্মত হ'লেন ?

ভ্যানা

হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল

এখনো তোমার মত পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে পার ; ক'র্‌বে কি ?

ভ্যানা

না—

প্রিঞ্জিভেল

কিন্তু কেন তুমি এ ক'র্‌লে ?

ভ্যানা

ওখানে যে সবাই অনাহারে ম'র্‌ছে,—আর কাল প্রাতে সবই যে ধ্বংস হ'য়ে যাবে !

প্রিঞ্জিভেল

আর কোনো কারণ নেই ?

ভ্যানা

আর কি থাক্‌তে পারে ?

প্রিঞ্জিভেল

তুমি পতিব্রতা নিশ্চয় ?

ভ্যানা

হাঁ ।

প্রিঞ্জিভেল

তোমার স্বামীকে ভালবাস ?

ভ্যানা

বাসি ।

প্রিঞ্জিভেল

খুব ?—অন্তরের সাথে ?

ভ্যানা

হাঁ ।

প্রিঞ্জিভেল

শুধু একবস্ত্রে এসেছ' ?

ভ্যানা

হাঁ ।

প্রিঞ্জিভেল

শিবিরের সুমুখে গরুর গাড়ী, ও পশুর সার দেখে এসেছ ?

ভ্যানা

হাঁ ।

প্রিঙ্গিভেল

ওতে আছে টাস্কার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গমে ভ'র্ত্তি তিনশ' গাড়ী, আর দু'শ' গাড়ীতে আছে ফল, মদ ও অন্যান্য খাদ্য; ত্রিশ গাড়ী বোঝাই আছে জার্ম্মানীর গোলা-বারুদ, আর পনর'খানা ছোট গাড়ীতে দস্তা,—আর এ সবের চতুর্দ্দিকে র'য়েছে দু'শ' এ-পুলিয়ার ষাঁড়, ও বারশ' ভেড়া। তোমার আদেশ পেলে, এগুলো পাইছার দিকে রওনা হ'য়ে যাবে। এদের রওনা দেখ্‌তে চাও তুমি?

ভ্যানা

হাঁ।

প্রিঙ্গিভেল

তাঁবুর দোরে এসে দাঁড়াও তা হ'লে।

[প্রিঙ্গিভেল পর্দাটা স'রিয়ে হুকুম দিল, ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাল। অনেক লোক ও গাড়ীর একসঙ্গে রওনা হওয়ার গভীর শব্দ উত্থিত হ'ল। অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠ্‌ল'। চাবুকের শপ্‌ শপ্‌ আওয়াজ, গাড়ী চলার ঘর্ঘর শব্দ, ও গরু ভেড়ার ডাক শোনা যাচ্ছিল'। ভ্যানা ও প্রিঙ্গিভেল তাঁবুর দোরে দাঁড়িয়ে, রাত্রির অন্ধকারে, মশালের আলোকে সেই বিশাল-বাহিনীর রওনা হ'ওয়া দেখ্‌তে লাগল'।

প্রিঞ্জিভেল

আজ রাত্রি থেকে আর পাইছা ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না ;—আর এ' তোমারি জন্য। সে এখন অজেয়, আর কাল সেখানে দেখ্‌বে বিজয়োল্লাস,—যা' এর আগে কেউ কল্পনায়ও আন্‌তে পারেনি।···সুখী হ'য়েছ ত' তুমি ?

ভ্যানা

হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল

চল' ভেত'রে যাই···তোমার হাতখানা আমার কাছে এগিয়ে দাও··· সন্ধ্যাটা বেশ স্নিগ্ধ ; কিন্তু রাত্রে ঠাণ্ডা প'ড়্‌বে খুব ;···তোমার কাছে লুকোনো কোনো অস্ত্র বা বিষ নেই ত' ?

ভ্যানা

আমার কাছে আছে শুধু এই খড়্‌পা, আর এই উত্তরীয়খানি। ভয় হ'য়ে থাকলে তল্লাসি নিয়ে দেখ্‌তে পারেন।

প্রিঞ্জিভেল

নিজের জন্য কোনো ভয় নেই আমার,—শুধু তোমারি জন্য···

ভ্যানা

নিজের জীবনের চাইতে পাইছাবাসিদের জন্য আমার বেশী ভাবনা।

প্রিঞ্জিভেল

বেশ, ঠিক ক'রেছ তুমি।...এস, ব'স এখানে ; কিন্তু এ কৌচটা যে সৈনিকদের,—তাই কঠোর, কর্কশ, আর কবরের মত সরু। এ' তোমার উপযুক্ত নয়। এই বাঘছালটার উপর ব'স'। এতে আর কোনো রমণীর কোমল স্পর্শ আজ পর্য্যন্ত পড়েনি'।...এই লোমশ চামড়াটা তোমার পায়ের নীচে রাখ'। এটা একটা লিংক্সএর চামড়া,—আফ্রিকার এক রাজা, বিজয়ের এক রাত্রে আমায় উপহার দিয়েছিলেন।

[ভ্যানা গায়ের চাদরটা দিয়ে বেশ ক'রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে ব'স্‌ল।

প্রিঞ্জিভেল

আলোটা একেবারে তোমার চোখের উপর প'ড়েছে,—স'রিয়ে দেব' কি ?

ভ্যানা

কোনো আবশ্যক নেই।

প্রিঞ্জিভেল

[ভ্যানার কৌচের সুমুখে, তার পায়ের নীচে নত-জানু হ'য়ে ব'সে, তার হাত দু'খানি ধ'র্‌ল'] জিওভ্যানা !—[ভ্যানা চ'ম্‌কে উঠে তার দিকে চাইল'] ভ্যানা, ভ্যানা আমার ! আমি ত' ঐ ব'লেই তোমায় ডাক্‌তাম্ !—এখন ডাক্‌তে, বুক আমার কেঁপে উঠ্‌ছে। আমার এ হৃদয়ের অভ্যন্তরে তোমার ও নামটি এত' সুদৃঢ়-বন্ধনে বাঁধা ছিল,

যে বেরুবার সময় সে যে আমার বুকে আঘাত ক'রে বেরুচ্ছে। ঐ নামটি যে আমার হৃদয়,—আমার সব। এর প্রত্যেক বর্ণের ভেত'র যে আমার জীবন মিশিয়ে' র'য়েছে ; তাই ত' এর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ বেরিয়ে' আস্‌ছে !—এ যে আমার চির-পরিচিত শব্দ ! একা একা কতবার, ভয়ে ভয়ে এর উচ্চারণ আমি ক'রেছি। শেষে আমার ভয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমি প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টা, ভালবাসার এ' মহামন্ত্রের উচ্চারণ ক'রেছি,—একটিবার শুধু তোমার সুমুখে ঠিক্ ভাবে এর উচ্চারণ ক'র্‌ব, সে আশায়। ভেবেছিলাম, আমার ওষ্ঠাধর এই শব্দোচ্চারণের অনুরূপ গ'ড়ে উঠেছে,—যা'তে এই চির-প্রতীক্ষার, বাঞ্ছিত সময়ে তারা এর উচ্চারণ ক'র্‌তে পার্‌বে, এত কোমল, স্নিগ্ধ, মধুর স্বরে, এমন গভীর ভাবের আবেশ মিশিয়ে,—যেন সে তা থেকেই বুঝ্‌তে পারে কতখানি ভালবাসা, কত বেদনা এর ভেত'র নিহিত আছে ;—কিন্তু আজ যা বেরিয়ে এল', এ যে তার ছায়ামাত্র,—কিছুই যে হ'ল না ! সব আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল !—আমার ভয়, ও দুঃখ তাকে পিষে মেরে, এত রূপান্তরিত ক'রে ফেলেছে, যে আমি এ শব্দটি যে চিন্‌তেই পাচ্ছি না, যা এখন বেরিয়ে এল' আমার মুখ থেকে। যত ভাব, ও অর্থ এর ভেত'র আমি সঞ্চিত ক'রে রেখেছিলাম, সে সব যে আমারই বল হরণ ক'রে নিয়েছে, আর আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে !

ভ্যানা

কে আপনি ?

প্রিঞ্জিভেল

তুমি আমায় চিন্‌তে পারনি? কিছুই মনে প'ড়্‌ছে না তোমার, আমায় দেখে?···এত বড় একটা বিষয়েও সময় বিস্মৃতি এনে দেয়?··· না, না, এ যে এত বড়, শুধু আমারই পক্ষে!···বোধহয় ভালই হ'য়েছে, তোমার এ ভুলে যাওয়াটা। আর আমি আশা ক'র্‌ব না,—আক্ষেপও আমার ক'মে যাবে, সেই সাথে।···না আমি ত' তোমার কেউ নই!··· এ হতভাগা তার জীবনের লক্ষ্যটি সুমুখে পেয়ে শুধু বারেকের তরে তার দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছে। কিছু চায় না,—এ অভাগা জানে না কি তাকে চাইতে হবে; যদিও, সম্ভব হ'লে, বিদায়ের পূর্ব্বে সে একটিবার শুধু ব'ল্‌ত,—তুমি তার হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিলে, আর তার জীবনের শেষক্ষণ অবধি থাক্‌বে।

ভ্যানা

আপনি তা হ'লে আমায় জানেন?···কে আপনি?

প্রিঞ্জিভেল

যে তোমার পানে চেয়ে আছে,—যেন তুমি তার জীবনের সত্তা, আর আনন্দের আধার,—তাকে তুমি চিন্‌তে পাচ্ছ না?

ভ্যানা

না, অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না···

প্রিঞ্জিভেল

হাঁ, তুমি ভুলে গিয়েছ,···হায়, নিশ্চয় ভুলে গিয়েছ তুমি!···তোমার বয়েস ছিল আট, আর আমার বার’, যখন আমাদের প্রথম দেখা হ’য়েছিল।

ভ্যানা

কোথায়?

প্রিঞ্জিভেল

ভিনিসে—জুনমাসের এক রবিবারে। আমার পিতা ছিলেন স্বর্ণকার। তিনি তোমার মায়ের জন্য একছড়া মুক্তার হার তৈরী ক’রে এনেছিলেন। হারছড়াটি তোমার মায়ের খুব পছন্দ হ’য়েছিল। তিনি সেটার প্রশংসা ক’চ্ছিলেন; আর আমি বাগানে থেকে গিয়েছিলাম। আমি তোমায় দেখ্‌তে পেলাম সেখানে, পুকুর ধারে, এক বৃক্ষবটিকার ভেত’র। একটা সরু সোনার আংটি তোমার হাত থেকে প’ড়ে গিয়েছিল সেই পুকুরের জলে। তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিলে। আমি পুকুরে ঝাঁপিয়ে প’ড়লাম। আংটিটা শ্বেত-পাথরে বাঁধান’, সেই পুকুরের তলায় জ্বল্‌-জ্বল্‌ ক’চ্ছিল। আমি সেটা তুলে এনে তোমার আঙ্গুলে প’রিয়ে দিলাম। প্রায় ডুব্‌তে ব’সেছিলাম আমি!··· কিন্তু তুমি আনন্দে আমায় জ’ড়িয়ে ধ’রে চুমো দিলে···আর কি আনন্দ···

ভ্যানা

সে ত' এক সুন্দর বালক—যার নাম ছিল জিয়ানালো। তুমিই কি সেই জিয়ানালো ?

প্রিঞ্জিভেল

হাঁ।

ভ্যানা

কে তোমায় চিন্‌বে বল' ? তার উপর, তোমার মুখ ব্যাণ্ডেজে ঢাকা।···আমি শুধু তোমার চোখ ছ'টি দেখ্‌তে পাচ্ছি।

প্রিঞ্জিভেল

[ব্যাণ্ডেজটা স'রিয়ে] এখন চিন্‌তে পাচ্ছ ? আমি ব্যাণ্ডেজ স'রিয়ে ফেল্‌লাম।

ভ্যানা

হাঁ, বোধহয়।···আর আমার মনে হ'চ্ছে—কারণ তোমার হাসিটি এখনো যে শিশুটিরই মতো!···কিন্তু তুমি যে আহত! রক্ত প'ড়্‌ছে যে!

প্রিঞ্জিভেল

এ ত' আমার প্রথম জখম নয়! কিন্তু কেউ যে তোমাকে আঘাত ক'র্‌বে তা'···

ভ্যানা

এস' তোমার ব্যাণ্ডেজটা ঠিক ক'রে দিই ;···কি যে যা' তা' ক'রে বাঁধা হ'য়েছে এটা ! [ক্ষতটা বেঁধে দিয়ে] এ যুদ্ধে অনেক আহতের সেবা আমি ক'রেছি।···হাঁ, হাঁ আমার মনে প'ড়েছে। সে বাগানখানা এখনো যেন আমার চ'খের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। আমরা দু'জনে অনেকবার খেলা ক'রেছি সেখানে।

প্রিঞ্জিভেল

বারো বার সব শুদ্ধ—আমি গুণে রেখেছি। আর, সব খেলাগুলোর নাম এখনো আমি ব'লে যেতে পারি। তুমি কি, কখন, কবে ব'লেছ—তাও ব'ল্‌তে পারি।

ভ্যানা

তার পর একদিন, আমার মনে প'ড়েছে, তোমার অপেক্ষায় আমি ব'সেছিলাম···কারণ, তুমি ছিলে কত মধুর, কত কোমল, আর আমায় রাণীর মত আদর ক'র্‌তে তুমি। তাই আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌তাম্‌··· কিন্তু তুমি আর এলে না !

প্রিঞ্জিভেল

আমার পিতা আমায় নিয়ে গেলেন আফ্রিকায়। সেখানে এক মরুভূমির ভেত'র আমরা পথ হারিয়ে ফেল্‌লাম। আরব তুর্কী ও স্পেনিয়ার্ডদের কাছে আমায় বন্দী হ'য়ে থাকৃতে হ'য়েছিল। এই ত'

আমার জীবন! তার পর মুক্ত হ'য়ে ভিনিসে ফিরে এসে দেখ্‌লাম, তোমার মা আর ইহলোকে নেই; আর সে বাগানটি পতিত-জমিতে পরিণত। অনেক অনুসন্ধান ক'র্‌লাম তোমার। যে একটিবার তোমার ঐ ভুবনমোহিনী রূপ দেখেছে, সে আর তোমায় ভুলতে পারেনি জীবনে;— তাই অবশেষে আমি তোমার সন্ধান পেলাম।

ভ্যানা

আমাকে দেখেই তুমি চিন্‌তে পেরেছিলে?

প্রিঞ্জিভেল

যদি দশ-সহস্র তোমারি মত সুন্দরী নারী একই বেশে সজ্জিত হ'য়ে আমার এ শিবিরে আস্‌ত, আর তাদের ভেত'র যদি এতদূর সাদৃশ্য থাক্‌ত, যাতে তাদের আত্মীয়দের পক্ষেও দুঃসাধ্য হ'ত তাদের চিনে নেওয়া, তা হ'লেও আমি এক নিমেষে তোমায় বেছে নিয়ে ব'ল্‌তাম —"এই সেই"।···একজনার হৃদয়ে তার প্রেমিকার প্রতিমূর্ত্তি এ ভাবে অঙ্কিত হ'ওয়া আশ্চর্য্য নয় কি? কারণ, আমার হৃদয়ে তোমার ছবিটি এমন গভীর ভাবে অঙ্কিত র'য়েছে, যে তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এও বেড়েছে, আর তার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে এরও পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। সেদিন সে যেমনটি ছিল, আজ তার পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে,—এ'ও আজ বিকশিত হ'য়ে সুন্দরতর হ'য়েছে।···তবু, যখন আজ তোমায় আমি প্রথম দেখ্‌লাম, তখন মনে হ'ল, আমার চোখ আমায় প্রতারিত ক'চ্ছে।

আমার মন, যাতে ক'রে তোমার মূর্ত্তিটি আমি অঙ্কিত ক'রে রেখেছি, তার যতদূর এগুনো উচিত ছিল, ততদূর এগুতে সে সাহস করেনি। যে অলৌকিক সৌন্দর্য্য-জ্যোতি আজ আমার চ'খের সুমুখে হঠাৎ উদ্ভাসিত হ'য়েছে, ততটা আমার মন কল্পনায়ও আন্‌তে সাহস করেনি। যেমন, কোনো লোক দিব্য সূর্য্যালোকে শত শত সুন্দর ফুলের একত্র সমাবেশ দেখে মনে করে—তা'রই একটি ফুল সে দেখেছিল বাগানের এক কোণে, এক ম্লান সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে, আমার অবস্থাও এখন তোমাকে দেখে তারই মতো হ'য়েছে।...তুমি এলে, আর আমি দেখ্‌লাম সেই মুখ, যা আমার এত চেনা, সেই চোখ, সেই কেশ-গুচ্ছ,—আর তোমার শ্রীর অন্তরে স্থিত, সুন্দর হৃদয়খানি,—যা আমার নিত্য-উপাসনার বস্তু; কিন্তু এর জ্যোতি, এর সৌন্দর্য্য, শতগুণে খর্ব্ব ক'রে দিয়েছে আমার মনের কোণে সঞ্চিত, তোমার প্রতিমূর্ত্তিটিকে,—যা' এতকাল আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গোপনে, আমার অন্তরে সঞ্চিত ক'রে এসেছি! সে ছবি যে আমার মনে ম্লান হ'য়ে বাস্তবের চাইতে শতগুণে খর্ব্ব হ'য়ে গিয়েছে!

ভ্যানা

হাঁ; ও' বয়সে লোকে যতটুকু ভালবাসা দিতে পারে, তা তুমি আমায় দিয়েছিলে।...কিন্তু সময়, আর বিরহ ভালবাসাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলে এক অলীক জ্যোতিতে।

প্রিঞ্জিভেল

মানুষ প্রায়ই ব'লে থাকে,—তারা জীবনে একটিবার মাত্র ভালবেসেছে; কিন্তু তা সত্য নয়। তাই তারা অনেক সময় হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গোপন ক'রে, এমন সব দুঃখপূর্ণ কাহিনীর অবতারণা করে যে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—তাদের এ ব্যাপারটা অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই, যখন প্রকৃত হতাশ-প্রেমিক তার দুঃখপূর্ণ জীবনের করুণ কাহিনীগুলি বিবৃত্তি ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হয়, যা' তার সমস্ত জীবনটাকে বিষময় ক'রে তুলেছে, তখন সেগুলোও অবাস্তব ব'লে গৃহীত হয়,—আর যে শোনে, সেও সেগুলোকে অভিনয় মাত্র মনে ক'রে তার সে প্রকৃত দুঃখপূর্ণ কাহিনীর অবমাননা করে।

ভ্যানা

আমি তা ক'র্‌ব না।...জীবন-যাত্রার সুরুর পথে আমাদের হৃদয়ে যে এক অপূর্ব্ব ভালবাসার মধুর হিল্লোল ব'য়ে যায়, তা আমার অবিদিত নাই। কালস্রোতের আবর্ত্তে প'ড়ে আমরাই আবার সে ভালবাসা ভুলে যাই।...যা'ক, যখন তুমি ভিনিসে ফিরে এসে আমার খোঁজ পেলে, তখন কি ক'র্‌লে তুমি? যাকে এত প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাস্‌তে, কৈ, তাকে পেতে কোনো চেষ্টাই ত' তুমি কর'নি'!

প্রিঞ্জিভেল

ভিনিসে এসে আমি শুন্‌লাম, তোমার মা আর ইহলোকে নেই;

তাঁর সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হ'য়ে গেছে,—আর, টাস্কার সব চেয়ে ধনী, ও ক্ষমতাশালী এক সম্ভ্রান্ত যুবকের সাথে পরিণীতা হ'য়ে, তুমি যাচ্ছ' রাণীর মত আদরে ও সুখে সেথায় ঘর ক'র্‌তে ;···আর আমি স্রোতের তৃণের মত' ভেসে বেড়াচ্ছি,—আমার না আছে বাড়ী, না আছে দেশ, আর নেই এমন কিছু, যা তোমায় আমি নিবেদন ক'র্‌তে পারি !···হায়, কত বারই যে আমি তোমাদের ঐ নগরীর পাঁচিলের চতুর্দ্দিকে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি ! কত'বার তা'র লৌহ-ফটক আঁক্‌ড়ে ধ'রে নিজেকে সংযত রেখেছি,—পাছে প্রবৃত্তি-দমন না ক'র্‌তে পেরে তোমার ভালবাসা ও সুখের হ'ন্তারক হ'য়ে পড়ি !···তার পর বৈতনিক-সৈন্য-শ্রেণী-ভুক্ত হ'য়ে দু'-তিনটি যুদ্ধে যোগ দিলাম ;—আমার নামও বেরিয়ে' গেল'। আমি র'ইলাম শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায়,—যদিও সব আশাই আমি ত্যাগ ক'রেছিলাম······তার পর ফ্লোরেন্স আমাকে পাইছার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠাল'।

ভ্যানা

ভালবাসা লোককে কি দুর্ব্বল-চিত্ত ও কাপুরুষই না ক'রে ফেলে !···আমায় ভুল বুঝ' না। আমি তোমায় ভালবাসি না,—আর বাস্‌তে পারতামও কি না কখনো, তা জানি না ; কিন্তু আমার অন্তর বিষিয়ে উঠ্‌ছে শুধু এই ভেবে, যে তুমি যেরূপ ভালবেসেছ ব'ল্‌ছ, তা' সত্য হ'লে, সে ক্ষেত্রে কোথায় গিয়েছিল তোমার সাহস ?

প্রিঞ্জিভেল

আমার সাহস আমায় ত্যাগ করেনি, ভ্যানা,…বড় দেরীতে এসে প’ড়েছিলাম।…তখন যে বড় বিলম্ব হ’য়ে গিয়েছিল, হায়!

ভ্যানা

না; যখন তুমি ভিনিসে ফিরে এসেছিলে তখনো, দেরীর জন্য সব ফুরিয়ে যায় নি’।…প্রাণ মন ভরপুর করা ভালবাসা যখন কাউকে পেয়ে বসে, তখন কি আর সময়-অসময়ের কোনো প্রশ্ন তার মনে উদিত হয়? নিরাশায় সে যে দেখ্‌তে পায় আশার বিমল জ্যোতি;—আশাহীন হ’য়েও সে যে আশাকে আঁকড়ে ধ’রে থাকে।…তুমি যেমন ব’ল্‌ছ, আমি যদি তেমনটি কাউকে ভালবাস্‌তাম, তা হ’লে আমি… হাঁ, কিন্তু কে যে কি ক’র্‌ত’, কেউ তা’ ব’ল্‌তে পারে না।…কিন্তু এটুকু অন্ততঃ, আমি ব’ল্‌তে পারি,—অদৃষ্ট আমার কাছ থেকে, বিনা বাধায় আমার জীবনের একমাত্র সুখ কেড়ে নিতে পার্‌ত’ না। ম’রিয়া হ’য়ে একটিবার অন্ততঃ চেষ্টা ক’রে দেখ্‌তাম আমি; আর যা ক’রেই হ’ক, তাকে আমি জানিয়ে দিতাম আমার ভালবাসা কত গভীর; ও তার মুখ থেকে একটা জবাব,—একবার নয়, বার-বার,—বহুবার না নিয়ে তাকে রেহাই দিতাম না।

প্রিঞ্জিভেল

[তা’র হাতের দিকে নিজ হাতখানা এগিয়ে দিয়ে] ভ্যানা, তুমি তাকে ভালবাস না?

ভ্যানা

কাকে ?

প্রিঞ্জিভেল

গাইডোকে ?

ভ্যানা

[হাত সরিয়ে নিয়ে] আমার হাত তুমি ধ'র না ;—এ' আমি তোমায় স্পর্শ ক'র্‌তে দেব' না।...তুমি ভুল বুঝেছ আমায়,—তাই আরো স্পষ্ট ক'রে আমায় ব'ল্‌তে হ'ল। যখন গাইডো আমায় বিয়ে ক'রেছিল, তখন আমি ছিলাম নির্ব্বান্ধব,—ভিখারী ব'ল্‌লেও হয়। সহায়হীন, ও দরিদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গের সাথী হ'য়ে পড়ে কলঙ্ক-কালিমা —বিশেষতঃ, তার উপর যদি সে হয় সুন্দরী, আর যদি মিথ্যা-প্রবঞ্চনাকে সে ঘৃণা করে। গাইডো এ সব কলঙ্ক-কাহিনী মোটেই গ্রাহ্য করেনি'— আর তাতেই আমি সুখী। সে আমায় সুখী ক'রেছে, অন্ততঃ, ভালবাসার রঙ্গিন কল্পনা,—যার পরিণতি বাস্তব-জীবনে কখনো ঘটে না,—তা' ত্যাগ ক'র্‌তে হ'লেও লোকে যতখানি সুখী হ'তে পারে, ততটা সুখ সে আমায় দিয়েছে। আর, এ কথা তোমায় মান্‌তেই হবে —যে সুখ শুধু কল্পনারই বিষয়ীভূত, বাস্তব-ক্ষেত্রে যা কেউ লাভ ক'র্‌তে পারে না, তার পেছনে পেছনে চিরকাল না ছুটেও লোকে সুখী হ'তে পারে। গাইডোকে আমি যেরূপ ভালবাসি, তা হয় ত'

তোমার ভালবাসার ধরণের নাও হ'তে পারে, কিন্তু এ কথা ঠিক, যে আমার ভালবাসা ধীর, স্থির, শান্ত, স্থায়ী ও নিশ্চিত। এই ভালবাসাই আমার অদৃষ্টে জুটেছে,—আর, আমি তা সজ্ঞানে মেনে নিয়েছি। আমাদের এ ভালবাসা, অন্ততঃ আমার তরফ্ থেকে, আমি ছেদন ক'র্ব না কখনো,—এটা নিশ্চিত। তাই ব'ল্ছিলাম—তুমি আমায় ভুল বুঝেছ'। যখন তোমায় আমি বোঝাতে চাইছিলাম—তুমি ভুল ক'রেছ', তখন তোমাকে, বা আমাদের উভয়ের কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু আমি বলিনি'; আমি ব'লেছিলাম সেই ভালবাসার তরফ্ থেকে, যা লোকের হৃদয়ে বোধহয়, শুধু একবারই উদ্ভূত হয়।...সে ভালবাসার সত্ত্বা আছে;—কিন্তু আমার বা তোমার ভেত'র নেই; কারণ, সে ভালবাসার প্রেরণা অনুযায়ী কাজ তুমি কর'নি'।

প্রিঞ্জিভেল

আমার ভালবাসার নিদারুণ কঠোর সমালোচনা তুমি ক'চ্ছ, ভ্যানা! তুমি জান'না কি ক'রে, কত দুঃখ স'য়ে আজকে তোমার সাথে এই ক্ষণেকের মিলনটি আমি ঘ'টিয়েছি,—যার জন্য বোধহয়, অন্য যে কেউ হতাশায় ডুবে যেত'। আমার ভালবাসা আমায় তেম'ন একটা কিছু ক'র্তে এগিয়ে না দিলেও তার অস্তিত্ব যে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'চ্ছি,—আমার জীবনটা যে ছারখার হ'য়ে গেছে শুধু এ'রই জন্য,—অশেষ দুঃখ যে আমায় নীরবে সহ্য ক'র্তে হ'য়েছে! আমি যে এ সবের ভুক্তভোগী! মানুষের যা কিছু কাম্য, যা কিছু শ্লাঘার, আমি যে তা'

পেয়েও, সব এ'রই জন্য, খুইয়ে' র'সে আছি!…আমায় বিশ্বাস কর ভ্যানা,—আর কেনই বা বিশ্বাস ক'রবে না ? আমি যে এখন কোনো কিছুরই প্রার্থী নই,—সব আশাই যে আমি হারিয়ে ব'সে আছি!…তুমি এখন আমার তাঁবুতে,—আমার মুঠোর ভেত'র। আমি একটিবার মাত্র ব'ল্লেই, হাতটা বাড়িয়ে দিলেই, সাধারণ প্রেমিকদের যা কাম্য, সে সবই যে আমি অনায়াসেই পেতে পারি!…কিন্তু আমি জানি, আর তুমিও জান',—আমার ভালবাসার কাম্য তা' নয়, অন্য কিছু। তাই অবিশ্বাস তুমি আমায় ক'রতে পার' না। আমি তোমার হাতখানি ধ'রেছিলাম এই ভেবে, যে তুমি আমায় বিশ্বাস কর' বোধহয়। আর আমি তা' স্পর্শও ক'রব না;…কিন্তু যখন আমায় ছেড়ে চ'লে যাবে তুমি, আর তা'রপর যখন হয় ত' আমাদের আর দেখা ও হবে না জীবনে, তখন অন্ততঃ, মনে ক'রো—কতখানি ছিল আমার ভালবাসা, যা' পেছিয়ে' গিয়েছিল শুধু যা নিতান্ত অসম্ভব, তারই সুমুখে।

ভ্যানা

এ যে কোনো কিছুকেই অসম্ভব ব'লে মেনে নিয়েছে, তাতেই ত' আমার সন্দেহ। অমানুষিক কোনো পরীক্ষায় তোমায় ফেল্‌তে চাইনি আমি, আর এ'ও চাইনি' যে ভীষণ কোনো বাধা তোমার উচিত ছিল অতিক্রম করা। এ ধরণের কোনো প্রমাণই আমি পেতে আশা ক'রিনি; তোমার কথা মেনে নিতে আমি অনিচ্ছুক নই। বাস্তবিক, তোমার ও আমার উভয়ের মঙ্গলের জন্যই আমি এখনো

এ কথা অবিশ্বাস ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব।…তোমার এ গভীর ভালবাসার অন্তরে আছে এমন একটা পবিত্র ভাব, যা সবচেয়ে অকরুণ রমণীর মনেও চাঞ্চল্য এনে দেয়। তাই, আমি তোমার কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ক'রে এমন কিছু একটা পেলে বোধহয় সুখী হ'তাম, যা থেকে তোমার এ সর্ব্বনাশা ভালবাসার বাস্তবিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হ'তে পার্‌তাম; আর তা পেতামও বোধহয়, যদি তোমার এই শেষের কাজটির কথা ভেবে না দেখ্‌তাম।…কারণ, যখন আমি ভাবি,—আমায় আজ এই কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমার এই তাঁবুতে আন্‌তে, উন্মাদের মত' তুমি তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার যশ, তোমার এ সংসারে যা কিছু গৌরবের—সব স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়েছ', তখন আমায় বাধ্য হ'য়ে মান্‌তেই হচ্ছে—তোমার ভালবাসা তুমি যা ব'লেছ, তার চাইতে কোনোমতেই কম নয়।

প্রিঞ্জিভেল

আমার সব কাজের ভেত'র শুধু এই শেষের কাজটিই এমন, যা থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

ভ্যানা

কেন?

প্রিঞ্জিভেল

আমি চাই, যা সত্য, শুধু তাই তুমি জান্‌বে। তোমাকে এখানে

আনিয়ে, আর সে সূত্রে পাইছাকে মুক্ত ক'রে কোনোরূপ ক্ষতি-স্বীকার আমায় ক'র্‌তে হয় নি'।

ভ্যানা

বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। এরই জন্য কি তুমি তোমার দেশদ্রোহী হওনি, তোমার বিগত জীবনের নির্ম্মল যশে কলঙ্ক লিপে' দাওনি'—তোমার ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন কর নি? চির-নির্ব্বাসন বা মৃত্যু যে তোমার অবশ্যম্ভাবী এরই জন্য!

প্রঞ্জিভেল

না; কারণ, প্রথমতঃ আমার কোনো দেশ নাই; নইলে, আমার ভালবাসা এত' প্রবল না হ'লে আমি কখনো দেশদ্রোহী হ'তাম না।...আমি যে বৈতনিক সৈনিক মাত্র,—যতদিন আমি সদ্ব্যবহার পাব, ততদিন ঠিক ভাবে কাজ ক'রে যাব; আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র্‌লে, আমিও তার প্রতিদান দিতে পরাঙ্মুখ হব' না। ফ্লোরেন্সের প্রতিনিধিরা আমার উপর মিথ্যা অভিযোগ এনেছে; আর সেই বণিক-সরকার—যাদের কীর্ত্তি-কলাপ হয় ত' তোমার অবিদিত নাই—বিনা বিচারে সে গুলো সব মেনে নিয়ে, আমার শাস্তি-বিধান ক'রেছে। আমার সর্ব্বনাশের পথ পাকা-পাকি তৈরী হ'য়ে র'য়েছে, তা আমি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তাই আজ রাতের এই কাজটি আমাকে সে পথে এগিয়ে' না দিয়ে, বরং সম্ভব হ'লে আমার মুক্তিই এনে দেবে।

ভ্যানা

অতএব, তুমি আমায় আজ এখানে আন্‌বার জন্য যা ত্যাগ ক'রেছ, তা অতি সামান্য, না ?

প্রিঞ্জিভেল

সামান্য কেন, কিছু ত্যাগ ক'র্‌তে হয় নি' আমায় সেজন্য। সেটা তোমায় না ব'লে থাকৃতে পার্‌লাম না। মিথ্যা কথা ক'য়ে তোমার মুখে যে হাসিটি আন্‌ব, তা যে আমায় মোটেই আনন্দ দেবে না !···

ভ্যানা

হায় জিয়োনালো, এ যে ভালবাসার চরম নিদর্শন,—এর বেশী আর কিছু আমি চাই না। আর আমি তোমার কাছ থেকে হাত স'রিয়ে নেব' না। নাও···

প্রিঞ্জিভেল

হায় যদি ভালবাসা-প্রণোদিত হ'য়ে হাতখানি তুমি এগিয়ে দিতে !··· যা'ক্, কিছু এসে যায় না তা'তে।···এ যে আমার,—আমারি।···এই যে আমি একে আঁক্‌ড়ে ধ'রেছি আমার দু'হাত দিয়ে, এর সুবাস গ্রহণ ক'চ্ছি—আর প্রাণ আমার ভ'রে উঠ্‌ছে !···এ যে আমার মধ্যে লীন হ'য়ে যাচ্ছে—আমি যে এই মরীচিকায়, অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ছি ! এই যে আমি এর মুঠোটি খুল্‌ছি, বন্ধ ক'চ্ছি,—যেন

ভালবাসার যাদু-মন্ত্রে 'এ সাড়া দিচ্ছে! এই যে আমি এ'কে চুমো দিচ্ছি,—তাতেও তুমি হাতখানি স'রিয়ে নিচ্ছ' না! তা হ'লে তুমি আমায় নিশ্চয় ক্ষমা ক'রেছ ভ্যানা, তোমাকে এ নিষ্ঠুর পরীক্ষায় এনে ফেলেছি ব'লে!

ভ্যানা

ভাল হ'ক আর মন্দই হ'ক, আমিও বোধহয়, তোমারি মত ক'র্তাম তোমার অবস্থায় প'ড়্লে।

প্রিঞ্জিভেল

যখন আমার এখানে আস্তে তুমি রাজি হ'লে, তখন আমি কে, তা' তুমি জান্তে কি?

ভ্যানা

কেউ জান্ত' না।···অদ্ভুত সব গুজোব তোমার সম্বন্ধে র'টে গিয়েছিল। কেউ ব'ল্ত'—প্রিঞ্জিভেল বিকটাকার এক বৃদ্ধ, আর কেউ ব'ল্ত, সে অপরূপ সুন্দর-কান্তি এক রাজপুত্র!

প্রিঞ্জিভেল

গাইডোর পিতা ত' আমায় দেখেছিলেন। তিনি কিছু বলেন নি তোমায়?

ভ্যানা

না।

প্রিঞ্জিভেল

তুমি জিজ্ঞেস কর নি' ?

ভ্যানা

না।

প্রিঞ্জিভেল

কিন্তু এই রাত্রে একাকী, সম্পূর্ণ সহায়হীন অবস্থায় এক অপরিচিত বর্ব্বরের শিবিরে ঢুক্‌তে তোমার ভয় হয় নি ?

ভ্যানা

আমি যে জান্‌তাম—এ' ত্যাগ-স্বীকার আমায় ক'র্‌তেই হবে !

প্রিঞ্জিভেল

তার পর, যখন তুমি আমায় দেখ্‌লে ?

ভ্যানা

তখন ত' ব্যাণ্ডেজে তোমার মুখ ঢাকা ছিল।

প্রিঞ্জিভেল

কিন্তু তার পর ভ্যানা, যখন আমি ব্যাণ্ডেজটা স'রিয়ে' দিলাম?

ভ্যানা

তখন যে আমি তোমায় চিনেছি!···কিন্তু যখন তুমি আমায় তাঁবুতে ঢুক্‌তে দেখ্‌লে, কি ভাব্‌ছিলে তখন তুমি? কি তোমার মনের উদ্দেশ্যে ছিল?

প্রিঞ্জিভেল

হায়, কি ক'রে ব'ল্‌ব' তোমায়?···আমি জান্‌তাম—আমার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই উন্মাদের মত আমি চেয়েছিলাম সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ডুব্‌তে।···আমার ভালবাসাই শেষে আমায় শিখিয়েছিল তোমায় ঘৃণা ক'র্‌তে!···যে ভাবে আমার সাথে তুমি কথা ক'য়েছ, ও যেরূপ ব্যবহার তুমি ক'রেছ, তা না ক'রে অন্য ভাবে যদি তুমি চ'ল্‌তে, তা হ'লে হয় ত', আমার ভেত'রকার পশু-শক্তি উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তোমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে উদ্যত হ'ত'; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমায় আমি দেখ্‌লাম, তখনই বুঝ্‌তে পার্‌লাম, সেটা অসম্ভব।

ভ্যানা

আমিও তোমায় বুঝ্‌তে পেরেছিলাম,—তাই ভয় আমার মোটেই হয় নি। আমরা উভয়ে উভয়কে দেখ্‌বামাত্রই চিনে নিয়েছিলাম! কি

আশ্চর্য্য এ সব!···তোমার মত ভালবাস্‌লে আমিও ঐরূপই ক'র্‌তাম। ···বাস্তবিক কখনো কখনো আমার মনে হ'চ্ছে তোমার কথাগুলো শুনে, —যেন আমিই ব'ল্‌ছি, আর তুমি শুন্‌ছ'।

প্রিঞ্জিভেল

আমার মনে হ'চ্ছে ভ্যানা,—যেন আমাদের মধ্যেকার ব্যবধানের পাঁচিলটা স্বচ্ছ হ'য়ে গেছে, যেন সব মানুষের প্রকৃতি ব'দ্‌লে গিয়েছে, ও এতদিনকার আমার চিন্তা, ধারণা, সবই যেন ছিল ভুল। আর, সবচেয়ে আমার মনে হ'চ্ছে যেন আমিই সম্পূর্ণ ব'দ্‌লে গেছি—যেন আমি দীর্ঘ কারাবাস থেকে বেরিয়ে আস্‌ছি; কারার ফটক খুলে গেছে, আর তার লোহার শিকগুলো বেয়ে উঠেছে একটি সুন্দর পুষ্পিতা লতা;—দূরে বরফ্‌ গ'লে প'ড়্‌ছে, আর প্রভাতের নির্ম্মল ঝির্‌ঝিরে হাওয়া প্রাণে ভালবাসার পরশ এনে দিচ্ছে!

ভ্যানা

আমার ভেত'রেও একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি,—কেমন ক'রে আমি তোমার সাথে প্রথম থেকেই ও ভাবে কথাবার্ত্তা কইছিলাম।···চিরকাল আমি কম কথাই ক'য়ে এসেছি; কারুর সাথে ওভাবে কথা আমি কইনি, কখনো—এক গাইডোর পিতা মার্কো ছাড়া। তিনি থাকেন সর্ব্বদাই নিজের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে; তাই তাঁর সাথেও কথাবার্ত্তা খুব কমই হয়। আর তিনি ছাড়া, অন্য

সবাইকার চাউনিতে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে। কি ভয়ে ভয়েই যে আমায় ব'ল্‌তে হয়,—তাদের আমি ভালবাসি, বা তাদের মনে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে জান্‌বার জন্য আমি উৎসুক! তোমার চাউনি আমার প্রাণে ভয় এনে দেয় না! দেখ্‌বামাত্রই তোমায় আমি চিনে ফেলেছিলাম,—যদিও কোথায়, কখন, কবে তোমায় দেখেছি, তা' আমি মনে ক'র্‌তে পারি নি।

প্রিঞ্জিভেল

তুমি কি আমায় ভালবাস্‌তে, ভ্যানা, যদি না আমার দুষ্ট-গ্রহ, এত বিলম্বে তোমার সাথে আমার মিলন ঘটিয়ে না দিত?

ভ্যানা

যদি আমি বলি'—পার্‌তাম তোমায় ভালবাস্‌তে, তার মানে এই হয়, জিয়ানালো, যে আমি তোমায় ভালবাসি; কিন্তু তুমি ত' জান,—তা' আর হয় না! আমরা দু'জনে এখানে কথা কইছি, যেন একটি দ্বীপে পরিত্যক্ত দু'টি প্রাণী আমরা। দুনিয়ায় যদি আর কেউ না থাক্‌ত, তা হ'লে কোনো কথাই থাকৃত না; কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, কি কষ্ট আর একজনকে সইতে হ'চ্ছে এখন।…যখন আমি পাইছা ছেড়ে আস্‌ছিলাম, তখনকার গাইডোর দুঃখ, হতাশাপূর্ণ তার দৃষ্টি, তার শুষ্ক বদন…হায়, আর যে বিলম্ব ক'র্‌তে পাচ্ছি না! ভোর ত' প্রায় হ'য়ে

এল' !—আর আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি জান্‌বার জন্য······কি ? কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না ? কা'রা যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছে, ঐ দোরের বাইরে !···কি এ সব ?

[বাইরে দ্রুত পদক্ষেপের, ও কা'দের যেন নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কওয়ার শব্দ শোনা গেল। ভিডিওর কণ্ঠস্বরও শোনা গেল তাঁবুর বাইরে থেকে।

ভিডিও

প্রভু !

প্রিঞ্জিভেল

কে—ভিডিও ? ভেতরে এস'। কি ব'ল্‌তে চাও ?

ভিডিও

[তাঁবুর দোরের পাশে দাঁড়িয়ে] শীঘ্র, শীঘ্র প্রভু, শীঘ্র পালান ! এক-মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'র্‌বেন না।···ফ্লোরেন্সের দ্বিতীয় প্রতিনিধি ম্যালাড়ুরা···

প্রিঞ্জিভেল

তিনি ত' বিবিয়েনায়।

ভিডিও

না ; এই মাত্র তিনি ফিরে এসেছেন। তাঁর সাথে আছে ছয়-শত ফ্লোরেন্সবাসী। আপনাকে রাজদ্রোহী ব'লে তিনি ঘোষণা ক'রেছেন। এখন তিনি ট্রাইভাল্‌জিও খুঁজ্‌ছেন। এখানে আপনি থাক্‌তে থাক্‌তে যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায়···

প্রিঞ্জিভেল

ভ্যানা, এস'।

ভ্যানা

কোথায় ?

প্রিঞ্জিভেল

ভিডিও, আর আমার দু'জন বিশ্বাসী সৈনিক তোমায় পাইছায় পৌছে দেবে।

ভ্যানা

আর তুমি—তুমি কি ক'রবে ?

প্রিঞ্জিভেল

তা জানি না, আর জান্‌বার আবশ্যকও নেই বড় একটা। এ পৃথিবী সুদূর-বিস্তৃত,—একটা আশ্রয় পাব'ই।

ভিডিও

না প্রভু, চতুর্দ্দিকের দেশ এদের অধীনে, আর টাস্কানিকে এদের গুপ্তচর অসংখ্য।

ভ্যানা

পাইছায় এস' তুমি।

প্রিঞ্জিভেল

তোমার সাথে?

ভ্যানা

হাঁ।

প্রিঞ্জিভেল

তা হয় না।

ভ্যানা

কয়েক দিনের জন্য—অন্ততঃ, তাদের ভুল সন্ধান দিতে।

প্রিঞ্জিভেল

তোমার স্বামী কি ব'ল্‌বেন?

ভ্যানা

তিনি তাঁর অতিথির সম্মান রাখ্‌বেন, নিশ্চয়!

প্রিঞ্জিভেল

তুমি ব'ল্‌লে তোমায় তিনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন কি ?

ভ্যানা

হাঁ ;…তিনি বিশ্বাস না ক'র্‌লে……কিন্তু তিনি ক'র্‌বেন, নিশ্চয় ক'র্‌বেন ; চল' ।

প্রিঞ্জিভেল

না ।

ভ্যানা

কেন ? কি ভয় তোমার ?

প্রিঞ্জিভেল

তোমার জন্যই আমার ভয় ।

ভ্যানা

আমার জন্য ? তুমি আমার সাথে যাও, বা না-যাও, আমার ভয়ের কারণ ত' সমানই ।…তোমার জন্য আমাদের ভাবনা করা উচিত । তুমিই পাইছাকে রক্ষা ক'রেছ ; এখন পাইছারও উচিত, এই বিপদে তোমায় রক্ষা করা ।…আমার সঙ্গে এস,—তোমার নিরাপদের জন্য আমি জামিন র'ইলাম ।

তাই হ'ক তবে। আমি যাব।

ভ্যানা

ভালবাসার এর চাইতে উৎকৃষ্ট নিদর্শন তুমি আমায় দিতে পার্তে না!···চল', আর বিলম্ব ক'রো না।

[প্রিঞ্জিভেলের পেছনে-পেছনে ভ্যানা চ'ল্ল।··· বহুলোকের কণ্ঠস্বর ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শোনা যাচ্ছিল ···আর ভেসে আস্ছিল দূর থেকে, অসংখ্য ঘণ্টার আনন্দ-ধ্বনি—রাত্রের নিস্তব্ধতায় বেশ স্পষ্টই শোনা যেতে লাগ্ল। দূর চক্রবালে লক্ষিত হ'চ্ছিল আলোক-মণ্ডিত পাইছা-নগরী। আলোকে সে দিক্‌টা উদ্ভাসিত।

প্রিঞ্জিভেল

দেখ, দেখ ভ্যানা,—দেখ!

ভ্যানা

ও সব কি জিয়ানালো?···ওঃ, বুঝ্‌তে পেরেছি—আনন্দে ওরা ওই আলোক-সজ্জা রচনা ক'রেছে, তোমার এ মহৎ কাজ উপলক্ষে। প্রাচীর, প্রাকার, দুর্গ, সবই আলোকিত—যেন তা'রাও আনন্দে উৎফুল্ল! আলোক-মণ্ডিত দুর্গের চূড়াগুলি ঐ দেখ, যেন আকাশের তারাগুলির সাথে চুপি চুপি কথা ক'ইছে! রাস্তাগুলি যেন আকাশে

প্রতিফলিত হ'চ্ছে! যে রাস্তা দিয়ে আমি এসেছি, তা যেন এখান থেকেই আমি চিন্‌তে পাচ্ছি!…ঐ যেন দেখা যাচ্ছে মরণোন্মুখ পাইছার জীবনী-শক্তি আকাশ থেকে তার চারিদিককার পাঁচিল দিয়ে নেবে এসে, আবার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'চ্ছে; আর যেন হাতছানি দিয়ে আমাদের ফিরে আস্‌তে ব'ল্‌ছে!…শোন, শোন ঐ কোলাহল, আনন্দ-ধ্বনি, মহোল্লাসের শব্দ!—ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, যেন সাগর পাইছার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে তা'কে আক্রমণ ক'র্‌তে!… শোন', শোন' ঐ ঘণ্টাধ্বনি—ঠিক্ যেমনটি আমার ম'নে হ'য়েছিল আমার বিবাহের রাত্রে।…এই ত' আমি সুখী—সবচেয়ে সুখী; আর তোমারি জন্য এ সুখ আমার আজ; কারণ, তুমিই যে আমায় সবচেয়ে ভালবাস!…এস জিয়ানালো আমার, [তার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে] এই একমাত্র চুম্বন যা তোমায় আমি দিতে পারি!

গাইডো

ভ্যানা, ভ্যানা আমার, ভালবাসা এর চাইতে সুমধুর চুম্বন আশা ক'র্‌তে পারে না কখনো!……কিন্তু তুমি কাঁপ্‌ছ যে! তোমার পা যেন ভেঙ্গে প'ড়্‌ছে। এস, আমার কাঁধের ওপোর ভর দিয়ে, আমায় জড়িয়ে ধ'রে,…

ভ্যানা

ও কিছু নয়।……আমার শক্তি যেন ফুরিয়ে আস্‌ছে,—মূর্চ্ছিত হব'

ব'লে মনে হ'চ্ছে! এস, আমায় ধর'—নিয়ে চল' আমায়;···থেমোনা—এগিয়ে চল আমার এ সুখের অভিযানে কোনো বাধা আমি পেতে চাই না।······কি সুন্দর রাত্রি!···ভোর যে হ'য়ে এল!···শীঘ্র চল, তাড়াতাড়ি!···সময় ব'য়ে যাচ্ছে যে!···আনন্দ-স্রোত ক'মে যাবার পূর্ব্বেই আমাদের পৌঁছুতে হবে।

[তারা দু'জনে একসঙ্গে চ'ল্‌ল,—ভ্যানা প্রিঙ্গিভেলের কাঁধে ভর দিয়ে'।

তৃতীয়—

গাইডো কলোনার প্রাসাদের দরবার-কক্ষ

উঁচু জান্‌লা, বারান্দা, মার্ব্বেল-পাথরের স্তম্ভ ইত্যাদি······পেছ'নের বামদিকে একটি
ছাত; তা'তে উঠ্‌বার জন্য চওড়া একটা সিঁড়ি। ছাতের আল্‌সের
স্তম্ভগুলির ওপোর বড়-বড় ফুল-দানিতে ফুল ভর্ত্তি। ঘরের
মাঝখানে, মার্ব্বেল-পাথরের স্তম্ভগুলির মধ্য-দিয়ে পাশের
ছাতে যা'বার সিঁড়ি,—সে ছাত থেকে সহরের
প্রায় সবটাই দেখা যায়······মার্কো, গাইডো, বর্‌সো
ও টরেল্লো সেখানে র'য়েছেন।

গাইডো

তোমাদের সবাইকার, আর তার কথা আমি রেখেছি। এখন আমার পালা। আমি নিঃশব্দে, শ্বাস রুদ্ধ ক'রে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম এতক্ষণ,—যেন ভীরু কাপুরুষ আমি, আর আমার যথা-সর্ব্বস্ব চোরে লুটে নিয়ে যাচ্ছে আমার চ'খের সুমুখ থেকে।···কিন্তু এত নীচে নেবেও, আমার আত্ম-সম্মান আমি বজায় রেখেছি।···তোমরা আমায় ঘৃণ্য বণিক—টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব-মাত্র-সর্ব্বস্ব ব্যবসায়ী

ক'রে তুলেছ ; কিন্তু এখন ভোর হ'য়েছে। আমি আমার স্থান থেকে ন'ড়িনি। পণ-বদ্ধ হ'য়ে, আমার সর্ত্তটি আমি বজায় রেখেছি, তোমাদের আহার ক্রয় ক'রবার জন্য।...এ রাত্রিটি ক্রেতার। খুব চড়া দামে আমায় ক্রয় ক'রতে হ'য়েছে—এ গরু, ছাগ, মেষগুলি।...তোমরা ভরপুর খেয়েছ,—আমি দাম দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি মুক্ত ;—আবার আমি মালিক। আমার লজ্জা আমি দূরে অপসারিত ক'রেছি।

মার্কো

বৎস, আমি জানি না কি তুমি ক'রতে চাইছ,—আর তা' জান্‌তেও আমি চাই না ; আর চাওয়া উচিতও নয় তোমার এই গভীর শোকপূর্ণ মনের অবস্থায়। কোনো কথা তোমায় ব'ল্‌তে চাই না এখন ; কারণ, কথা তোমায় শান্তি দিতে পারবে না। এ অবস্থায়, আর এও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—এর পরিবর্ত্তে তুমি চারিদিকে যে আনন্দের আমদানি ক'রেছ, সে আনন্দও জ্বালা, আর বিষে তোমার মন ভ'রে দিচ্ছে।... নগরী রক্ষা হ'য়েছে ; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে যে মূল্য তোমায় দিতে হ'য়েছে, তার জন্য বুক আমার বেদনায় ভ'রে উঠ্‌ছে। কাল কি কেউ ভাব্‌তেও পেরেছে যে আমাকেই, ঐ ভাবে এ যজ্ঞের বলি বেছে দিয়ে, সেই অন্যায়েরই তরফে আজই আবার ওকালতি ক'রতে হবে?...বুঝ্‌তে পাচ্ছি না কি তোমায় ব'ল্‌ব আমি ; কিন্তু আমার বাক্য, যা তুমি এতদিন সানন্দচিত্তে পালন ক'রে এসেছ, তা' যদি এই শেষবারটির জন্য তোমার মন স্পর্শ করে, তা হ'লে বৎস, আমি তোমায় অনুরোধ

ক'চ্ছি—দুঃখ ও শোকের বশবর্ত্তী হ'য়ে, অন্ধভাবে কিছু ক'রে ব'স না তুমি; অন্ততঃ, সে ভয়ঙ্কর সময়টা তুমি ধীর ভাবে কাটিয়ে দিও, যখন লোকের মুখ দিয়ে হঠাৎ এমন একটা কথা বেরিয়ে আসে, যা' আর ফেরান' যায় না, কখনো।······শীঘ্রই ভ্যানা ফিরে আস্‌বে। তার বিচার তুমি আজই ক'রো না; কারণ, গভীর দুঃখের বশবর্ত্তী হ'য়ে লোকে যা ক'রে বসে, তা' আর পরে প্রত্যাহার করা যায় না।···ভ্যানা ফিরে আস্‌বে হতাশা আর আনন্দের এক মিশ্র ভাব নিয়ে। তাকে তিরস্কার ক'রো না। যদি স্বাভাবিক-ভাবে তার সাথে কথা কইবার শক্তি তোমার না থাকে তখন, তা হ'লে কিছুকাল অপেক্ষা ক'রো।

গাইডো

আপনার বক্তব্য শেষ হ'য়েছে, বোধহয়?···বেশ!···আপনার ও' মধুমাখা, মিষ্ট কথা শোন্‌বার সময় এ নয়,—আর তা' দিয়ে এখনো ভুলাতে পার্‌বেন, তেমন কোনো লোক এখানে নেই! এই শেষবার আমি আপনার যা বক্তব্য, তা' আপনাকে ব'ল্‌তে দিয়েছি; কারণ, আমার শুন্‌তে কৌতূহল হ'য়েছিল—আপনার গভীর প্রজ্ঞা কি সান্ত্বনা-বাণী আমায় শোনাতে চায়, আমার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব এমন নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস করার পরিবর্ত্তে! আমায় উপদেশ দিচ্ছেন অপেক্ষা ক'র্‌তে, ধীর হ'তে, ভুলে যেতে, ক্ষমা কর্‌তে, আর কাঁদ্‌তে!···তা যে হয় না!··· বুদ্ধিমান আমি হ'তে চাই না! আমার এ লজ্জা যে আমার প্রাণে বিঁধে র'য়েছে,—ছেড়ে যাবে না এ' যে কখনো!···আমি কি ক'র্‌ব তা'

জান্‌তে চাইছেন?—সে ত' অতি সরল! এই কয়েক বছর পূর্ব্বে আপনিই আমাকে যে ভাবে চ'ল্‌তে ব'লেছেন, তাই আমি অনুসরণ ক'র্‌ব।...একটা লোক ভ্যানাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ভ্যানা আমার নয় ততদিন, যতদিন সে লোকটা বেঁচে থাক্‌বে। যাদের ভেত'র হৃদয় ব'লে একটা জীবন্ত পদার্থ আছে, তারা যা' ক'রে থাকে, আমিও তাই ক'র্‌ব।...পাইছার এখন খাদ্য, ও অর্থ দু'ই আছে। সে খেতে পারে, যুদ্ধও ক'র্‌তে পারে। আমি এখন আমার পাওনা দাবী ক'চ্ছি। আজ থেকে তার প্রত্যেক সৈনিক আমার—অন্ততঃ, তাদের ভেত'র সবচেয়ে ভাল যোদ্ধা যারা—আর যাদের আমিই নিজ-অর্থে সংগ্রহ ক'রেছিলাম।...আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি, এখন তাদের যা' কর্ত্তব্য আমার প্রতি, তাই আমি দাবী ক'চ্ছি। তা' না ক'র্‌লে তাদের আমি রেহাই দেব' না কোনো মতেই।...আর ভ্যানা সম্বন্ধে? আমি তাকে ভুলে গেছি। তাকে আমি ক্ষমা ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব তখন থেকে, যখন সে লোকটা আর বেঁচে থাক্‌বে না। সে তাকে প্রতারিত করেছে,—তাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভ্যানার কার্য্যে অন্ততঃ বীরত্ব কিছু আছে। জঘন্য ইতরের মত সে ব্যক্তি ভ্যানার হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণা ও ঔদার্য্যের পূর্ণ সুবিধা নিয়েছে।...যা'ক, যা' হ'বার তা' হ'য়েছে।...তাকে ভোলা বোধহয় সম্ভব হবে না। তার এ দোষ হয় ত' সুদূর ভবিষ্যতে চাপা প'ড়ে যাবে; আর তাকে যে ভালবাসে, সে স্বভাবতঃই তখন তা' উপেক্ষা ক'র্‌বে।...কিন্তু এমন একটি লোক আছে এখানে, যাঁকে দেখ্‌লেই আমার মন লজ্জা ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত

হ'য়ে উঠ্‌ছে। তাঁর উচিত ছিল একটা মহান, গভীর ভালবাসার রক্ষক, ও পরিপোষক হ'য়ে থাকা। শক্র হ'য়ে, তিনি সে ভালবাসার সংহার ক'রেছেন।...তোমাদের সুমুখে তাই, এক ভীষণ ঘটনা ঘ'ট্‌বে,—যা' বীভৎস হ'লেও, অত্যন্ত ন্যায়-সঙ্গত। তোমরা দেখ্‌বে,—এক পুত্র তার পিতার বিচার ক'রে, তাঁকে অস্বীকার ক'র্‌বে, অভিশাপ দেবে, আর তাঁকে ঘৃণাভরে, সুমুখ থেকে বিতাড়িত ক'র্‌বে।

মার্কো

আমায় অভিশাপ দাও পুত্র, কিন্তু তাকে ক্ষমা ক'রো।...এত লোকের জীবন-রক্ষায়, তার এই বীর-নারীর মত আচরণে যদি কোনো দোষ থাকে, যা ক্ষমার অতীত, সে দোষ সম্পূর্ণ আমার, আর বীরত্ব শুধু তারই।...আমার উপদেশ অসার নয়। যখন এ উপদেশ আমি দিয়েছিলাম, তখন তার জন্য যে আমায় কোনো ত্যাগ-স্বীকার ক'র্‌তে হবে, সে আভাষ তুমি আমায় দাওনি;—তাই, সে উপদেশ দে'য়া আমার পক্ষে অতি সহজ ছিল তখন। কিন্তু এখন যে আমি জান্‌ছি,—এরই জন্য আমায় হারা'তে হ'বে যে আমার সবচেয়ে প্রিয়তম তাকে, এই বৃদ্ধ বয়সে,—আর তা' স্থির জেনেও যখন এ উপদেশ আমি তোমায় দিচ্ছি এখনো,—তখন এর সারবত্তা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তুমি ক'র্‌তে পার' না।...তোমার বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব আমার নেই। তোমার মত বয়সে আমিও ঐরূপই ক'র্‌তাম!...আমি যাচ্ছি পুত্র,—আমায় আর দেখ্‌তে পাবে না

তুমি। আমার উপস্থিতি এখন তোমার কাছে কত তিক্ত, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। তবুও নিজেকে দেখা না দিয়ে, আর একটিবার তোমায় আমি দেখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব। আমি চ'লে যাচ্ছি; আর তুমি যখন আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বে, ততদিন যে আমি বেঁচে থাক্‌ব, সে ভরসাও আমার নেই! কারণ, আমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বেশ জানি, যৌবনে ক্ষমার প্রবৃত্তি কত ধীরে আসে; কিন্তু তুমি আমায় মাত্র এই আশাটি নিয়ে যেতে দাও, যেন আমি তোমার ঘৃণা আর ক্রোধের সমস্তটাই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি—তার কিছুমাত্র যেন ভ্যানার জন্য অবশিষ্ট না থাকে!···তা ছাড়া, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে তোমার কাছে;—আমি যেন শুধু একটিবার, ও এই শেষবারটির তরে তোমার প্রসারিত বাহু-দ্বয়ের আলিঙ্গনে ভ্যানাকে দেখে যেতে পারি। তা হ'লেই আমি সন্তুষ্টচিত্তে চ'লে যেতে পার্‌ব'; কোনো আক্ষেপই থাক্‌বে না আমার মনে—আর তোমাকে মোটেই অবিবেচক ব'লে মনে ক'র্‌ব না।··· সবচেয়ে বৃদ্ধ যে, তাকেই ত' দুঃখের বেশী ভার মাথা পেতে নিতে হয়, কারণ' এ ভার যে তাকে বেশী দিন আর বইতে হবে না!

[মার্কোর কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই বাইরে খুব গোলমাল শোনা যেতে লাগ্‌ল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটে, আর স্পষ্টতর হ'ল। প্রথমে একটা আন্দোলন, তার পর জনতার ছুটাছুটির শব্দ। কোলাহল স্পষ্টতর হ'য়ে, ক্রমশঃ শব্দগুলি

বোঝা যেতে লাগ্‌ল। সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছিল—'ভ্যানা', 'মোনা ভ্যানা', 'আমাদের ভ্যানা'—'জয় মোনা ভ্যানা' ইত্যাদি।

মার্কো

[ছাতের দিক্‌কার বারান্দায় ছুটে গিয়ে] ওই ত ভ্যানা আস্‌ছে,··· ঐ যে ওখানে সে,···সবাই তার জয়ধ্বনি ক'চ্ছে, প্রশংসা ক'চ্ছে··· শোন', শোন'···

[বর্‌সো আর টরেল্লো তাঁর পেছনে পেছনে গেল; আর, গাইডো একটা স্তম্ভ হেলান দিয়ে, সুমুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।······ কোলাহল আরো প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল, আর জনতা আরো কাছে এসে প'ড়্‌ল।

বর্‌সো

[তাঁকে পেছন থেকে ধ'রে ফেলে] না, যাবেন না! লোকেরা সব উন্মত্ত; তারা সংযম হারিয়ে ফেলেছে। উত্তেজনায় উন্মাদনা এসেছে তাদের! স্ত্রীলোকেরা মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্‌ছে,—কত লোক পদ-দলিত হ'চ্ছে।···তা ছাড়া, গিয়ে লাভ নেই কোনো। তিনি যে এ'দিকেই আস্‌ছেন। ঐ দেখুন, তিনি মাথা তুলেছেন; আমাদের দেখ্‌তে পেয়েছেন।···দেখুন, তিনি এ'দিকেই এগিয়ে আস্‌ছেন। ঐ ত' তিনি তাকালেন,···মুখে তাঁর হাঁসি···

মার্কো

তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ তাকে?···আমার এ' জরা-গ্রস্থ চোখ কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছে না! আমার বার্দ্ধক্য,—যার জন্য এত জ্ঞানের আমি অধিকারী, আজ তাকে এই প্রথম, আমি অভিশাপ দিচ্ছি।···তারই জন্য আমি যে আমার ভ্যানাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না!···কিন্তু তুমি ত' দেখ্‌তে পেয়েছ তাকে!—বল, বল, কেমন দেখাচ্ছে তাকে।···তার মুখখানি দেখ্‌তে পাচ্ছ ত' তুমি?

বয়সো

জয়-যুক্ত হ'য়ে ফিরেছেন তিনি;—মুখখানি তাঁর সুখোৎফুল্ল।

টরেল্লো

কিন্তু ওঁর সাথে আস্‌চেন, উনি কে?

বয়সো

কি জানি, ওকে দেখিনি কখনো। মুখ যে' ওর ঢাকা!

মার্কো

শোন, কি চীৎকার,—সমস্ত প্রাসাদটা যেন কেঁপে উঠ্‌ছে। ফুলগুলি সিঁড়ির উপর প'ড়ে গেছে ফুলদানি থেকে। এ ঘরটা যেন দুল্‌ছে,—আমাদের সবাইকে ঐ আনন্দ-হিল্লোলের মাঝ্‌খানে ফেলে দেবে ব'লে!···ঐ, ঐ যে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—ঐ যে তারা ফটকের

কাছে এসে প'ড়েছে। জনতা দু'দিকে স'রে গিয়ে, তাদের জন্য পথ ক'রে দিচ্ছে।

বর্‌সো

হাঁ; তাঁকে অভিনন্দিত ক'র্‌বার জন্য, যেন একটা রাস্তা তৈরী করা হ'য়েছে। সে পথের ওপোর পুষ্প-বৃষ্টি হ'চ্ছে। জননীরা তাঁর স্পর্শ লাভ করাবার জন্য নিজ নিজ সন্তানদের এগিয়ে দিচ্ছেন। পুরুষেরা ঐ পথে চুমু খাচ্ছে।···সাবধান, ঐ যে খুব নিকটে এসে প'ড়েছে তা'রা। লোকগুলো আনন্দে উন্মত্ত। এ' সিঁড়িতে এসে প'ড়্‌লে, আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওরা।···প্রহরিরা প্রবেশ-দ্বার রোধ ক'র্‌বার জন্য ছুটে আস্‌ছে।···বেশ, বেশ—আমি আদেশ ক'র্‌ব, সম্ভব হ'লে প্রবেশ-দ্বার বন্ধ ক'রে এদের গতিরোধ করুক।

মার্কো

না, না,—এখানেও ছুটুক আনন্দের উৎস, যেমনটি ঐ ওদের ভেত'র ছুটেছে! এই যে উন্মাদনা দেখ্‌ছ, এ যে ভ্যানার ওপোর এদের ভালবাসা জ্ঞাপন ক'চ্ছে। যা ইচ্ছা ওরা করুক। অনেক দুঃখ ওরা পেয়েছে। এখন ওরা মুক্ত। কোনো বাধা রেখ'না ওদের সুমুখে।···বৎসগণ, আমিও তোমাদেরি মত' আনন্দে মাতাল হ'য়েছি! আমিও তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাচ্ছি। ভ্যানা, ভ্যানা, এই সিঁড়ির ওপোর এসে প'ড়্‌লে

কি তুমি? [ভ্যানার কাছে যা'বার জন্য ছুটলেন। বর্‌সো ও টরেল্লো তাঁকে ধ'রে ফেল্‌ল']···এস ভ্যানা, মা আমার এস,—এরা আমায় ধ'রে রেখেছে। এ প্রাণ-খোলা আনন্দ দেখে এরা ভয় পেয়েছে। এস, এস, ভ্যানা,—জুডিথের চাইতেও সুন্দরী, লিউক্রিসের চাইতেও পবিত্রা,—এই ফুলের মাঝ্‌খানে এস। [মার্ব্বেলের ফুল-দানির কাছে গিয়ে, তা থেকে কতগুলি ফুল সিঁড়ির ওপোর ছুড়ে ফেলে] আমার কাছেও ফুল আছে—তাই দিয়ে তোমায় আমি অভিনন্দিত ক'র্‌ব। পদ্ম, গোলাপ, মালার জয়-মুকুট, এই দেখ আমার কাছে র'য়েছে।

[গোলমাল আরো বেড়ে গেল। লোকের উত্তেজনা আরো ছাপিয়ে উঠ্‌ছিল'। ভ্যানা, ও প্রিঞ্জিভেল সিঁড়ির উপরকার ধাপে এসে পৌঁছিল। ভ্যানামার্কোর প্রসারিত দু'বাহুর ভেত'র আশ্রয় নিল। জনতা প্রাসাদের সিঁড়ি, আর ছাতে উঠে প'ড়্‌ছিল; কিন্তু ভ্যানা, প্রিঞ্জিভেল, মার্কো, বর্‌সো, টরেল্লো যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে কিছু দূরে র'য়ে গেল।

ভ্যানা

পিতা, আমি সুখী।

মার্কো

[তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে] আমিও সুখী, তোমায় আবার ফিরে পেয়ে। আমার জলভরা এ দু'চোখ দিয়ে তোমায় দেখ্‌তে দাও! তোমার আগমনের বার্ত্তাবহ, ঐ উষার রক্তিম আকাশের চাইতেও তুমি প্রোজ্জ্বল। সে ভীষণ শত্রু তোমার চ'খের কিছুমাত্র জ্যোতি, এতটুকু হাসিও হরণ ক'রতে পারে নি।

ভ্যানা

শুনুন পিতা,...কিন্তু গাইডো কোথায়? সেই ত' শুন্‌বে সবচেয়ে আগে, আর শান্তি পাবে শুনে।

মার্কো

ভ্যানা, ভ্যানা, ঐ যে গাইডো ওখানে দাঁড়িয়ে। আমায় সে আর দেখ্‌তে চায় না,—ন্যায়-সঙ্গত কারণও তার আছে, বোধহয়; কিন্তু, তোমার অপরাধ সে ক্ষমা ক'রতে প্রস্তুত। তোমায় তার বাহুপাশে দেখ্‌বার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি।...আমি যেন তোমাদের ভালবাসার পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারি।

গাইডো

[কঠোর আদেশের স্বরে] চ'লে যাও তোমরা সবাই...

ভ্যানা

না, না, থাকুক ওরা···গাইডো, আমি তোমায় ব'ল্‌তে চাই— সবাইকে ব'ল্‌তে চাই···গাইডো শোন···

গাইডো

[তাকে থামিয়ে, ঠেলে দিয়ে, আর ক্রোধে আরও স্বর চ'ড়িয়ে] আমার কাছে এসো না—আমায় স্পর্শ ক'রো না ! [জনতার ভেত'র যারা হল-ঘরে ঢুকে প'ড়েছিল, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে] শুন্‌তে পাওনি তোমরা আমার কথা ? চ'লে যাও এখান থেকে—আমার আদেশ ! যাও ! তোমাদের বাড়ীতেই তোমরা কর্ত্তা—এখানে কর্ত্তৃত্ব আমার। ওঃ এতক্ষণে বুঝ্‌লাম—পরিপূর্ণ ভোজ তোমরা পেয়েছ ; এখন এই তামাসা দেখে, পরিতৃপ্ত হ'য়ে, তবে ফিরে যাবে মনে ক'রেছ। মদ মাংস ভরপূর পেয়েছ—আর তার দাম দিতে হ'য়েছে আমাকেই। তাতেও সন্তুষ্ট নও তোমরা ?···যাও, আমার আদেশ—চ'লে যাও এখান থেকে [জনতা ধীরে ধীরে, নীরবে চ'লে যাচ্ছিল] কেউ থাক্‌বে না এখানে ; সবাইকে যেতে হবে [তার পিতার বাহু ধ'রে জোরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে] আপনিও যাবেন—আপনি যাবেন সবচেয়ে আগে ; কারণ আপনিই ত' এ'টি ঘ'টিয়েছেন। আমার চ'খের জল আপনি দেখ্‌তে পাবেন না। একাকী, নিরালা থাক্‌তে চাই আমি—কবরের চাইতেও নির্জ্জন স্থানে। তখন আমি শুন্‌ব যা শুন্‌তে চাই [প্রিঞ্জিভেলকে নীরবে থাক্‌তে দেখে]

কে, কে তুমি পুতুলটির মত ওখানে দাঁড়িয়ে র'য়েছ? তুমি মৃত্যু, না লজ্জা? আমি যেতে ব'লছি, তা তোমার কানে ঢোকেনি? প্রহার ক'রে তাড়াতে হবে তোমায়? ও কি? তোমার তলোয়ারে হাত দিয়েছ? আমারো অসি আছে কিন্তু তার প্রয়োজন অন্য। এখন থেকে এ' রইল—মাত্র একজনার জন্য।…ও কি?—তোমার মাথা ও কি দিয়ে ঢেকেছ? সং দেখ্‌বার সময় এ আমার নয়।…কি? জবাব দে'য়া আবশ্যক মনে কর' না তুমি?…তুমি কে—জিজ্ঞেস কর্‌লাম না?… রোস'…

[এগিয়ে গিয়ে ব্যাণ্ডেজটা, ছিঁড়তে যাচ্ছিল।
ভ্যানা উভয়ের মধ্যে গিয়ে তাকে থামাল'।

ভ্যানা

ওকে স্পর্শ ক'রো না!

গাইডো

[আশ্চর্য্য হ'য়ে] একি ভ্যানা! এত শক্তি তোমার কোত্থেকে এল'?

ভ্যানা

ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

গাইডো

হা! হা! বাঁচিয়েছেন!!! যখন তোমাকে বাঁচাবার আর কিছু ছিল না! তার চেয়ে বরং ভাল হ'ত···

ভ্যানা

[উত্তেজনার সাথে] আমাকে ব'ল্‌তে দাও গাইডো, তোমায় মিনতি ক'চ্ছি; শুধু একটিবার, একটি কথা ব'ল্‌তে দাও। ইনি আমায় বাঁচিয়েছেন, রক্ষা ক'রেছেন, আমার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। ইনি আমার সাথে, আমার আশ্রয়ে এসেছেন। আমি এঁকে অভয় দিয়েছি —আমার, তোমার, আমাদের সবাইকার তরফ্‌ থেকে।

গাইডো

কে এ লোকটি?

ভ্যানা

প্রিঞ্জিভেল।

গাইডো

কি? কি ব'ল্‌ছ? এই সেই লোকটি? প্রিঞ্জিভেল?

ভ্যানা

হাঁ, ইনি আমাদের অতিথি। তোমার হাতে নিজেকে স'পে দিয়েছেন। ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

গাইডো

[বিহ্বলের মত ক্ষণেক থেমে; তার পর উত্তেজনাবশে ভ্যানার বাধা না মেনে ব'লে যেতে লাগ্‌ল] বেশ! বেশ ভ্যানা, ভ্যাঁনা আমার! তোমার এ কথা মধু-বর্ষণ ক'চ্ছে আমার কানে। ঠিক ক'রেছ তুমি। ওঃ, তোমার কৌশল বুঝেছি এতক্ষণে। এই ত সব বোঝা গেল, জলের মত'; কিন্তু এতক্ষণ আমি এর ধারণাও ক'র্‌তে পারিনি।...কোনো কোনো নারী হয় ত' একে হত্যা ক'র্‌ত—যেমনটি জুডিথ হোলোফার্নেস্‌কে ক'রেছিল।...কিন্তু এর পাপ অনেক বেশী আরো। তাই শাস্তিও তা'র জন্য কঠোরতর হওয়া উচিত। তাতেই ত' তুমি একে নিয়ে এসেছ তার এই শত্রু-পুরীতে —শাস্তি-বিধানের জন্য। কি বিরাট জয়!...পোষা পশুটিরই মত কেমন তোমার পিছু-পিছু ও এসেছে! বুঝ্‌তে পারেনি, তুমি ওকে যে চুমোটি দিয়েছিলে, তার অন্তরে ছিল ঘৃণা; তাতেই ত' ওকে প'ড়্‌তে হ'য়েছে এই ফাঁদে! ঠিক ক'রেছ তুমি। ওর তাঁবুতে নীরবে ওকে হত্যা ক'র্‌লে এত বড় পাপের উপযুক্ত সাজা ওর হ'ত না; সন্দেহও একটা র'য়ে যেত' সবাইকার মনে; কারণ, আমরা এর কিছুই জান্‌তাম না। ওর ঘৃণিত প্রস্তাব, তাতে আমাদের সম্মতি ও সেই অনুযায়ী আমাদের কাজের কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হ'য়ে গেছে। তাই ওর পাপের শাস্তি সকলের সুমুখেই ত' হওয়া উচিত!...কি

ক'রে এ অসাধ্য-সাধন তুমি ক'র্লে? কোনো স্ত্রীলোক এর চেয়ে বেশী সফলতা কখনো লাভ করে নি।...হাঁ, তুমি বল' এদের [ছাতে গিয়ে সবাইকে চীৎকার ক'রে ব'ল্‌ল] শোন' তোমরা সবাই। প্রিঞ্জিভেল এখানে; আমাদের শত্রু প্রিঞ্জিভেল,—এই যে সে আমাদের হাতের মুঠোয়!

ভ্যানা

[তাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে—ধ'রে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে ক'র্‌তে] না, না, গাইডো শোন, শোন; ভুল ক'রেছ তুমি—ভুল বুঝেছ...

গাইডো

[তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আরো উচ্চকণ্ঠে] রোসো, এগিয়ে যেতে দাও আমায়—সবাইকার ওদের শোনা চাই। [জনতার উদ্দেশ্যে চীৎকার ক'রে] ফিরে এস সবাই তোমরা—আমি ব'ল্‌ছি। তোমাদের আস্‌তেই হবে। পিতা, আপনিও আসুন। আপনি ত' ঐ স্তম্ভগুলোর আড়ালে লুকিয়ে র'য়েছেন এই আশায়—যদি কোনো দেবী আবির্ভূ্তা হ'য়ে আপনার হাতে আমার এই ভীষণ ক্ষতি পূরণ ক'রে দিয়ে, আবার আমার সুখ ফিরিয়ে এনে দেয়। ফিরে আসুন!...কি আনন্দ,—মহানন্দ!...এ যে এক অলৌকিক সংঘটন! আমি চাই পাথরগুলো ও শুনুক যা ঘ'টেছে।...কোণে মাথা নীচু ক'রে লুকিয়ে থাকা আমি চাই না দেখ্‌তে; তার সময় অতীত হ'য়ে গিয়েছে। আমি এখন

পরম পবিত্র, পরম ঐশ্বর্য্যশালী। তোমরা সবাই এখন ভ্যানার জয়ধ্বনি কর'; আমিও ক'র্‌ব তোমাদের সাথে, তোমাদের চাইতেও উচ্চস্বরে…

[জনতা ছাতে ফিরে এল। গাইডো সবাইকে টেনে আন্‌তে লাগ্‌ল।

গাইডো

এস', দেখ্‌বে এক দৃশ্য!…ভগবানের ন্যায়-বিচার এখনো লোপ পায়নি'। তা' আমার অজানা ছিল না; কিন্তু এত শীঘ্র যে তা ঘ'ট্‌বে, তা আমি একবারও মনে ক'র্‌তে পারিনি।…আমি ভেবেছিলাম বছরের পর বছর চ'লে যাবে, আমার জীবন কেটে যাবে, নগর, বন, পাহাড় বেড়িয়ে তাকে খুঁজে বের ক'র্‌তে। দেখ, সে এসে উপস্থিত হ'য়েছে এইখানে,—এই ঘরের ভেত'র, সিঁড়ির ওপোর, আমাদের সুমুখে! আশ্চর্য্য ঘটনা! শোন তোমরা সবাই! ভ্যানাই এ' ঘটিয়েছে। সুবিচার হ'বে এবার [মার্কোকে] দেখ্‌তে পাচ্ছেন ঐ লোকটিকে?

মার্কো

হাঁ; কে ও?

গাইডো

আপ্‌নি ত' ওকে দেখেছেন—ওর সঙ্গে কথা ক'য়েছেন! আপনিই না অনুগত চর হ'য়ে ওর বার্ত্তা এনেছিলেন?

[প্রিঞ্জিভেল মার্কোর দিকে তাকাল। মার্কো তাকে চিন্‌তে পার্‌লেন।

মার্কো

প্রিঞ্জিভেল ! !

[জনতা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল।

গাইডো

হাঁ, হাঁ—এ সেই। কোনো সন্দেহ নেই তাতে। আসুন এগিয়ে এসে দেখুন খুব ভাল ক'রে। হয় ত' আরো কোনো অনুজ্ঞা পাঠাবার প্রয়োজন ওর থাকৃতে পারে!···হায়, এ যে আর সে মহিমাময় প্রিঞ্জিভেল নয়!···কিন্তু দয়া, করুণা, মার্জ্জনার পাত্র এ' মোটেই নয়। একটা জঘন্য কপটতার আশ্রয় নিয়ে, এ আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার একমাত্র ধন, যা আমি কাউকে দিতে পারি না।··· এখন এ' যে আমার হাতের ভেত'র এসে প'ড়েছে। ভগবানের ন্যায়-চক্র এক অদ্ভুত কৌশলে একে আমার কাছে এনে দিয়েছে—একমাত্র শাস্তি-বিধান যা আমি ক'র্‌তে পারি, তারই জন্য।···এ যে এক অলৌকিক সংঘটন!···আরো নিকটে এস' তোমরা সবাই।···ভয় নেই ও পালিয়ে যেতে পার্‌বে না। তবুও দেখো, দরজাগুলো বন্ধ আছে কি না—যেন আর একটি অলৌকিক ঘটনায় এ' আমাদের এখান থেকে উধাও হ'য়ে

না যায়!···একেবারে শেষ করা হবে না একে। এ ম’রবে—ধীরে ধীরে, দ’গ্ধে দ’গ্ধে।···ভাই সব, যে তোমাদের এই এত দুঃখ-দৈন্যের কারণ, যে তোমাদের ধ্বংস ক’রতে চেয়েছিল, যে তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-গণকে বিক্রী ক’রে ক্রীতদাস ক’রতে চেয়েছিল—এই যে সে তোমাদেরই সুমুখে। এই সেই; এ এখন আমার, তোমার, তোমাদের সবাইকার। ···নিদারুণ দুঃখ তোমরা পেয়েছ এর জন্য—কিন্তু কত কম সে দুঃখ আমার দুঃখের তুলনায়!···আমার ভ্যানাই একে নিয়ে এসেছে এখানে,—যাতে প্রতিহিংসার আগুনে তোমাদের সব কলঙ্ক নির্ম্মল হ’য়ে যায়। [জনতাকে উদ্দেশ্য ক’রে] সবাই তোমরা সাক্ষী রইলে। সন্দেহের আর কোনো হেতুই থাক্‌বে না এতে। তোমরা সবাই নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ’ বোধহয়, কি অলৌকিক বীরত্বের কাজ এ’।···ও লোকটা ভ্যানাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল; আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অসহায়—কিছু ক’রতে পারিনি।···তোমরা ভ্যানাকে বিক্রী ক’রেছিলে—কাউকে আমি অভিসম্পাৎ করিনি। যা’ ঘট্‌বার তা ঘ’টেছে। আমায় জীবনের সুখের পরিবর্ত্তে, তোমাদের জীবন বাঁচানর অধিকার বোধহয় তোমাদের ছিল।···কিন্তু ভ্যানা, আমার ভ্যানা জান্‌ত,—যে কারণে তার ভালবাসার নিধন হ’য়েছে, কি ক’রে ঠিক তাই দিয়েই আবার তার পুনরুদ্ধার ক’রতে হবে।··· তোমরা নাশ ক’রেছ, আমার ভ্যানা আবার সঞ্জীবিত ক’রেছে তাকে।···লিউক্রিস্‌ বা জুডিথের চাইতেও সে বড়। লিউক্রিস্‌ আত্মহত্যা ক’রেছিল—আর জুডিথ হোলোফারনেস্‌কে হত্যা ক’রেছিল।

তা ক'র্‌লে যে খুব কমই করা হ'ত! সে তার শত্রুকে জীবন্ত তোমাদের কাছে ধ'রে নিয়ে এসে, তোমাদের উপহার দিয়েছে;—আর কি ক'রে সে তা ক'র্‌ল, তাই শোন।

ভ্যানা

হাঁ আমি ব'ল্‌ব—কিন্তু ইনি না ব'লছেন তা নয়—তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

গাইডো

[তাকে থামিয়ে ও জড়িয়ে ধ'রে] তোমায় একটা চুম্বন ক'র্‌তে দাও ভ্যানা,—সবচেয়ে আগে!

ভ্যানা

[জোর ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে] না, না, আমার কথা যদি না শুন্‌তে চাও তুমি, তা হ'লে এসো না আমার কাছে। শোন, আমি ব'ল্‌ছি।—যে সম্মান ও সুখের কল্পনা তোমায় অন্ধ ক'রেছে, তার চেয়েও উচ্চতর সম্মান ও মহত্তর সুখের কথা আমি ব'ল্‌ব।···সবাই এরা ফিরে এসেছে দেখে সত্যই আমি সুখী। এরা বোধহয় তোমার চাইতে আগে আমার কথা শুন্‌বে, ও বুঝ্‌তে পার্‌বে। শোন গাইডো··· না-শোনার পূর্ব্বে আমায় তুমি স্পর্শ ক'র্‌তে পাবে না।

গাইডো

[তাকে বাধা দিয়ে, ও জ'ড়িয়ে ধ'র্‌বার চেষ্টা ক'রে] হাঁ, হাঁ,— আমি জানি—কিন্তু···

ভ্যানা

শোন, আমি ব'ল্‌ছি।···জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি আমি—আর আজ আমি ব'ল্‌ছি ধ্রুব-সত্য—যা লোকে জীবনে একটিবার মাত্র ব'লে থাকে—যার জন্য ঘটে মৃত্যু, বা রক্ষা হয় জীবন!···শোন, আমার দিকে ভাল ক'রে তাকাও—এম'ন ভাবে তাকাও, যেভাবে আর কখনো তুমি তাকাও নি—আর যাতে অভিব্যক্ত হবে এমন ভালবাসা, যা' হবে এই প্রথম—ঠিক্ যেমনটি আমি অন্তরে অন্তরে চেয়েছি!···আমি যা' ব'ল্‌ব এখন, তা ব'ল্‌ব আমরা দুজনে যে জীবনটা এক সঙ্গে কাটিয়েছি তার নামে, আমার আমিত্বের নামে, তুমি আমার যতখানি তার নামে শপথ ক'রে।···যা সহসা বিশ্বাস করা যায় না, তাও বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়—তা বিশ্বাস ক'র্‌তে শেখ'। এঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধিনে ছিলাম আমি,—এঁর হাতেই আমাকে সমর্পণ করা হ'য়েছিল। ইনি আমার নিকট আসেন নি—আমায় স্পর্শ করেন নি। ওঁর তাঁবু থেকে ফিরে এসেছি আমি—যেন আমার সহোদরের বাটী থেকে।

গাইডো

কেন?

ভ্যানা

কারণ, ইনি আমায় ভালবাসেন।

গাইডো

ওঃ! এই তুমি আমায় শোনাতে চেয়েছিলে? এই সেই অলৌকিক সংঘটন?···তোমার প্রথম কথাতেই অস্বাভাবিকতার গন্ধ আমি পেয়েছিলাম। শুধু পলকের জন্য সে অনুভূতি আমার হ'য়েছিল—আমি গ্রাহ্য করিনি। আমি ভেবেছিলাম সব গোলমাল শেষ হ'য়ে গেছে। ভাল ক'রে বুঝ্‌তে হ'ল দেখ্‌ছি।···তা হ'লে এ' তোমার কাছে আসেনি, তোমায় স্পর্শ করেনি, না?

ভ্যানা

না।

গাইডো

চুমো ও দেয় নি?

ভ্যানা

আমি তার ললাটে একটিমাত্র চুমো দিয়েছি—সেও তা প্রত্যর্পণ ক'রেছে।

গাইডো

আর তুমি আমায় সে কথা শোনাচ্ছ' ! !···ভ্যানা ভ্যানা—এ ভয়ঙ্কর রাত্রি তোমায় পাগল ক'রেনি ত ?

ভ্যানা

আমি যা' ব'ল্ছি তা সত্য ।

গাইডো

সত্য ! সত্য !—হা ভগবান, যা' সত্য, আমি যে তাই শুন্তে চেয়েছিলাম !···কিন্তু যা' সত্য, তা' স্বাভাবিক—এই ত' সনাতন রীতি ।··· যে লোকটা একলাটি তোমায় তার তাঁবুতে একটিবার পা'বার জন্য দেশদ্রোহিতা ক'রেছে, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রেছে, চিরতরে সমগ্র জগৎকে শত্রু-ভাবাপন্ন ক'রেছে,—সে কিনা তোমায় সেভাবে পেয়ে চাইল শুধু ললাটে একটি চুম্বন—আর এখানে এসে চায়, সে-কথা আমাদের বিশ্বাস করাতে ! !···না, না,—দুঃখের আঘাতে বিচার-বুদ্ধি-হীন, নির্ব্বোধ, অপদার্থ হ'য়ে পড়ি'নি আমরা এখনো । মাত্র তাই যদি ছিল এর দাবী, তা হ'লে কি প্রয়োজন ছিল এত দুঃখ এদের দিতে, আর আমায় হতাশার এই গভীর আবর্ত্তে নিক্ষেপ ক'র্তে ?···এই রাত্রিটি আমার কাছে দশ-বৎসর-ব্যাপী মনে হ'য়েছিল । অতি কষ্টে এ কাল-রাত্রি যাপন ক'রে, এখনো আমি বেঁচে র'য়েছি ।···মাত্র এই যদি ছিল তার দাবী, তা'হ'লে সে ত' অনায়াসেই তা' পেতে পার্ত', আমায় এত

নিষ্ঠুর এই জ্বালা-যন্ত্রণা না দিয়েও ; তা হ'লে, এঁকে আমি ত্রাণ-কর্ত্তা ভগবানেরই মত' অভিনন্দিত ক'রে নিয়ে আস্‌তাম।...তোমরা মাথা নাড়্‌ছ?...আচ্ছা এরাই এর বিচার ক'র্‌বে,—এর উত্তর দেবে [লোকদের উদ্দেশ্য ক'রে] শুন্‌লে ত' তোমরা? আমি জানি না কেন ভ্যানা এ কথা ব'ল্‌ছে।...কিন্তু সে যা ব'লেছে, সবাই তোমরা তা' শুনেছ' ; আর তার বিচার ক'র্‌বে তোমরা।...সম্ভবতঃ তোমরা একেই বিশ্বাস ক'র্‌বে ; কারণ এ' যে জীবনদাত্রী তোমাদের!...যদি তোমরা একে বিশ্বাস কর, বল'। যারা বিশ্বাস করে একে, তারা একটু এগিয়ে আসুক, আর এসে দেখাক—মানুষের বিচার-বুদ্ধি মিথ্যা।...আমি তাদের দেখ্‌তে চাই, আর জান্‌তে চাই কি ধরণের লোক তা'রা।

[শুধু মার্কো তফাতে এগিয়ে দাঁড়াল'।
জনতা থেকে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উঠছিল।

মার্কো

[ছুটে এগিয়ে এসে] আমি একে বিশ্বাস করি।

গাইডো

আপনি?...এদের সাথে আপনিও যে একই পাপে লিপ্ত! কিন্তু আর সবাই?...আর কে এ কথা বিশ্বাস ক'রেছে? [ভ্যানাকে] শুন্‌লে ত'? যাদের তুমি জীবনদান ক'রেছ, তারাই যে, অতি কষ্টে

হাসিটি সম্বরণ ক'রে রেখেছে ! আর অতি অল্প-সংখ্যক, যারা ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা কইছে, তারাও কিছু প্রকাশ ক'র্‌তে সাহস ক'চ্ছে না !

ভ্যানা

বিশ্বাস ক'র্‌বার তাদের কোনো কারণই নাই ; কিন্তু তুমি,—তুমি না আমায় ভালবাস্‌তে ?

গাইডো

হাঃ-হাঃ ! আমি তোমায় ভালবাস্‌তাম,—তাই সে ভালবাসার দাস হ'য়ে, অন্ধ হ'য়ে থাক্‌তে বল' তুমি আমায়, না ?...এখন শোন', আমি যা' ব'ল্‌ছি—মন দিয়ে শোন'। ধীর-ভাবে আমি ব'ল্‌ছি। ক্রোধ সম্পূর্ণ পরিহার ক'রেছি আমি। অনেক কিছু ঘ'টে গেছে। আমার মনে হ'চ্ছে, যেন' বুড়ো হ'য়েছি আমি।...না, আমি ক্রুদ্ধ নই এখন ; ক্রোধের কিছুমাত্র আর আমাতে অবশিষ্ট নেই। অন্য কি একটা যেন' আমার মনকে অধিকার ক'র্‌তে আস্‌ছে—জরা, উন্মত্ততা, কি যে, তা ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।...এখন আমি নিজের মন তন্ন-তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'চ্ছি—বিগত জীবনে যে সুখ আমার ছিল, তার একটু অনুভূতি পাবার জন্য।...কিন্তু এক আশা, মাত্র ক্ষুদ্র একটি আশা এখনো আছে আমার—সেটা এত ক্ষুদ্র যে তার ধারণাও আমি ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। একটি মাত্র কথা, যে আমার সে আশাটিকে বিনষ্ট ক'র্‌বে ! তবুও আমার এ হতাশায়

একটিবার আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্ব'।...ভ্যানা, নিজে শুন্বার আগে, এ' জনতাকে এখানে ডেকে এনে কি মূর্খতা আমি করেছি, তা' বেশ বুঝ্তে পাচ্ছি এখন। বর্ব্বর প্রিঞ্জিভেল কি কষ্ট তোমায় দিয়েছে, এদের সবাইকার স্বমুখে তা' বলা তোমার পক্ষে কত কঠিন, কত তিক্ত, তা' আমার ভাবা উচিত ছিল। আমার উচিত ছিল—এ'দের চ'লে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করা। তা' হ'লে, তুমি যা' সত্য তা' ব'ল্তে আমার কাছে।...কিন্তু এখন যে সবাই জেনে ফেলেছে সব। গোপন ক'রে কোনো লাভ নেই এখন—তা' আর চলেও না। তা'র জন্য অনুশোচনা ক'রে কোনো ফলও নেই। তুমিও বুঝে দেখ'...

ভ্যানা

আমার দিকে তাকাও গাইডো। আমার চ'খে দেখ্তে পাবে বিশ্বস্থতা, শক্তি, আর যা' সত্য, শুধু তাই। যা' আমি ব'লেছি তা' সত্য, নিছক্ সত্য। বিশ্বাস কর'—সে আমায় স্পর্শ করেনি।

গাইডো

বেশ, বেশ,—খুব ভাল!...এখন সব আমি বুঝ্তে পাচ্ছি। এই ত' সত্য—না ভালবাসা!...বুঝ্তে পেরেছি—তুমি একে বাঁচাতে চাও। ...আমি বুঝ্তে পাচ্ছি না, যাকে আমি এত ভালবাস্তাম, কি ক'রে এত শীঘ্র এ পরিবর্ত্তন তার ঘ'টল'।...কিন্তু এতে তুমি পার্বে না তাকে বাঁচাতে।...[চেঁচিয়ে] শোন'—সবাই শোন' তোমরা। আমি এই শেষ

শপথ গ্রহণ ক'চ্ছি। নিজেকে সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিজের উপর আমার কর্তৃত্ব ক'মে আস্‌ছে। এই শেষ চেষ্টা ক'চ্ছি আমি। এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে আমি ভেঙ্গে প'ড়্‌ব। তাই এ সুযোগ আমি হারাব' না।...আমার কথা শুন্‌তে পাচ্ছ কি তোমরা—না আমার কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে? এস, এস, স'রে এস, আরো কাছে এস তোমরা আমার।...এই যে নারী, আর ঐ লোকটা তোমরা দেখ্‌ছ,—এরা উভয়ে উভয়কে ভালবাসে।...আচ্ছা, শোন এখন। খুব স্থির ভাবে বিচার ক'রে আমি ব'ল্‌ছি। এত বিচার ক'রে কোনো চিকিৎসক তার মুমূর্ষু রোগীর শেষ ঔষধটিও বোধহয় নির্ব্বাচন করে না।...এরা দু'জনেই এখান থেকে চ'লে যাবে, আমার সম্মতিক্রমে, মুক্ত হ'য়ে। কেউ এদের কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌বে না। কেউ এদের কোনো ক্ষতি, কিছুমাত্র অত্যাচার কেউ এদের ওপোর ক'র্‌বে না। তোমরা এদের জন্য পথ ছেড়ে দেবে—আর যদি চাও, সে পথে পুষ্প-বর্ষণ ক'রো। এরা চ'লে যাবে, যেখানে উভয়ের ভালবাসা নিয়ে যেতে চাইবে এদের। আর এ' সবের পরিবর্ত্তে আমি চাই শুধু—এই নারী, যা' সত্য, তাই আমায় বলুক।...শুধু তাই আমি শুন্‌তে চাই, এ সবের পরিবর্ত্তে।...বুঝ্‌তে পেরেছ ভ্যানা? মাত্র তাই ব'ল্‌তে হবে তোমাকে। এরা সবাই সাক্ষী রইল।

ভ্যানা

যা' সত্য তাই আমি তোমায় ব'লেছি,—ইনি আমায় স্পর্শ করেন নি'।

গাইডো

বেশ, তাই হোক। এ কথা ব'লে, তুমি এর শাস্তির সময়টা আরো এগিয়ে দিলে। আর কিছু ক'রবার নেই এখন। [প্রহরীদের ডেকে, প্রিঞ্জিভেলকে দেখিয়ে দিয়ে] এ লোকটি এখন আমার। নিয়ে যাও একে। বেঁধে ফেল। আর, এই কক্ষের নীচে যে অন্ধকার, শীতল কারাগার আছে, তাতে নিক্ষেপ কর একে। আমি যাচ্ছি তোমাদের সাথে। [ভ্যানাকে] তুমি আর একে দেখ্‌তে পাবে না—এ জীবনে। ফিরে এসে আমি এর শেষ কথাটি তোমায় শুনিয়ে দেব।

ভ্যানা

[যে প্রহরীরা প্রিঞ্জিভেলকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের ভেত'রে গিয়ে প'ড়ে] না, না, মিথ্যা ব'লেছি আমি—সম্পূর্ণ মিথ্যা। [গাইডোকে] তুমি যা ব'লেছ তাই সত্য। [প্রহরীদের ঠেলে দিয়ে] তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না আমার একে। এ' আমারই, আমার—তোমাদের নয়, শুধু আমার। আমিই এর শাস্তি-বিধান ক'রব'। ভীরু, কাপুরুষ এ—আমায় একা, অসহায় পেয়ে—

প্রিঞ্জিভেল

[ভ্যানার কথা ডুবিয়ে দেবার জন্য খুব উচ্চকণ্ঠে] মিথ্যা ব'লছেন ইনি—সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা ব'লছেন ইনি। যে কোনো উৎপীড়ন আমার উপর ক'রতে চাও, কর'…

ভ্যানা

চুপ কর···[জনতার দিকে] এ' ভয় পেয়েছে···[প্রিঞ্জিভেলের দিকে এগিয়ে, যেন তাকে বাঁধ্‌বার জন্য] দাও আমায় দড়ি, শেক'ল। আমিই একে এনেছি—আমিই বাঁধ্‌ব। [প্রিঞ্জিভেলকে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে, তার কানে কানে] চুপ কর। ও' বাঁচিয়েছে আমাদের। চুপ ক'রে থাক। ও' আমাদের মিলন ঘ'টিয়ে দিয়েছে। আমি তোমারি, আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি জিয়ানালো আমার! আমি তোমায় বাঁধ্‌ছি—কিন্তু রক্ষা ক'র্‌বার জন্য। তোমায় মুক্ত ক'রে, দু'জনে পালিয়ে যাব'। [প্রিঞ্জিভেলকে কিছু না ব'ল্‌তে দেবার জন্য,—চীৎকার ক'রে] এ ক্ষমা চাইছে! [তার মুখের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে] দেখ্‌তে পাচ্ছ তোমরা? আমারি ছুরি এ জখম ক'রেছে। এ ভীরু, কাপুরুষ, বর্ব্বর—চেয়ে দেখ' এ'র দিকে! [প্রহরীরা প্রিঞ্জিভেলকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ ক'র্‌ছে দেখে] না, না, এ'কে আমার হাতে রেখে যাও। এ আমার আসামী, আমার শীকার। একে আমিই এনেছি—এ আমারই শুধু।

গাইডো

কেন এ' এল'? কেন মিথ্যা ব'ল্‌লে তুমি?

ভ্যানা

[ইতস্তত ভাবে,—যেন একটি একটি ক'রে কথা খুঁজে নিয়ে] কেন

আমি মিথ্যা ব'ল্‌লাম ? আমি নিজেই জানি না। আমি ব'ল্‌তে চাইনি'···এখন আমি ব'ল্‌ব তোমায়। লোকের এমন এক সময় আসে, যখন সে কি ক'র্‌বে, বুঝ্‌তে পারে না—অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়ায়।··· হাঁ, এখন জান্‌তে পার্‌বে তুমি। আমার সে যবনিকার আড়াল আমি তুলে নেব'। তোমার ভালবাসা আর হতাশার কথা ভেবে ভয় পেয়েছিলাম আমি···কিন্তু এখন তোমায় ব'ল্‌তে হ'ল। [অনেকটা শান্তভাবে] না, না, ; তুমি যা ব'ল্‌লে সে উদ্দেশ্য আমার ছিল না— সাধারণের সুমুখে প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সে সঙ্কল্প আমার না থাক্‌লেও, আমি যা' ক'রেছি, তোমার ভালবাসার দিকে চেয়েই ক'রেছি সব।···আমি চেয়েছিলাম এ'র জন্য এক কঠোর মৃত্যুর ব্যবস্থা ক'র্‌তে—আর সঙ্গে সঙ্গে এও চেয়েছিলাম যেন এ রাত্রির ভীষণ ঘটনা, তোমার জীবনে এক মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা হ'য়ে থেকে না যায়। আমার ইচ্ছা ছিল—গোপনে এর উপর প্রতিহিংসা নেব ; ধীরে ধীরে, তিলে তিলে যাতে এ রে, তার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। বুঝ্‌তে পেরেছ ? ভেবেছিলাম এ'কে মার্‌ব—ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, যতদিন পর্য্যন্ত না এর রক্ত, ফোঁটা ফোঁটা প'ড়ে, এর পাপের সব কালিমা ধুয়ে মুছে ফেলে। তুমি এ ভীষণ প্রতিহিংসার কথা জান্‌তেও পার্‌তে না—আর আমাদের ভালবাসার মাঝ্‌খানে এক ভীষণ বিভীষিকার ছবিও থেকে যেত' না।···আমার ভয় ছিল, সে ছবি আমাদের ভালবাসার একটা প্রচণ্ড অন্তরায় হ'য়ে থাকবে।···মূর্খের মত এ সব আমি ভেবেছিলাম, তা' আমি জানি, আর এ'ও জানি, তোমাকে

এ সব বিশ্বাস করান' বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়।···এখন সব জান্তে পার্‌বে তুমি। [জনতাকে সম্বোধন ক'রে]—শোন তোমরা, আর এর বিচার তোমরা কর'। আগে যা ব'লেছিলাম তা' গাইডোর জন্য, আমাদের উভয়ের ভালবাসার দিকে তাকিয়ে আমি ব'লেছিলাম। ···এখন সব খুলে' ব'ল্‌ব।···আমি চেয়েছিলাম এ লোকটিকে হত্যা ক'র্‌তে—তাই একে আঘাত ক'রেছিলাম—তোমরা দেখ্‌তে পাচ্ছ তার চিহ্ন; কিন্তু আমাকে পরাভূত করে ছুরিটা ও' কেড়ে নিল' আমার হাত থেকে।···তার পর আরো ভীষণ প্রতিহিংসা নেবার কথা আমার মনে উদয় হ'ল। তাই তার দিকে চেয়ে আমি একটু হাস্‌লাম। এখন দেখ ওর অবস্থা—কবরের ভেত'র এসে প'ড়েছে; সে কবর বন্ধ ক'রে, ওর জীবন্ত-সমাধির ব্যবস্থা আমিই ক'র্‌ব। একটি মাত্র চুম্বনে ওকে আমি প্রতারিত ক'রেছিলাম। তাই ও' এসেছে, আমার পেছনে পেছনে, মেষ-সাবকটির মত। এ এখন আমার হাতের ভেত'র,—আর আমিই ওর জীবনের অবসান ক'র্‌ব।

গাইডো

[এগিয়ে এসে] ভ্যানা

ভ্যানা

আমার দিকে তাকাও ভাল ক'রে!···কি উন্মাদ এ লোকটা! "প্রিঞ্জিভেল আমি তোমায় ভালবাসি"—এ' কথাটা বল্‌বামাত্রই নির্ব্বিবাদে

ও' বিশ্বাস ক'রে নিল সে'টা! বোধহয় নরকেও যেতে রাজি হ'ত ও' আমার পেছনে পেছনে।...এখন এ' আমার—আমিই একে জয় ক'রেছি—এখানে নিয়ে এসেছি!...[ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে একটা স্তম্ভ ধ'রে ফেল্‌ল] প্রতিহিংসার আনন্দ আমি আর সইতে পাচ্ছি না! [মার্কোকে] পিতা, আমি একে আপনার জিম্মায় দিলাম—যতক্ষণ না আমি প্রকৃতস্থ হই। এ' আপনার তত্ত্বাবধানে থাকবে। একে আপনি এমন একটা অন্ধকার কারাগারে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বেন—যেখানে আর কেউ যেতে পারবে না। আর সে গারদের চাবিটা এনে দেবেন আমায়। চাবিটা আমার চাই—এক্ষুণি। কেউ স্পর্শ ক'রবে না একে। কেউ যেন এর কাছেও যেতে না পারে। এ আমার—আর কারুর নয়। আর কেউ এ'র সাজা দিতে পারবে না!...[মার্কোর দিকে এগিয়ে গিয়ে] পিতা, এ আমার—আপনি দায়ী র'ইলেন এর জন্য [তাঁর দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে] বুঝ্‌লেন? আপনি রইলেন এর রক্ষক—এর জন্য দায়ী। কেউ এর কাছে যাবে না। আমি যখন যাব ওর কাছে, তখন দেখ্‌তে চাই—যেমনটি এ'কে দিলাম আপনার কাছে, তেমনটিই এ' র'য়েছে।...[প্রিঞ্জিভেলকে নিয়ে যাচ্ছিল দেখে] আচ্ছা প্রিঞ্জিভেল, যাও, বিদায়!—আবার দেখা হবে তোমার সাথে।

[যখন গাইডো সৈনিকদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, আর তারা প্রিঞ্জিভেলকে নিষ্ঠুর ভাবে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভ্যানা চীৎকার ক'রে

উঠ্‌ল, ও ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে প'ড়ে যাচ্ছিল।
মার্কো এগিয়ে গিয়ে তাকে ধ'রে ফেল্‌ল।

মার্কো

[তার বাহুর ওপোর ঢ'লে প'ড়া ভ্যানার মুখের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে, ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে] হাঁ ভ্যানা, আমি বুঝেছি—বুঝ্‌তে পেরেছি তোমার এ মিথ্যা···অসম্ভব সম্ভব ক'রেছ তুমি। এ ভাল, আর মন্দও খুব —যা লোকে ক'রে থাকে···এ যে স্বাভাবিক!·· মুস্‌ড়ে প'ড় না— আবার তোমায় মিথ্যা ব'ল্‌তে হবে—গাইডো এখনও তোমায় বিশ্বাস ক'রে উঠ্‌তে পারেনি'। [গাইডোকে ডেকে] গাইডো, ভ্যানা তোমায় ডাক্‌ছে···প্রকৃতিস্থ হয়েছে সে এখন।

গাইডো

[দৌড়ে এসে ভ্যানাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে] ভ্যানা আমার, এই ত' তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে! বল ভ্যানা, আমি অবিশ্বাস করিনি তোমায় কথনো······এ পর্ব্বের শেষে হ'য়ে গেছে। কিছুই আমি মনে রাখ্‌ব' না। আমাদের প্রতিহিংসার আগুনে সব নির্ম্মল হ'য়ে যাবে।···এ' এক দুঃস্বপ্ন!

ভ্যানা

[চোখ মেলে, ক্ষীণকণ্ঠে] কোথায় সে? হাঁ, হাঁ, আমি জানি

—মনে প'ড়েছে।······চাবিটা. দাও আমাকে—গারদের চাবিটা··· আমি ভিন্ন কেউ···

গাইডো

রক্ষীরা ফিরে এসেই চাবিটা তোমার হাতে এনে দেবে ; আর যা' তুমি চাও, তাই হবে।

ভ্যানা

আমিই চাবিটা রাখ্‌ব'···আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। আর কেউ যেন······ঠিক্, ভীষণ দুঃস্বপ্ন এ একটা···কিন্তু সুখের স্বপ্ন অগত-প্রায়···

যবনিকা